ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-08 ■ 12 October, 2025 ■ আগরতলা ১২ অক্টোবর, ২০২৫ ইং ■ ২৫ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কৃষি খাতে ৪২ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সকাল ১০:৩০ টায় দিল্লির ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান-এ একটি বিশেষ কৃষি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি দেশের কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতগুলিকে রূপান্তর করার লক্ষ্যে ৪২,০০০ কোটিরও বেশি মূল্যের একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন, সূচনা ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য কৃষকের কল্যাণ, কৃষিক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা, এবং গ্রামীণ পরিকাঠামোর বিকাশ। আধুনিক কৃষি পদ্ধতি প্রচার, কৃষকদের সহযোগিতা এবং কৃষি-ভিত্তিক উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি এই অনুষ্ঠানের মূল উপজীব্য।

এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দুটি প্রধান কৃষি প্রকল্পের সূচনা করবেন, যার মোট বাজেট ৩৫,৪৪০ কোটি টাকা। প্রথম প্রকল্প 'পিএম ধান ধান্য কৃষি যোজনা', যার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২৪,০০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের লক্ষ্য কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ফসল বৈচিত্র্যকে উৎসাহ দেওয়া এবং টেকসই কৃষি অনুশীলন চালু করা। দেশের ১০০টি নির্বাচিত জেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরে ফসল-পরবর্তী সংরক্ষণ ব্যবস্থা, সেচ সুবিধা ও কৃষকদের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

দ্বিতীয় প্রকল্প 'দালহান আত্মনির্ভরতা মিশন', যার জন্য বরাদ্দ ১১,৪৪০ কোটি টাকা। এর মাধ্যমে ডাল উৎপাদনে আত্মনির্ভরতা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, চাষের এলাকা বিস্তার এবং সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ডাল চাষের পরিপূর্ণ মূল্যচেইনকে শক্তিশালী করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী কৃষি, পশুপালন, মৎস্য ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতে ৫,৪৫০ কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন ও উৎসর্গ করবেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলি হল বেঙ্গালুরু ও জম্মু-কাশ্মীরে কৃত্রিম গর্ভাধান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গুজরাটের অমরেলি ও বানাসে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনুপ্রবেশের কারণেই মুসলিম জনসংখ্যায় বৃদ্ধি ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি/গৌহাটি, ১১ অক্টোবর ।। অসমে মুসলিম জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকেই দায়ী করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার দিল্লিতে দৈনিক জাগরণ-এর প্রাক্তন সম্পাদক নরেন্দ্র মোহনের স্মরণে আয়োজিত এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, "২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, অসমে মুসলিম জনসংখ্যার দশকভিত্তিক বৃদ্ধির হার ছিল ২৯.৬ শতাংশ। অনুপ্রবেশ ছাড়া এটি সম্ভব নয়।" তিনি দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী একাধিক জেলায় এই বৃদ্ধির হার ৪০ শতাংশেরও বেশি, কোথাও কোথাও তা ৭০ শতাংশে পৌঁছেছে। এর মাধ্যমে স্পষ্ট বোঝা যায়, অতীতে ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

অমিত শাহ বলেন, অনুপ্রবেশ কোনও রাজনৈতিক বিষয় নয়, এটি একটি জাতীয় নিরাপত্তা ও গণতন্ত্রের প্রশ্ন। তাঁর দাবি, "কিছু রাজনৈতিক দল এই অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাংক হিসেবে দেখছে এবং তাঁদের আশ্রয় দিচ্ছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার একা অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে পারে না। রাজ্য সরকারগুলিকেও দায়িত্ব নিতে হবে।" সীমান্তে কাঁটাতার না থাকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কিছু এলাকার ভূগোল এমন যে সেখানে বেড়া দেওয়া সম্ভব নয়, ফলে অনুপ্রবেশ আটকাতে আরও কঠোর নজরদারি ও প্রশাসনিক সক্রিয়তা প্রয়োজন।

শাহ প্রশ্ন তোলেন, "গুজরাট এবং রাজস্থানেও তো ভারতের সীমান্ত রয়েছে, কিন্তু সেখানে অনুপ্রবেশ হয় না কেন?" এর মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চান যে, রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে অনুপ্রবেশ রোধ করা সম্ভব।

তিনি আরও বলেন, ঝাড়খণ্ডে আদিবাসী জনসংখ্যার হ্রাসও অনুপ্রবেশজনিত সমস্যার প্রভাব। "বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের জন্যই এই জনমিতিক পরিবর্তন ঘটছে," মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

সরকার কৃষক বন্ধু ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।। রাজ্য এবং কেন্দ্রের বর্তমান সরকার কৃষকবন্ধু সরকার। কৃষির অগ্রগতি এবং কৃষকদের মানোন্নয়নে এই সরকার সদা সচেষ্ট। আজ এডি নগরের রাজা কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন। আজ কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে ৩টি প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই প্রকল্পগুলির সূচনা করেন। এই প্রকল্পগুলির সূচনা উপলক্ষ্যে রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বক্তব্য রাখার পর রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা বলেন, বর্তমানে দেশের কৃষকরা অনেক অগ্রণী। কৃষি এবং কৃষকদের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি চালু করেছে। কৃষকদের উন্নয়নের মাধ্যমেই দেশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ২০৪৭-এর বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্য পূরণে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি বলেন, কৃষিক্ষেত্রে যেসব অঞ্চলে উৎপাদন কম এবং কৃষিজীবীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম সেইসব এলাকাকে কৃষিতে স্বনির্ভর করা আজ চালু হওয়া এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এরকম ১০০টি জেলাকে সারা দেশে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে রাজ্যের উত্তর ত্রিপুরা জেলাও রয়েছে। আজকের এই তিনটি প্রকল্প ২০২৫-২৬ থেকে ২০৩০-৩১ পর্যন্ত চলবে। ১১টি দপ্তরকে যুক্ত করে এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হবে। এতে করে রাজোর প্রায় ৫৯ হাজার ৫১৭ জন কৃষক লাভবান হবেন বলেও মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সরকার সর্বদা কৃষকদের স্বার্থে উন্নতিতে সচেষ্ট। আজকের এই প্রকল্পগুলির সূচনা সেই ইতিবাচক চিন্তাধারার প্রকাশ। কৃষি ক্ষেত্রের উন্নতির জন্যই গত বছরের তুলনায় এবছর খাদ্যশস্যের উৎপাদন দেশে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিজাত পণ্যের পাশাপাশি পশুপালন, দুগ্ধ উৎপাদন, মধু উৎপাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও দেশ সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার লক্ষ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নগর কৃষির উপর জোর দিচ্ছে সরকার ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।। ত্রিপুরার দুই জেলা তথা ধলাই ও খোয়াই অচিরেই খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। পাশাপাশি, রাজ্যের শহরাঞ্চলে নগর কৃষির ওপরও জোর দিচ্ছে রাজ্যর কৃষি দপ্তর। এই তথ্য আজ জানিয়েছেন রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

আজ তিনি রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, এ.ডি. নগরে, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহার উপস্থিতিতে তিনটি কৃষি প্রকল্পের রাজ্যস্তরীয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এই তিনটি প্রকল্প হল পি.এম. ধন ধান্য কৃষি যোজনা, ন্যাশনাল মিশন অন পালসেস, এবং ন্যাশনাল মিশন অন ন্যাচারাল ফার্মিং।

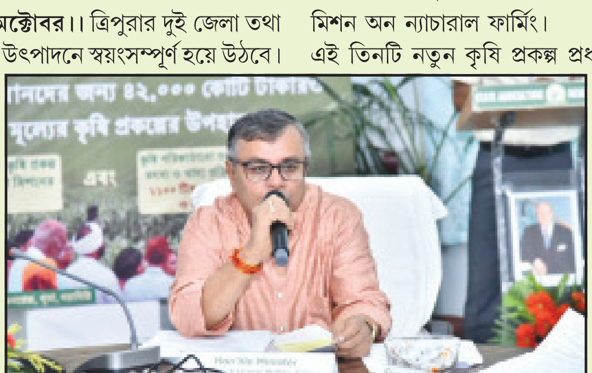

এই তিনটি নতুন কৃষি প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান যৌথভাবে প্রকল্পগুলির সূচনা করেন। পরবর্তীতে কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন প্রধানমন্ত্রী ধান ধান্য কৃষি যোজনা দেশের ১০০টি জেলার জন্য নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, কারণ এই জেলা খাদ্যশস্য উৎপাদনে পিছিয়ে রয়েছে। এই যোজনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধি ও খাদ্যশস্যের প্রসার ঘটানো হবে। বর্তমানে উত্তর ত্রিপুরা পিছিয়ে থাকলেও দক্ষিণ, সিপাহিজলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলার ধর্ষণ সংক্রান্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবি পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।। গতকাল ১০ অক্টোবর সামাজিক মাধ্যম ও কিছু সংবাদমাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে জিবি হাসপাতালের এক মহিলাকে নিয়ে দাবি করা হয় যে, তাকে একটি গাড়িতে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করা হয়েছে এবং পরে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আমতলী থানার পক্ষ থেকে তৎক্ষণাৎ একটি তদন্ত শুরু করা হয়। তদন্তকারী দলে ছিলেন মহিলা পুলিশ অফিসারগণ, যারা অবিলম্বে আগরতলা মেডিকেল কলেজ ও জিবি হাসপাতালে যান এবং সংশ্লিষ্ট মহিলার সঙ্গে কথা বলেন।

ভুক্তভোগী মহিলা পুলিশকে জানিয়েছেন যে, গত রাতে তিনি স্বেচ্ছায় মদ্যপান করেছিলেন এবং পরদিন সকালে কী বলেছিলেন, তা মনে নেই। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, তাকে কেউ ধর্ষণ করেনি এবং তিনি স্বেচ্ছায় মদ পান করেছিলেন।

আজ (১১ অক্টোবর) কিছু সংবাদমাধ্যমে আবারও ধর্ষণের অভিযোগ তুলে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেই কারণে পুনরায় এক মহিলা ডেপুটি এসপি এবং এক মহিলা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা তাঁর বক্তব্য রেকর্ড করা হয়। সেখানেও তিনি পুনরায় স্পষ্টভাবে ধর্ষণ বা কোনো ধরনের শারীরিক নিপীড়নের অভিযোগ অস্বীকার করেন।

পুলিশ প্রশাসনের তরফে জানানো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের বিদ্যালয় গুলিতে কম্পিউটার শিক্ষার বেহাল দশার অভিযোগ শিক্ষক সংঘের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।। রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কম্পিউটার শিক্ষা চালু থাকলেও পরিকাঠামো ও বেতন-ভাতা সংক্রান্ত একাধিক সমস্যায় জর্জরিত কম্পিউটার শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের করে এমনটাই অভিযোগ তুলেছে অল ত্রিপুরা স্কুল কম্পিউটার শিক্ষক সংঘ।

সংগঠনের সভাপতি প্রদেশ চক্রবর্তী এবং ভারতীয় মজদুর সংঘের অফিস সেক্রেটারি চন্দন সূত্রধর জানিয়েছেন, রাজ্যে ২০০৮ সাল থেকে কম্পিউটার শিক্ষা চালু হলেও ২০১৫ সালে তা বন্ধ করে দেয় তৎকালীন সরকার।

পরবর্তীতে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে ২০২১ সালে আবারও কম্পিউটার শিক্ষা চালু করলেও, শিক্ষকদের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না।

তাঁদের অভিযোগ, বর্তমানে রাজ্যের ১০৭৯টি বিদ্যালয়ে কম্পিউটার শিক্ষা চালু রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাব নেই, শিক্ষকরা নূন্যতম মজুরি পাচ্ছেন না, এমনকি তাঁদের স্থায়ীকরণের কোনও পদক্ষেপও সরকার নিচ্ছে না।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চক্রবর্তী বলেন, আমাদের বেতন ধার্য করা হয়েছে মাত্র আট হাজার টাকা। এই টাকায় বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী সংসার চালানো কার্যত অসম্ভব। তদুপরি, আমাদের পেশাগত নিরাপত্তাও নেই। বারবার মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করলেও কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

তৃণমূল সরকার বাংলাকে জঙ্গলের রাজত্বে পরিণত করেছে ঃ প্রদেশ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।। গোটা ভারতের মধ্যে স্বৈরাতন্ত্রের পীঠস্থান হিসেবে গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ। তৃনমূল সরকার বাংলাকে জঙ্গল রাজত্বে পরিণত করেছে। কিন্তু বিজেপি সরকার স্বৈরাতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। তাই তৃণমূল সরকার থেকে মুক্তি পেতে অধীর আগ্রহে রয়েছেন বাংলার মানুষ। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল কংগ্রেসের একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিলেন প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূলের কয়েকজন নেতা ত্রিপুরায় এসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাদের সেই চক্রান্ত ও অভিসন্ধি ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করে ত্রিপুরাকে বদনাম করা। কিন্তু ত্রিপুরাবাসী তাঁদের আসাকে পাত্তাও দেয়নি। তাছাড়া, গোটা ভারতের মধ্যে স্বৈরাতন্ত্রের পীঠস্থান হিসেবে গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ। তৃনমূল সরকার বাংলাকে জঙ্গল রাজত্বে পরিণত করেছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো সাংগঠনিক ভিত্তি নেই। কারণ, রাজ্যবাসী তৃনমূল কংগ্রেসকে বর্জন করেছে।

তাছাড়া, বাংলার স্বৈরতন্ত্রের সংস্কৃতিকে প্রশয় দেয় না বিজেপি সরকার। বিজেপি সরকার জনগণের সরকার। এমনকি, রাজ্যবাসী উন্নয়নের পক্ষে তাই তৃণমূল এখানে কখনোই জমি পাবে না।

বিএমএস রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ধর্মনগর থানায় অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ অক্টোবর।। উত্তর জেলার ভারতীয় মজদুর সংঘের (বিএমএস) সদস্যরা ধর্মনগর থানায় রাজ্য নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগে উঠে এসেছে আর্থিক অনিয়ম ও প্রতারণার অভিযোগ।

লিখিত অভিযোগে নাম রয়েছে বিএমএস রাজ্য সম্পাদক তপন দে, রাজ্য সভানেত্রী দেবশ্রী কলই এবং বিএমএস অনুমোদিত বিপিটিএম-এর প্রদেশ সম্পাদক অশিম দত্তের।

উত্তর জেলার ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রতন রায় সাংবাদিকদের জানান, অভিযুক্ত তিনজন উত্তর জেলার বিভিন্ন বিএমএস সদস্যের কাছ থেকে নানা অজুহাতে লক্ষাধিক টাকা নিয়েছেন। কেউকে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে, আবার কারও কাছ থেকে স্ক্যানারের মাধ্যমে টাকা আদায় করা হয়েছে বলে অভিযোগ। মোট ৮ থেকে ৯ লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে তাঁদের বিরুদ্ধে।

অভিযোগকারীদের দাবি, অভিযুক্ত তিনজন আগরতলায় বসে দীর্ঘদিন ধরে উত্তর জেলার বিএমএস ও ধর্মনগরের শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে বিভাজন ও অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করছেন। তাঁদের হুঁশিয়ারি "ধর্মনগর শান্তি ও সংস্কৃতির শহর। আগামী দিনে যদি বিএমএস-এর মধ্যে কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, তার পূর্ণ দায় থাকবে এই তিনজন নেতার ওপর। তাঁরা আরও বলেন, এই তিনজন আগরতলায় বসে সংগঠনকে নিয়ে বিভ্রান্তিমূলক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন, যার ফলে আগামী দিনে বিজেপিও রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করবে কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে ঘটনাটি ঘিরে উত্তর জেলার শ্রমিক মহলে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

বুথ সভাপতির হাতে আক্রান্ত বধূ ঃ মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১১ অক্টোবর।। সোনামুড়া থানাধীন পূর্ব দুর্লভ নারায়ণ এলাকায় এক গৃহবধূকে প্রকাশ্যে মারধরের অভিযোগ উঠেছে নলছর বিধানসভা কেন্দ্রের ১২ নম্বর বুথ সভাপতি সুভাষচন্দ্র নমঃ-র বিরুদ্ধে। ঘটনায় ভুক্তভোগী গৃহবধূ মনিকা সরকার নম ও তার স্বামী অসীম নমঃ সোনামুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে দশমীর দিন। পূর্ব দুর্লভ নারায়ণ শিকারিবাড়ি স্কুল সংলগ্ন দুর্গাপূজা মণ্ডপে সন্ধ্যা ৫টা নাগাদ মনিকা সরকার নম তার একমাত্র কন্যা অঙ্কিতা নমকে নিয়ে প্রসাদ সংগ্রহ করতে যান। ঐ পূজার আয়োজনে যুক্ত ছিলেন নলছর মন্ডল সদস্য বিমল দাস।অভিযোগ, সেই সময় পূজামণ্ডপেই বুথ সভাপতি সুভাষচন্দ্র নম মনিকা সরকারের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা অভিযোগ এনে তাকে প্রকাশ্যে কন্যা সন্তানের সামনেই শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন। উপস্থিত বহু মানুষ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হলেও, অভিযুক্ত বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ জানায়নি। মনিকা সরকারের পরিবারের দাবি, মনিকার স্বামীর বিরুদ্ধে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাড়ি থামিয়ে হামলার ঘটনায় আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।। বিশ্রামগঞ্জ বাজারে গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধরের ঘটনায় জড়িত বাপ্পা দেবনাথ নামে এক যুবক আগরতলায় একটি হোটেলে আত্মগোপন করে রয়েছিল। তাকে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

সম্প্রতি বিশ্রামগঞ্জ গাড়ি থেকে নামিয়ে মারামারির ঘটনায় বাপ্পা দেবনাথ নামে এক ব্যক্তি জড়িত ছিল। গত কয়েকদিন আগে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে গাড়ি থেকে নামিয়ে এক পরিবারকে মারধর করা হয়েছিল। সে আগরতলা একটি বেসরকারি হোটেলে লুকিয়ে ছিল। আজ পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ তাকে আটক করে বিশ্রামগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেয়।

তবে এই মামলায় আরো বেশ কয়েকজন রয়েছে। তাদেরকে পুলিশ ধরার জন্য চেষ্টা করছে। সার্বিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি চাকরি নিয়োগে স্থবিরতা শূন্যপদ পূরণে দাবি আমরা বাঙালীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।। বিজেপি সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বছরে ৫০ হাজার চাকরি দেওয়ার কথা থাকলেও, বাস্তবে এখনও পর্যন্ত সরকারের নিজস্ব রিপোর্ট অনুযায়ী মাত্র প্রায় কুড়ি হাজার চাকরি দেওয়া হয়েছে। মিসড কলে চাকরি এবং ১০৩২৩ জন শিক্ষকের পুনঃনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসা সরকার এখন কার্যত চাকরি নিয়োগে 'কচ্ছপ গতিতে' চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

আমরা বাঙালী দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশি শূন্যপদ খালি পড়ে রয়েছে। অথচ, বিভিন্ন দপ্তরেবিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত ও আরক্ষা বিভাগেকমপক্ষে ৩০ হাজার কর্মী প্রয়োজন বলে জানা গেছে। রাজ্যের বিভিন্ন অফিস, আদালত, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কর্মচারীর অভাবে কার্যত বিপর্যস্ত।

আমরা বাঙালীর পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যের প্রায় ২৮ হাজার কর্মচারী অবসরে গিয়েছেন।

শুধু শিক্ষা দপ্তরেই প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষক অবসরে গেছেন। তবুও নিয়োগে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা প্রশ্ন তুলেছে সাধারণ নাগরিক থেকে রাজনৈতিক মহল পর্যন্ত।

বর্তমান সরকার বলছে ভারত এখন বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি, রাজ্যে এখন আর টাকার অভাব নেই, সর্বত্র উন্নয়নের জোয়ার বইছে।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফ্লেক্স ও ফেস্টুনে সেই উন্নয়নের প্রচারও চলছে জোর কদমে। অথচ, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সেই উন্নয়নের ছোঁয়া কোথাও নেই বলেই অভিযোগ।

বাঙালী দলের তরফে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে, অবিলম্বে সব শূন্যপদ পূরণ করে রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাবল ইঞ্জিন সরকার ক্ষমতায় থাকার ফলে কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি নেই বলেই সরকারের দাবি। তাই নিয়োগে আর কোনো বিলম্ব কাম্য নয়।

রাজ্যের বেকার যুবসমাজকে আত্মনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে আমরা বাঙালী দল।

পাচারের আগে উদ্ধার প্রচুর ফেন্সিডিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।।পাচারের আগে প্রচুর পরিমাণ ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ। কিন্তু কোন নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

জানা গিয়েছে, আজ দুপুর তিনটা নাগাদ বিশালগড় থানার পুলিশের কাছে খবর আসে নেতাজীনগর বিবেকানন্দ পল্লীতে একটি পরিত্যক্ত জায়গায় বস্তা পড়ে রয়েছে। সে খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে প্রচুর পরিমানে ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। কিন্তু কোন নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। ওই ঘটনায় তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

জাগরণ আগরতলা, ১২ অক্টোবর, ২০২৫ ইং
২৫ আশ্বিন, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সুস্বাস্থ্যই প্রত্যেকের প্রত্যাশা

সুস্বাস্থ্যই যেকোনো মানুষের সবচেয়ে বড় চাহিদা। সুস্বাস্থ্যের জন্য সবাই চেষ্টা করিয়া থাকেন। সুস্থ জীবন এই দীর্ঘ জীবন। এখতা সত্যিই যে মানুষ মানেই মরণশীল। মরণশীন হইলেও সকলেই বেশি দিন বাঁচিয়া থাকিতে চান। বেশিদিন বাঁচিয়া থাকার মূলমন্ত্র হলো সুস্বাস্থ্য। সুস্বাস্থ্য গঠন করিতে হইলে খাদ্যাভাস ও শরীরচর্চায় মনোযোগী হইতে হইবে। অন্যথায় সুস্বাস্থ্য কোনোভাবেই সম্ভব হইবে না। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগে বাচিয়ে থাকা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।সবাই ভীষণ ব্যস্ত। ব্যস্ত কারণ আমরা সকলেই বেশি বেশি উপার্জন করিয়া ভীষণ ভালো থাকিতে চাই। এই করিতে গিয়া একসময় আমরা সামাজিক সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলি। আরও বড় জটিলতা হইল, ব্যস্ততার বাইরে, রোজকার কাজের বাইরে যেটুকু সময় থাকে, সেই সময়টাতেও আমরা তাতণিক আনন্দ লাভের জন্য মাথা গলাইয়া দিই সোশ্যাল মিডিয়ার ছত্রছায়ায়। অল্প সময়ের জন্য সন্তুষ্টি হয়তো লাভ হয়, তবে হৃদয়ের নিকটে থাকা মানুষগুলি শরীরের কাছে থাকিলেও কখন যেন তাহাদের সঙ্গে 'দূরত্ব বাড়ে, যোগাযোগ নিভে যায়।' অথচ মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষের সঙ্গই তাহার মূল আনন্দের উৎস। সামাজিক যোগাযোগের অভাবে একসময় তাই কমিয়া আসে আনন্দ। তাই সামনে থেকে দেখা যাইবে, ছোঁয়া যাইবে এমন আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করা, সময় কাটানোর মতো কাজ যদি আমরা বন্ধ করিয়া দিই তাহা হইলে ভালো থাকিবার সত্যিকারের বোধটাই মিলিবে না! অতএব বন্ধুবান্ধব এরসঙ্গে মিলিয়া বেড়াইতে যান। ঘুরিঢয়া আসুন। আনন্দ করুন। মন থেকে দূর করুন সমস্ত রকম নেতিবাচকতা।নেতিবাচক চিন্তার আবার তিনটি ভাগ নিজের সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা। পরিবেশ নিয়া নেতিবাচক চিন্তা। ভবিষ্যত নিয়া নেতিবাচক চিন্তা।নিজের সম্পর্কে যখন কোনও ব্যক্তি হীনমন্যতায় ভোগেন তখন তিনি জীবনে নানা দিক দিয়া সফল হওয়ার পরেও কোনও একটি ব্যর্থতাকেই তিনি বড় করিয়া দেখিতে থাকেন। আসলে সোশ্যাল মিডিয়ার মিথ্যে প্রচারের যুগে এই অবসাদের অন্ধকূপে আছড়ে পড়িবার ভুল আমরা বার বার করি। তাহা কেমন? তিনজনের মধ্যে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হইল! সন্তান তৃতীয় স্থান দখল করিয়াছে! তাহাতে কী? সামাজিক মাধ্যমে বাবা-মা খুব করিয়া প্রচার করিলেন ' মাই চাইল্ড সিকিওরড দি পজিশন অফ সেকেন্ড রানার আপ ইন দ্য সিট অ্যান্ড ড্র কমপিটিশন!' সঙ্গে সঙ্গে পাইয়া গেলেন একশোটি লাইক, দুশোটি কমেন্ট, তিনশোটি শেয়ার। তাই দেখিয়া আর এক বাবা তাঁহার সন্তানকে অযথা বকা দিলেন। অতএব বোঝাই যাইতেছে এই মেকি ও কৃত্রিম সামাজিক মাধ্যম পরিবৃত অবস্থায় আমরা যখন থাকি, তখন অন্যের সাফল্য দর্শনে আমরা পরশ্রীকাতর হই ও ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া নিজের অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া পুড়িয়া যাই। ক্রমশ তৈরি হইতে থাকে অবসাদ। সুতরাং প্রথমেই দূর করুন অন্তরের হীনমন্যতা। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নিয়াও হইতে হইবে ইতিবাচক। কেউ সাহায্য করিল না মানেই সবাই ভালো আছে, শুধু আমিই অন্ধকারে রহিয়াছি! এই ভাবনা বাদ দিয়া নিজের দিকে তাকান। অতীতে কী কী কাজ সফলভাবে করিয়াছেন, আগামীতেও কী কী করিতে পারেন তাহা বোঝার চেষ্টা করুন। দেখিবেন ইতিবাচক কিছু না কিছু খুঁজিয়া পাইতেছেন। নেতিবাচক ভাবনা আসে ভবিষ্যত নিয়াও। মুহূর্তের ব্যর্থতা মানিয়া নিতে কষ্ট হয়। নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন অনেকে। অফিস কর্মী ভাবেন চাকরি গেল! ছাত্রছাত্রীরা ভাবে পরীক্ষার ফলাফলে ব্যর্থতা কিংবা প্রেমজ সম্পর্কে ইতি মানে জীবনটাই বৃথা! এই নেতিবাচকতার সঙ্গে লড়িতে দরকার ব্যালেন্সের। তাহা গড়িয়া তোলা যায় প্রতিদিন বাবা-মা, সন্তান, প্রিয়জনের সঙ্গে মনের কথা বলিয়া, তাহাদের সঙ্গে সময় কাটাইয়া। এছাড়া করিতে হইবে অন্তত আধঘন্টা এক্সারসাইজ! তাহাতে ধৈর্য্য বাড়িবে। কোথাও বেড়াইতে গিয়া আমরা তাড়াহুড়ো করিতে ভুলিয়া যাই, সময় দিই প্রকৃতিকে, অকিঞ্চিত ঘাসফুলও তখন যেমন মায়াময় মনে হয় ঠিক তেমনভাবে উপভোগ করিতে হইবে বর্তমান জীবনকে। ক্ষুদ্র সুন্দর বিষয়গুলির প্রতি তাই দৃকপাত করুন। তখন আর কোনও ফোন নয়, টেলিভিশন নয়, শরীর ও মনের কাছাকাছি থাকিবে কেবল দু'টি মন বা পরিবার। মন পূর্ণ হইয়া থাকিবে ইতিবাচক ভাবনায়।

তেলিয়ামুড়ায় লোকালয়ে বিষধর সাপ উদ্ধার বনকর্মীদের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ ও প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ অক্টোবর: তেলিয়ামুড়া মহকুমার করইলং শান্তিপাড়া এলাকায় শুক্রবার সকালে এক বিশাল আকৃতির বিষধর সাপ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে বনদপ্তরের বিলম্বিত উপস্থিতি এবং উদ্ধারকারী কর্মীদের আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল আনুমানিক সাড়ে সাতটার সময় এলাকায় একটি বড়সড় কালো রঙের সাপ দেখা যায়। কেউ বলছেন এটি কিং কোবরা, আবার কেউ দাবি করছেন এটি কালপাঁক প্রজাতির সাপ হতে পারে। সাপটিকে দেখে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে স্থানীয়রা বিষয়টি তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরে জানায়।

তবে অভিযোগ, বনদপ্তরের কর্মীরা খবর পাওয়ার প্রায় সাড়ে তিন থেকে চার ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে পৌঁছান। সেই সময়ে এলাকাবাসীরা নিজেরাই সাপটিকে নজরে রাখেন এবং আশপাশে ভিড় নিয়ন্ত্রণে রাখেন। পরে বনকর্মীরা স্থানীয়দের সহায়তায় দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর অবশেষে সাপটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন।

যদিও সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের প্রশ্নে দায়িত্বপ্রাপ্ত বনকর্মী উদ্ধার করা সাপটির প্রজাতি নিশ্চিতভাবে শনাক্ত করতে পারেননি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বনকর্মীর কাছ থেকে এমন অস্পষ্ট জবাব পাওয়ায় উপস্থিত সকলের মধ্যেই গুঞ্জন শুরু হয়।

স্থানীয়রা বনদপ্তরের ভূমিকা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, খবর পাওয়ার পরও এত দেরিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছানো এবং সাপটির পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতা বন বিভাগের পেশাগত দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

অবশেষে বনকর্মীরা বিশাল আকারের ওই বিষধর সাপটিকে নিরাপদে উদ্ধার করে বনদপ্তরে নিয়ে যান। তবে এই ঘটনার পর এলাকায় বন বিভাগের তৎপরতা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।

গজমতী ফাঁসির নিথর দড়িতে মৃত মানবতা

সুবীর পাল

প্রশ্ন একটাই। মানবতা এই পৃথিবীতে আর কতবার মৃত বলে ঘোষিত হবে। আমরা কেউ কেউ শিশুকন্যা ধর্ষণে অভিযুক্ত। আমরা কখনও কখনও স্বজন খুনে অভিযুক্ত। আমরা বারেবারে যুদ্ধ বাঁধানোতে অভিযুক্ত। আমরা ঘনঘন গণহত্যাকে অভিযুক্ত। আর কত, আর কত আমরা মানবতার মুখোশ পড়ে আর কত কারণে অভিযুক্ত হয়েই চলবো। শেষে কিনা আমাদের বিচারের অজুহাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে না পারা এক অবলা হাতিকেও আমরা ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দিলাম। এই মাটিকে সাক্ষ্য রেখে। হাজার হাজার মানুষের চাক্ষুষ উপস্থিতির সামনে। এরপরেও আমরা মানুষেরা কি সুন্দর মানবিক হয়ে উঠেছি, তাই না? আচ্ছা আমাদের কি কখনও বিবেক জাগ্রত হবে না? আমরা কি এভাবেই তিলে তিলে হত্যা করেই যাব যুগে যুগে আমাদের মনুষ্য অহংকারের নিজস্ব অর্জিত মানবতাকে? জানি না এ প্রশ্নের উত্তর আমরা কবে দিতে পারবো আমাদের প্রজন্মকে। সত্যি বলছি, এর উত্তর আজও আমাদের কারও জানা নেই। আরও কত পাপের পথে হাঁটলে তবে ন্যায়ের দিশা পাওয়া যায়? জানি না, জানি না। ভারতের সংবিধানের মতে চারটি আমাদের দেশে রয়েছে চারটি প্রধানতম ন্যায় স্তম্ভ। সেইগুলি হলো যথাক্রমে আইনসভা, বিচারসভা, শাসনবিভাগ ও সংবাদ মাধ্যম। এই চার স্তম্ভের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ পবিত্র মক্কা মদিনা হলো আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থা। সেখানে আইনি প্রক্রিয়া আছে। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ রয়েছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখার অবকাশ আছে। বিচারপতি শ্যেন দৃষ্টিতে দুই পক্ষের তর্ক বিতর্ক উপর নিরপেক্ষতার সঙ্গে বিবেচনা করার সংস্থান প্রণয়ন করেন। শেষে রায়দান ঘোষণা করা হয়। ভারতের সংবিধানের পরিসরে আইন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। আসামীকে মৃত্যুদণ্ড শোনানো হলে আরও কিছু মধ্যেখানে নিয়মগত সংস্থান থেকে গেছে। সেই সব বাধা অতিক্রম করলে তবেই আদালতের নির্দেশ কার্যকর হতে পারে। বিচার ব্যবস্থার নির্দেশিত মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ ভারতে এখনও পর্যন্ত কার্যকর করা হয়ে থাকে একমাত্র ফাঁসির সাহায্যে। তবে সাধারণ মানুষের লোকচক্ষুর অন্তরালে। বিশেষ প্রশাসনিক প্রথা ও সংশোধনাগারের নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালনের মধ্য দিয়ে। তবে আমাদের স্বাধীন দেশে ফাঁসির আইনি ব্যবস্থা ব্রিটিশ ভারতের নিয়মানুসারে প্রয়োগ করা হয়েছিল। পৃথিবীতে এখনও বহু দেশে আইন মেনে চরম শাস্তি হিসেবে ফাঁসিকেই বেছে নেওয়া হয়ে থাকে। বিশ্বে ফাঁসির প্রথা বহু প্রাচীন। দুনিয়াতে কাকে, কখন, কোন অপরাধে, কোন দেশে প্রথম ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট ইতিহাস খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত প্রকৃতই কঠিন। তবে এটাও ঠিক, হোমারের রচিত গ্রিসের অমর কাব্যগ্রন্থ ওডিসি গ্রন্থে মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যম হিসেবে ফাঁসির উল্লেখ রয়ে গেছে। আবার আড়াই হাজার বছর আগে পারস্যে বা অধুনা ইরানে ফাঁসির প্রচলন ছিল বলে জানা গিয়েছে ইতিহাসের পাতা থেকে। যে সমস্ত নথিভুক্ত ফাঁসি পৃথিবীতে উল্লেখ তার মধ্যে ইংল্যান্ডে মৃত্যুদণ্ডের ইতিহাস বেশ পুরনো। সেখানে প্রথম ফাঁসির হদিস পাওয়া গিয়েছে ১২৪১ সালে। কুখ্যাত জলদস্যু উইলিয়াম মরিশকে গলায় দড়ির ফাঁসে ঝুলিয়ে। আবার ১৬০৮ সালে আমেরিকায় সর্বপ্রথম ফাঁসিতে ঝোলানো হয় জর্জ কেন্ডালকে।ভারতের পৌরাণিক গাঁথায় মৃত্যুদণ্ড হিসেবে বধ করার কথা বহু ক্ষেত্রে উল্লেখ থাকলেও ফাঁসির প্রসঙ্গ কোথাও পাওয়া যায়নি। তবে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতে প্রথম ফাঁসি কার্যকর হয় দুই বছর তিন মাস পরে। ১৯৪৯ সালে ১৫ নভেম্বর। সেদিন কোনও একজনকে নয়, একসঙ্গে দু'জনকে ফাঁসি কাঠে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ভারতের ইতিহাসে এক ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের কারণে। ভারতে প্রথম ওই দুই ফাঁসি প্রাপ্তের নাম হলো নাথুরাম গডসে এবং নারায়ণ আপ্তে। জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করার দায়ে। যে জাতির পিতা মৃত্যুর সময় শেষবারের মতো উচ্চারণ করে গিয়েছিলেন, হে রাম।

পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শাসনামলে প্রথম ফাঁসি হয়েছিল মহারাজ নন্দকুমারের।১৭৭৫ সালে ওই ফাঁসি বাস্তবায়িত হয়েছিল। অন্যদিকে সিপাহী বিদ্রোহের উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব মঙ্গল পান্ডেকেও ব্রিটিশ শাসক ফাঁসিতে ঝুলিয়ে কুৎসিত বীরত্ব দেখিয়েছিল ১৮৫৭ সালে, যা আজও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কালো অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। আবার শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি তো সবাইকে কিছুটা অবাক করে নির্ধারিত সময়ের এগারো ঘন্টা আগেই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসির এই খুদে চির শহিদের ফাঁসি কখন কোন সভার আগে দেওয়া যেতে পারে এবং গান্ধীজির ভূমিকা, এসব নিয়ে আমাদের দেশের ফাঁসির ইতিহাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কিন্তু আজও এক গোপন বিতর্ক হানা দিয়ে বেড়ায়। ভারতে ফাঁসির আসামীকে বেশ কিছু নিয়মের মধ্যে দিয়ে দণ্ডিত করা হয়। প্রধানত কাকভোরে ফাঁসি দেওয়ার প্রথা। ঘড়ি দেখে একদম কাঁটায় কাঁটায় পূর্ব নির্ধারিত যথা সময়ে। ফাঁসি দেওয়ার আগে আসামীকে স্নান করানো হয়। তাঁর বিশ্বাসের ধর্মগ্রন্থের অংশবিশেষ পাঠ করে শোনানোর পর্ব চলে। এরপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ফাঁসির মঞ্চে। সেখানে তাঁকে নিজেই উঠতে হয়। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক কালে, এক শারীরিক প্রতিবন্ধী ফাঁসির মঞ্চে নিজে থেকে উঠতে না পারায় তাঁর ফাঁসি স্থগিত করে দেওয়া হয়েছিল। যাইহোক, যাঁকে ফাঁসি দেওয়া হবে তাঁর দুই হাত পিছন থেকে বেঁধে দেওয়া হয় ফাঁসির মঞ্চে। দুই পাও দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়ে থাকে। কালো কাপড়ের সাহায্যে মাথা থেকে গলা পর্যন্ত পরিয়ে দেয় উপস্থিত সংশ্লিষ্ট জন। সেখানে উপস্থিত থাকেন ফাঁসি সংগঠিত হওয়া সংশোধনাগারের জেলার, স্থানীয় প্রশাসনিক স্তরের ম্যাজিস্ট্রেট পদাধিকারী আধিকারিক, সরকারি চিকিৎসক। ফাঁসির সময় ম্যাজিস্ট্রেট হাতে ধরা রুমাল নিচে ফেলে দিলে আসামীর গলায় লাগিয়ে দেওয়া ফাঁস দেওয়া দড়ির অপর প্রান্ত ধরে মারণ টান দেন ফাঁসুড়ে। ফাঁসি কার্যকর করে আধঘন্টা ঝুলিয়ে রাখার পর তা তুলে এনে পরীক্ষা করে দেখেন উপস্থিত চিকিৎক। এবং তিনি শবদেহ পরীক্ষা করে সরকারি ভাবে মৃত ঘোষণা করেন লিখিত ভাবে প্রথমবারের মতো। আর তা অনুমোদন করেন ওই ম্যাজিস্ট্রেট। তবে আদালতে বিচার পর্ব শেষে বিচারক মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেওয়ার সময় যে কলম দিয়ে তা লেখেন সেই পেনের নিব ভেঙ্গে দেন। কারণ ওই কলম যাতে আর ভবিষ্যতে তাঁকে না ব্যবহার করতে হয় বিচারের আসনে বসে। এতো সরকারি ভাবে রাষ্ট্রের ঘোষিত ফাঁসির কতকথার কাহিনী। কিন্তু তাই বলে কিছু মানুষের ইচ্ছে হবে আর জনা কয়েক মানুষ ফাঁসি বাস্তবায়িত করবে নিজেদের মর্জি মতো এটা কোন সমাজ বিধি। তাও আবার একটা আস্ত পূর্ণ বয়স্ক হাতিকে ঝুলিয়ে হত্যা করা হলো। আর তা দেখে নিজেদের চোখ সার্থক করলো এক দল সুসভ্য (?) মানুষ। হায়রে মানুষ হায় হায়। আসলে মার্ডারার্স ম্যারি'র চিত্রপট যে মনুষ্যত্বের গালে সপাটে এক থাপ্পড়। পৃথিবীর ইতিহাসে ১৯১৬ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর এক বিরল দিন। এই দিন বিশ্বে একমাত্র একবারই কোনও হাতির ফাঁসি কার্যকর করা হয়। দড়িতে ঝুলিয়ে না-মানুষের এই হত্যায় ফের থমকে গেল মানবতা।

আমেরিকার টেনিস শহরে এই ঘটনা ঘটে। স্থানীয় একটি সার্কাস দলে যুক্ত ছিল ম্যারি নামের এক হাতি। যার জন্ম ১৮৯৪ সালে। আসলে সেই হস্তিনী যে গজমতী। বেশ ভারী ছিল সে। ওজন ছিল ৪৫০০ কেজি আর লম্বায় ছিল ১১ ফুট ৯ ইঞ্চি। পরবর্তী সময়ে সে পরিচিত হয় মার্ডারার্স ম্যারি নামে। অতি স্বল্প সময়ে ম্যারি সার্কাসে দুর্দান্ত সব খেলা দেখিয়ে মানুষের মন জয় করেছিল। সাকাস দলটির নাম ছিলো স্পার্কস ওয়ার্ল। সার্কাস দলের মালিক পুরোনো মাহুতকে সরিয়ে রেড এল্ড্রিজকে নতুন মাহুত হিসেবে নিয়োগ করেন হাতিদের দেখাশোনার জন্য। কিন্তু রেড হাতিদের বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিল। একদিন খেলা চলার সময় রেড ম্যারির উপরে বসে অযথাই ম্যারির কানে লোহার শিক দিয়ে খোঁচাচ্ছিল। হঠাৎই ম্যারির বিগড়ে গিয়ে রেডকে পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলে। তখনই এই ঘটনায় সার্কাস প্রাঙ্গণ থেকে শহর জুড়ে ম্যারির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। সবার এক দাবি হাতিটিকে ফাঁসি দিতেই হবে। হাতির উপর এতই ক্ষুব্ধ যে কেউই স্পার্কস ওয়ার্ল্ড দেখতে অস্বীকার করে। ফলে সার্কাস দলটিই এক সময় বন্ধ হবার উপক্রম হয়। সার্কাস মালিক জনগণকে বোঝাতে অক্ষম হন যে রেডের মৃত্যুতে ম্যারি দায়ী যতটা, তার চেয়ে বহুগুন দায়ী রেড নিজে। কিন্তু কেউ এই যুক্তি মানলেন না। সবার এক দাবি মেরে ফেলতেই হবে হাতিটিকে। অগত্যা সার্কাস মালিকও সিদ্ধান্ত নিলেন ম্যারিকে হত্যার সপক্ষে। পরিশেষে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় ম্যারিকে ক্রেনে ঝুলিয়ে ফাঁসি কার্যকর করা হবে। আনা হয়েছিল বিশালাকার ক্রেন। ঘটনার সাক্ষী হতে সেখানে উপস্থিত হন প্রায় ২৫০০ মানুষ। ক্রেনে যেই হুক টানা হল মুহূর্তে ম্যারি এক টানে ২০ ফুট উপরে উঠে গেল। কিন্তু আচমকা ক্রেনের চেইন ছিড়ে গিয়ে ২০ ফুট উপর থেকে মাটিতে পড়ে যায় হস্তিনীটি। ম্যারির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল। পাগুলোও ভেঙ্গে গেল, গলা থেকে রক্ত ক্ষরণ শুরু হয়। কিন্তু নিষ্ঠুর ক্রোধান্বিত মানুষগুলো থেকে মানবিকতার সামান্য করুনাও পেল না ম্যারি। তাই ফের ম্যারিকে বাঁধা হল ক্রেনের চেইন দিয়ে। এবার সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হল মনুষ্যত্বের পৈশাচিকতা। থেমে গেল ফাঁসির চেইনে ছটফট করতে করতে থাকা গজমতীর প্রান স্পন্দন। আক্ষরিক অর্থে ম্যারি সেদিন ফাঁসিতে ঝোলেনি। ফাঁসি হয়ে গিয়েছিল মনুষ্যত্বের। একটি অবলা হস্তিনী ফাঁসিকাঠে ঝোলার সময়ে হয়তো মনে মনে বলেছিল, হে ঈশ্বর এঁদের ক্ষমা করো, এঁরা জানে না কি করছে। সত্যি উন্মত্ত জনতা সেদিন জানতো না। নাতো, এই একটি না-মানুষের কাছে সমগ্র মানুষ কি করে হেরে যায়, মানবতার শর্তে? মানুষের সৃষ্ট এই বিচিত্র ফাঁসির উন্মত্ততায়। কাঁদো বিধাতা কাঁদো।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'অমিত্রাক্ষর বেদনা'

বীরেন মুখার্জী

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধীর, অলস ও একমাত্রিক জীবন-যাত্রার তাল-ছন্দ ভেঙে বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহ ও সংগ্রামের সূচনা করেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। উনিশ শতকের প্রথমভাগে বেঙ্গল নবজাগরণের সূচনালগ্নে, অকুণ্ঠচিত্তে নবজাগরণের ধর্ম স্বীকার করলেন রাজা রামমোহন রায় আর পণ্ডিত বিদ্যাসাগর হয়ে উঠলেন মানবমন্ত্রে সঞ্জীবিত।

অপরদিকে ডিরোজিও সত্য-সুন্দর দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে নবজাগরণে সক্রিয়দের অন্তর্লোকে জ্বেলে দিলেন তীব্র আলো। এদের অন্যতম ঋত্বিক হিসেবে মধুসূদন দত্ত তেজ ও বীর্যের সম্মিলন ঘটিয়ে কাব্য রচনায় ব্রতী হলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে সমৃদ্ধ করে তুললেন বাংলা সাহিত্যভাণ্ডার।

বলা যায়, অহল্যা উদ্ধারের মতো নির্জীব বাংলা সাহিত্যকে সব ধরনের কূপমণ্ডুকতা থেকে উদ্ধার করে তাতে প্রাণসঞ্চার করেন তিনি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের 'যুগত্রাতা' হিসেবে তাকে তাই সহজেই শনাক্ত করা যায়। তার বিদ্রোহ আদর্শিক অর্থেই।

কারণ নিরুত্তাপ, নিস্তরঙ্গ দেশী বাংলা ভাষায় তিনি যোগ করেছেন অদৃষ্টপূর্ণ আলো, হৃদয়ের অভাবনীয় তাপ আর আন্তর্জাতিকতার ঢেউ। একমাত্র মধুসূদন দত্তই অবলীলায় শিল্পের জন্য শিল্প বা কবিতার জন্য কবিতা চর্চা করেছেন। উনিশ শতকের অবিভক্ত বাংলায় পাশ্চাত্য ভাষা, সাহিত্য ও রাজনীতির প্রভাব সমাজ-সাহিত্যে ব্যাপক আলোড়ন তোলে। পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমাজের ভাবাদর্শের সঙ্গে বাঙালীর সামাজিক, রাজনীতিক, ধর্ম ও সাহিত্যাদর্শ সাংঘর্ষিক হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতিপ্রদত্ত শক্তি, প্রতিভা এবং অসাধারণ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটাতে এগিয়ে আসেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এ নবীন কবি বিদেশী সাহিত্য থেকে নানা উপকরণ সংগ্রহ করে মাতৃভাষাকে পরিপুষ্ট করলেন, গাম্ভীর্য ও ভাববৈচিত্র্যে বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সচেষ্ট হলেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে এটাই বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, বাংলাভাষায় কেবল 'বাঁশির মৃদুমধুর গুঞ্জরণ' অথবা 'বেণু-বীণানিক্কণ' ধ্বনিত হয় না, প্রতিভাবান লেখকের হাতে এ ভাষা প্রস্ফুটিত পুষ্পের মতো ফুটে ওঠে।

তিনি প্রমাণ করেছেন 'বাংলাভাষা নির্জীব নয়, সজীব ভাবধারার বাহন হতে পারে, দৃঢ়তা ও সম্ভাব্যতায়। বাংলা ভাষা যে-কোনো উন্নত ভাষার সমকক্ষ।' তার সমকালে বাংলা গদ্যের শক্তি আবিষ্কার করেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার এবং পরে বঙ্কিমচন্দ্র; আর মধুসূদন আবিষ্কার করেন বাংলা কাব্য-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত শক্তি। মাইকেলের এই আবিষ্কারের মূলে ছিল পশ্চিমের শক্তিশালী শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘাত যা নব্যশিক্ষিত বাঙালী যুবকদের চেতনায় নবযুগের উন্মেষ ঘটায়। এটি ছিল সাহস, সংস্কারমুক্ত ও বন্ধন ছিন্ন করার যুগ। মধুসূদন দত্ত এই যুগের ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে তার ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। যে কারণে ইংরেজ বা ইউরোপীয় শিক্ষা তাকে প্রভাবান্বিত করলেও বাঙালি সত্তা তার মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার মূল ভাবাদর্শ যেমন রাজা রামমোহন রায় গ্রহণ করেছিলেন তেমনি একইভাবে সেই আদর্শের সঙ্গে বাঙালী মতাদর্শের সম্মিলনে তিনি 'বাংলা কাব্যে' অভাবনীয় যুগান্তর ঘটালেন। হোমার-মিলটন থেকে কাব্যরস সংগ্রহ করে রচনা করলেন বাংলা সাহিত্যে অমর কাব্যকর্ম। আধুনিক বাংলা কাব্য রচনায় 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' মাইকেল মধুসূদনের অমর কীর্তি। তার ছন্দ সৃষ্টি শুধু যে ভাষা ও ছন্দের একটা আমূল পরিবর্তনই এনে দিল তা নয়, এই নির্মিতির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে গুপ্তযুগেরও অবসান সূচিত হয় বলে কাব্যবোদ্ধারা মনে করেন।

তিনি গ্রিক মিথ ও মহাকাব্য এবং ভারতীয় পুরাণের সংমিশ্রণে রচনা করলেন সম্পূর্ণ আধুনিক ধারার মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ'। এই মহাকাব্য কবি প্রতিভার পূর্ণ

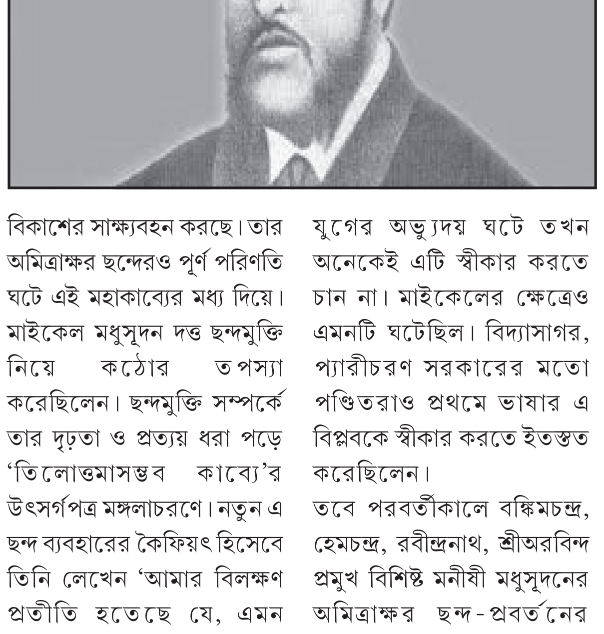

বিকাশের সাক্ষ্যবহন করছে। তার অমিত্রাক্ষর ছন্দেরও পূর্ণ পরিণতি ঘটে এই মহাকাব্যের মধ্য দিয়ে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছন্দমুক্তি নিয়ে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। ছন্দমুক্তি সম্পর্কে তার দৃঢ়তা ও প্রত্যয় ধরা পড়ে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র উৎসর্গপত্র মঙ্গলাচরণে। নতুন এ ছন্দ ব্যবহারের কৈফিয়ৎ হিসেবে তিনি লেখেন 'আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হতেছে যে, এমন কোনো সময় অবশ্যই উপস্থিত হবে, যখন এ দেশের সর্বসাধারণ জনগণ, ভগবতী বাগদেবীর চরণ হতে, মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখে চরিতার্থ হবেন।'

আধুনিক কাব্য সাহিত্যের বর্তমানের রূপ- ঐশ্বর্য কবির এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতারই সাক্ষ্যবাহী হিসেবে পাঠকের অন্তরে জেগে থাকে।

প্রকৃতির নেপথ্যে বিধানই যুগ-পরিবর্তনে নেপথ্য ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতির কার্য্য কখনো অসম্পূর্ণ থাকে না, প্রকৃতির এটাই নিয়ম। মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন না করলেও অন্য কেউ হয়তো নিশ্চয়ই এটি করতেন।

কিন্তু মধুসূদনের প্রতিভার অন্যতম উপাদান ছিল বৈপ্লবিক মনীষা, তাই দুঃসাধ্য সাধন তার পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। একটি জাতির ইতিহাসে যখন নতুন যুগের অভ্যুদয় ঘটে তখন অনেকেই এটি স্বীকার করতে চান না। মাইকেলের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছিল। বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ সরকারের মতো পণ্ডিতরাও প্রথমে ভাষার এ বিপ্লবকে স্বীকার করতে ইতস্তত করেছিলেন।

তবে পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ বিশিষ্ট মনীষী মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ-প্রবর্তনের প্রচেষ্টার ব্যাপক প্রশংসা করেন। মধুসূদন সৃষ্ট 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ'র উদ্ভাবনা মধুসূদনকে যেমন যশের অধিকারী করেছে, তেমনি বাংলা সাহিত্যে বেজে উঠেছিল ছন্দের এক নব অভিযানের দুন্দুভি।

কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন "মাইকেলের যতি স্থাপনের বৈচিত্র্যই বাংলা-ছন্দের ভূত-ঝাড়ানো জাদুমন্ত্র। কী অসহ্য ছিল 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল'-র একঘেঁয়েমি, আর তার পাশে কী আশ্চর্য মাইকেলের যথেচ্ছ-যতির উর্মিলতা। যতিপাতের এ বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গেই যে ছন্দের প্রবহমানতা এসে অন্তহীন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিল।"

অমিত্রাক্ষর ছন্দের মতো, মধুসূদন 'চতুর্দশপদী' কবিতার প্রবর্তন করেন। এ ছাড়া গীতিকবিতা, পত্রকাব্য, নাটক, রোমান্টিকতা, ভাষা ও ছন্দ নির্মাণে তিনি ছিলেন আধুনিক। সাহিত্যজীবনের শুরুতে বিদেশী অর্থাৎ ইংরেজি ভাষার প্রতি তার আগ্রহ তৈরি হলেও মাতৃভাষা বাংলাকেই আকুল আবেগে তিনি জড়িয়ে ধরেছেন। এ ভাষাকে নতুন গতিপথে চালনা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন মাতৃভাষার প্রতি তার মমতা কত গভীরে প্রোথিত। 'বঙ্গভাষা' শীর্ষক সনেটে তিনি স্বীকার করেছেন 'মাতৃভাষা রূপ খনি পূর্ণ মনিজালে।'

মধুসূদনের প্রতিটি চতুর্দশপদী কবিতার পঙক্তিতে বাংলা ভাষা, দেশ, বাংলার প্রকৃতি ও বাঙালী ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্যের ইঙ্গিত বহন করে। 'সাংসারিক জ্ঞান' শীর্ষক চতুর্দশপদীতে কাব্যপ্রীতির পরিণতি ও তার প্রতিক্রিয়া তিনি ব্যক্ত করেছেন এভাবে 'কি কাজ বাজায়ে বীণা, কি কাজ জাগায়ে/সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে?/কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগণে/মেঘরূপে, মনোরূপ ময়ূরে নাচায়ে?' জীবনের অন্তহীন জটিলতা, জাগতিক টানাপড়েন আর আত্মসঙ্কটই কবিকে বাধ্য করেছে 'কবি'র মতো প্রশ্নশীল সনেট রচনায়; যেখানে তিনি প্রকৃত কবির স্বভাব নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন, 'কে কবি কবে কে মোরে? ঘটকালি করি, /শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন, /সেই কি সে যম-দমী?' আবার নিজেই উত্তর দিয়েছেন, 'সেই কবি মোর মতে, কল্পনাসুন্দরী/ যার মনঃ কমলেতে পাতেন আসন, /অস্তগামী-ভানু-প্রভাব-সদৃশ বিতরি/ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ কিরণ।' এই কবিতার প্রথম সর্গ আধুনিক কাব্য সমালোচকেরা 'কবিতার সংজ্ঞা' হিসেবে উল্লেখ করেন। তবে নির্দ্বিধায় বলা যায়, মধুসূদন দত্ত বাংলা কবিতাকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন। 'একই সঙ্গে তিনি ধ্রুপদী ও আধুনিক ধারার কাব্যচর্চা করেছেন। এই ধ্রুপদী আধুনিকতার সব রকম বৈশিষ্ট্যই যেমন মহাকাব্যে, তেমনি তার সনেটগুচ্ছেও অস্তিত্বমান।'

বলা যায় মধুসূদন সৃষ্ট সব সাহিত্যকর্মই আধুনিক। মধ্যযুগের বাংলা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের শৃংখলে বন্দী বাংলা কবিতাকে মুক্ত করে তার উপর অমিত্রাক্ষরের বন্যাপ্রবাহ ছিল যেমন কবির নতুন সৃষ্টি, তেমনি সব ধরনের সাম্প্রদায়িকতা ও অপশক্তির বিরুদ্ধে তার শক্ত অবস্থান নির্ণয় করা যায়, 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রো' ইত্যাদি প্রহসনমূলক রচনার মধ্য দিয়ে। অথচ তিনি যখন 'মেঘনাদবধ' কাব্যে রাবণের কণ্ঠে ঘোষণা দেন 'জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?/যে ডরে ভীরু সে মূঢ় শতধিক তারে'; তখন এ উচ্চারণ শুধু একজন পরাক্রমশালী লঙ্কেশ্বর রাবণের থাকে না হয়ে ওঠে এক দেশপ্রেমিক ভাগ্য বিড়ম্বিত কবির বাস্তবতা। ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যশোর জেলার সাগরদাঁড়ী গ্রামে 'বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ-প্রবর্তক' এই কবি জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক ছন্দ সৃষ্টি ছাড়াও অন্তর্জীবন এবং অন্তরঙ্গ ভাবজগতের যে পরিচয় বিধৃত আছে তার সাহিত্যকর্মে, সে জন্যই তিনি সাহিত্যের আকাশে চিরদিন জেগে থাকবেন।

সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির ৪র্থ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত। ছবি নিজস্ব।

বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে গণধর্ষণের শিকার ওড়িশার মেডিকেল ছাত্রী, পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য

দুর্গাপুর, ১১ অক্টোবর: ওড়িশার জেলেশ্বর থেকে এসে পড়তে আসা এক দ্বিতীয় বর্ষের এমবিবিএস ছাত্রীকে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল। ঘটনা ঘটেছে শুক্রবার রাতে, দুর্গাপুরের শিবপুর এলাকার একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন জঙ্গলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২৩ বছর বয়সী ওই ছাত্রী দুর্গাপুরের আইকিউ সিটি মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করতেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি এক পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে বাইরে বের হন। অভিযোগ, কলেজ গেটের কাছে কিছু দুষ্কৃতী তাদের ঘিরে ধরে। এরপর ছাত্রীকে জোর করে একটি নির্জন, জঙ্গলে ঘেরা স্থানে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয়। ভিকটিমের বাবা অভিযোগ করেছেন, তার মেয়ের বন্ধু তাকে "ভুল বুঝিয়ে এক ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যায়", এবং পরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরিবার সন্দেহ করছে, ছাত্রীটির সেই বন্ধুও এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। অভিযোগ অনুযায়ী, ধর্ষণের পাশাপাশি ছাত্রীর মোবাইল ফোন এবং নগদ ৫,০০০ ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

আহত ছাত্রীর শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার সকালেই দুর্গাপুর পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ছাত্রীটির বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পাশাপাশি বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। ছাত্রীর জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, "বাংলায় নারীদের উপর অপরাধ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। পুলিশ প্রশাসন নিষ্ক্রিয়। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব, তিনি যেন সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন এবং কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।"

এই ঘটনাটি রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে আবারও বড় প্রশ্ন তুলে দিল। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে একের পর এক যৌন হেনস্তা ও ধর্ষণের ঘটনা রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

২০২৫ সালের জুলাই মাসে কলকাতার কসবার সাউথ কলকাতা ল' কলেজে এক ছাত্রীকে কলেজ ক্যাম্পাসেই গণধর্ষণ করা হয়। অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন এক প্রাক্তন ছাত্র, দুই বর্তমান ছাত্র ও এক নিরাপত্তারক্ষী। ২০২৪ সালের আগস্টে আর.জি. কর মেডিকেল কলেজে এক পিজিটি চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তীব্র জনরোষ সৃষ্টি হয়। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়।

ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা বাড়ছে। বিরোধী দলগুলি অভিযোগ করেছে, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে, এবং নারীরা আজ কোথাও নিরাপদ নয় না কলেজ ক্যাম্পাসে, না রাস্তায়। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে এবং দোষীদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেফতার করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া, নির্বাচন কমিশনের কাছে ভিডিও ও অনুবাদ চাইল ইসি

কলকাতা, ১১ অক্টোবর — আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অঙ্গনে ফের উত্তেজনা ছড়িয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিতর্কিত মন্তব্যকে ঘিরে। বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের বিরুদ্ধে "দুর্নীতির অভিযোগ ফাঁস" করার হুমকি দেন মুখ্যমন্ত্রী। এই মন্তব্যের ভিডিও ক্লিপ এবং অনুবাদ রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন, এমনটাই জানিয়েছেন কলকাতার সিইও দফতরের এক শীর্ষ কর্তা।

ঘটনাটি ঘটে এক প্রশাসনিক বৈঠকে, যেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পান্ত এবং মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, মনোজ আগরওয়াল রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকদের 'হুমকি' দিচ্ছেন। এরপরই তিনি মন্তব্য করেন, "উনি যদি সীমা ছাড়ান, আমি ওঁর দুর্নীতির কথা প্রকাশ করে দেব।" ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই প্রথম মুখ্যমন্ত্রী এমন সরাসরি অভিযোগ তুললেন কোনো রাজ্য নির্বাচন অধিকর্তার বিরুদ্ধে।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, এই ধরণের গুরুতর অভিযোগের প্রমাণসহ প্রতিবেদন লোকপাল দফতরে জমা দিতে হয়। সিইও দফতর সূত্রে জানা গেছে, কমিশনের নির্দেশে আজই সেই ভিডিও ক্লিপ ও বাংলার অনুবাদ পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। এই ঘটনার ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে বিজেপির বিধায়করা, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে, নির্বাচন কমিশনে একটি লিখিত অভিযোগপত্র জমা দেন। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চজ্জট্ট দায়েরের দাবিও জানানো হয়েছে তাতে।

বিজেপির অভিযোগ, "একজন মুখ্যমন্ত্রী যদি নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা আধিকারিককে প্রকাশ্যে হুমকি দেন, তাহলে সেটি পুরো প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সঙ্কটে ফেলে। এটি শুধুই রাজনৈতিক মন্তব্য নয়, বরং গণতন্ত্রের ভিত্তিকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা।"

বিজেপি জানিয়েছে, সোমবারের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী যদি মনোজ আগরওয়ালের বিরুদ্ধে অভিযোগের তথ্যপ্রমাণ প্রকাশ না করেন, তবে তারা নির্বাচন কমিশনের দফতরের সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য আন্দোলনে বসবে।

রাজ্য রাজনীতিতে ইতিমধ্যেই এই ঘটনা ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। এখন দেখার, নির্বাচন কমিশন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজের মন্তব্যের পক্ষে কী যুক্তি দেন।

জুবিন গার্গের মৃত্যু: বিষক্রিয়া সন্দেহে তদন্তে অগ্রগতি, ভিসেরা রিপোর্ট এসআইটি-এর হাতে

গুয়াহাটি, ১১ অক্টোবর — জনপ্রিয় অসমীয়া গায়ক জুবিন গার্গের মৃত্যুকে ঘিরে চলা তদন্তে বড় অগ্রগতি। দিল্লির সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে ভিসেরা রিপোর্ট হাতে পেয়েছে আসাম পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম। শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এ তথ্য জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক ও এসআইটি প্রধান মুন্না প্রসাদ গুপ্ত।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে এক ইয়ট পার্টিতে সাঁতার কাটার সময় ডুবে যান যুবেন গার্গ। যদিও মৃত্যুর পর থেকেই বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হয়নি, এবং সেই অনুযায়ী টক্সিকোলজি রিপোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এ প্রসঙ্গে গুপ্ত জানান, "ভিসেরা রিপোর্টটি গৌহাটি মেডিকেল কলেজের সেই চিকিৎসক প্যানেলের কাছে পাঠানো হয়েছে, যারা গায়কের ময়নাতদন্ত করেন। রিপোর্টের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন শিগগিরই আদালতে পেশ করা হবে ও পরিবারের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হবে।"

তিনি আরও বলেন, এই মামলায় এখন পর্যন্ত ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তারা পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন। পাশাপাশি সিঙ্গাপুরে উপস্থিত একাধিক ব্যক্তিকেও নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন ইতিমধ্যেই এসআইটি-এর সামনে হাজির হয়ে জবানবন্দি দিয়েছেন। বাকিরা শীঘ্রই তদন্তে অংশ নেবেন বলে আশা। সিঙ্গাপুরে তদন্তের জন্য কেন্দ্র সরকারের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে পারস্পরিক আইনি সহায়তার অনুরোধ (এমএলএআর), যা বর্তমানে সিঙ্গাপুর সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। আন্তর্জাতিক আইন মেনে সিঙ্গাপুরের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই স্থানীয়ভাবে প্রমাণ সংগ্রহের কাজ করবে বলে জানিয়েছেন এডিজিপি। তিনি আশ্বস্ত করেন, "মামলার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই চার্জশিট জমা দেওয়ার জন্য এসআইটি সচেষ্ট।"

যুবেন গার্গের রহস্যমৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা অসম। এখন সকলের নজর চূড়ান্ত ফরেনসিক রিপোর্ট এবং এসআইটি-এর চার্জশিটে। তদন্তে বিষক্রিয়া প্রমাণিত হলে, মামলাটি অন্য এক মোড়ে পৌঁছাতে পারে বলেই ধারণা।

দীপিকা পাড়ুকোনকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মানসিক স্বাস্থ্য রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : বলিউডের প্রখ্যাত অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনকে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক দেশের প্রথম 'মানসিক স্বাস্থ্য রাষ্ট্রদূত' হিসেবে নিয়োগ করেছে। মন্ত্রকের এক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্টে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

দীপিকা পাড়ুকোন এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়ে নিজেকে 'গভীরভাবে সম্মানিত' বলে উল্লেখ করেছেন এবং মানসিক সুস্থতা রক্ষায় দেশের চলমান প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানান। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের মানসিক স্বাস্থ্য খাতে যে অগ্রগতি হয়েছে, তার প্রশংসা করেন এবং বলেন, এই সহযোগিতার মাধ্যমে তিনি দেশের মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করতে ভূমিকা রাখতে চান। মন্ত্রক জানিয়েছে, দীপিকার এই অংশগ্রহণ মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, কুসংস্কার দূরীকরণ এবং মানসিক সুস্থতা প্রচারে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, দীপিকা পাড়ুকোন আগেও তাঁর নিজস্ব "লিভ লাভ লাফ" ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে এসেছেন এবং খোলাখুলি নিজের ডিপ্রেশনের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে বহু মানুষের অনুপ্রেরণা হয়েছেন। এই নতুন দায়িত্বের মাধ্যমে দীপিকা পাড়ুকোন দেশব্যাপী মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতায় আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল।

বেআইনি চিরাই কাটার মেশিন জব্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ অক্টোবর: গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আজ ধর্মনগর মহকুমা বন দপ্তরের একটি বিশেষ দল পদ্মপুর এলাকায় হঠাৎ অভিযান চালায়। হরিচাঁদ রোডের হরিচাঁদ আখরা সংলগ্ন শিবনাথ ফার্নিচার দোকান থেকে উদ্ধার করা হয় একটি বেআইনি চিরাই কাটার মেশিন। সূত্রের খবর, বন দপ্তরের আধিকারিকরা দোকানে তল্লাশি চালিয়ে দেখেন, কোনও বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই ওই চিরাই কাটার মেশিনটি পরিচালিত হচ্ছিল। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছাড়াই এটি ব্যবহার করা হচ্ছিল। ফলে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে মেশিনটি সিজ করা হয়। বন দপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বন আইন অনুযায়ী পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এদিকে, এই অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় কিছুটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়, যদিও গোটা অভিযানের সময় পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় সরকার জিএসটির হার কমিয়েছে: পাপিয়া দত্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১ অক্টোবর: কমলো জিএসটির হার পূজার আগমনে আনন্দে ভরে উঠল প্রতিটি পরিবার এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বিজেপি দল আজ রাজ্যের দশটি সাংগঠনিক জেলায় একযোগে জিএসটি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে। দক্ষিণ জেলার জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিজেপির প্রদেশ সহ-সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলা সভাপতি দ্বীপায়ন চৌধুরী, দক্ষিণ জেলার জিএসটি প্রচার কনভেনার তাপস লোধ এবং দক্ষিণ জেলা মিডিয়া ইনচার্জ গৌতম দত্ত গুপ্ত। পাপিয়া দত্ত সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় সরকার জিএসটির হার কমিয়েছে। এটি কোনোভাবেই কেবল কর সুবিধা নয়, বরং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি উল্লেখ করেন, ২০১৭ সালে দেশে জিএসটি কার্যকর হলেও তার আগে কংগ্রেস সরকারের আমলে ভ্যাটের হার ছিল ১২ থেকে ২৮ শতাংশের মধ্যে। বর্তমান সরকার জিএসটির হার কিছু ক্ষেত্রে শূন্য, কিছু ক্ষেত্রে পাঁচ শতাংশ এবং অন্য ক্ষেত্রে ১৮ শতাংশে নিয়ে এসেছে, যা আগে ছিল অনেক বেশি। পাপিয়া দত্ত বলেন, জিএসটির এই পরিবর্তন অর্থাৎ কমানো, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেশকে দেওয়া এক মূল্যবান উপহার। তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদীর পাঁচটি সফলতার দিক তুলে ধরেন, যা হলো অন্তোদয়ের বিকাশ, ষাট শতাংশ মানুষের আশ্রয় এবং রান্নার গ্যাস প্রদান, ২৭ কোটি মানুষকে দারিদ্রতা থেকে মুক্ত করা, প্রতিটি ঘরে তিরঙ্গা পৌঁছে দিয়ে রাষ্ট্রচেতনা জাগানো, এবং আধ্যাত্মিকতার পুনর্জাগরণ ও সরজু নদীর তীরে রামলালার প্রতিষ্ঠা। সমাপ্তিতে পাপিয়া দত্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "এমন নীতি ও উদ্যোগই আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথ সুগম করবে।'

শিক্ষার মানোন্নয়নে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ অক্টোবর: ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়ন, অবকাঠামোগত বিকাশ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য আরও অনুকূল শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে সরকার সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এমনটাই জানালেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। আজ শান্তিরবাজারের বীরচন্দ্রনগর একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এদিন তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনায় অংশ নেন। পরিদর্শনকালে বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশ, পাঠদানের মান, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন তিনি। মন্ত্রী ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং তাদের পড়াশোনা, আবাসন ব্যবস্থা ও দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড নিয়ে মতবিনিময় করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, "শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। খেলাধুলা শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই পড়াশোনার সঙ্গে খেলাধুলার ভারসাম্য বজায় রাখা শিখতে হবে।" তিনি আরও জানান, রাজ্য সরকার প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে, যাতে জনজাতি সহ সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সমান সুযোগে মানসম্পন্ন শিক্ষা লাভ করতে পারে। পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়ে নির্দেশ দেন এবং ভবিষ্যতে বিদ্যালয়ের সার্বিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

চিফ মিনিস্টারস স্কিম ফর পারসন্স উইথ ইনটেলেকচ্যুয়েল ডিসেবিলিটি প্রকল্পে বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীরা ভাতা পাবেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর: সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর থেকে "বৌদ্ধিক দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের জন্য সম্প্রতি একটি নতুন প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে। এই প্রকল্পে যারা ৬০ শতাংশ মানসিক দিব্যাঙ্গ রয়েছেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কুমারঘাট মহকুমার অন্তর্গত কুমারঘাট আইসিডিএস প্রোজেক্টের ১৯ জন, কুমারঘাট নগর পঞ্চায়েত আই সি ডি এস প্রোজেক্টের ১২ জন ও পেঁচারখল আই সি ডি এস প্রোজেক্টের ৪ জনকে "চিফ মিনিস্টারস স্কিম ফর পারসনস উইথ ইনটেলেকচ্যুয়েল ডিসেবিলিটি" বা "বৌদ্ধিক দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের এ প্রকল্পে ভাতা পাওয়ার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ৬০ শতাংশ মানসিক দিব্যাঙ্গ একসাথে ৫ হাজার টাকা করে ভাতা পাবেন। এছাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের পোষণ অভিযান থেকে ইতিমধ্যে স্মার্ট মোবাইল ফোন প্রদান করা হয়েছে। শিশুদের ওজন, নিউট্রেসনের রিপোর্ট, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের পরিচর্যার সমস্ত রিপোর্ট অনলাইনে দপ্তরের পোর্টালে প্রেরণ করার সুবিধার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কারদের মোবাইল ফোন প্রদান করা হয়।

আগামী ১৪ অক্টোবর খোয়াই জেলায় ১০ কিলোমিটার রেড রান প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর: খোয়াই জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের উদ্যোগে জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে আজ খোয়াই জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে এইচআইভি রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে জেলাভিত্তিক রেড রান বিষয়ক এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আলোচনায় অংশ নিয়ে সহকারি জিলা সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস স্বাস্থ্য সচেতনতা ও সুস্থ সমাজ গঠনে যুব সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১৪ অক্টোবর জেলাভিত্তিক সচেতনতামূলক ১০ কিলোমিটার রেড রান প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে। রেড রান প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন কলেজের ২০০ জন ছেলেমেয়ে অংশ নেবে। জেলাভিত্তিক রেড রান প্রতিযোগিতায় ১২ জনকে ১ হাজার টাকা করে সান্তনা পুরস্কার সহ প্রথম পুরস্কার ৫ হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৩ হাজার টাকা ও তৃতীয় পুরস্কার ২ হাজার টাকা প্রদান করা হবে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সদস্য সচিব উত্তম দাস বৈষ্ণব, জেলা ইম্যুনাইজেশন অফিসার ডা. বিক্রম দেববর্মা, জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. রাজকিশোর দেববর্মা, ডা. দিপ্তনু বিশ্বাস, জেলা ক্রীড়া আধিকারিক কমলেন্দু শীল প্রমুখ।

দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত যুবকের পাশে দাঁড়ালেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১১ অক্টোবর: কল্যাণপুরের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরীর মানবিক কর্মকাণ্ডের এক নতুন নজিরের সাক্ষী হলেন স্থানীয়রা। বিধানসভা এলাকার পশ্চিম ছেব্রিগাঁওয়ের জনৈক পরিমল দেবনাথের ছেলে রাহুল দেবনাথ দীর্ঘদিন ধরে এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। পরিবারের তরফ থেকে দীর্ঘকাল ধরে সীমিত সুযোগে চিকিৎসা করা হলেও বর্তমানে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন পড়েছে। এতে পরিবারটি অর্থনৈতিকভাবে চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। এই খবর পেয়ে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী মন্ডল সভাপতি নিতাই বল, বিজেপি নেতা সোমেন গোপ, অসীম দেবরায় প্রমুখদের সঙ্গে নিয়ে আজ পশ্চিম ছেব্রিগাঁওয়ে পরিমল দেবনাথের বাড়িতে পৌঁছান। সেখানে রাহুল দেবনাথের দ্রুত আরোগ্যের জন্য এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য পরিবারের হাতে আর্থিক সহায়তা তুলে দেন।

বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী এ সময় রাহুলের সুস্থতার জন্য কামনা জানিয়ে বলেন, "আমরা চিকিৎসার সমস্ত ক্ষেত্রে পাশে দাঁড়াবো এবং রাহুলের আরোগ্য নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবো।" পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং এলাকার মানুষদের মধ্যে বিধায়কের মানবিক সহায়তা ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

কুমারঘাট মহকুমায় বিদ্যালয় ছুট ছাত্রছাত্রীদের বিষয়ে সার্ভের কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১১ অক্টোবর: প্রতি বছরের মতো এবছরও বিদ্যালয় চলো অভিযানের অঙ্গ হিসেবে কুমারঘাট মহকুমায় বিদ্যালয় ছুট ছাত্রছাত্রীদের বিষয়ে সার্ভের কাজ শুরু হয়েছে। সার্ভের কাজ আজ থেকে শুরু হয়েছে। চলবে আগামী ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত। এই অভিযানে ৬-১৬ বছর বয়সের ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয় ছুট রয়েছে কিনা এর উপর বাড়ি বাড়ি গিয়ে সার্ভে করা হবে। কোথাও বিদ্যালয় ছুট ছাত্রছাত্রী পাওয়া গেলে সাথে সাথেই তাদের নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হবে। সার্ভের কাজে ব্লক রিসোর্স পার্সন, ক্লাস্টার রিসোর্স পার্সন ও শিক্ষকদের সুপারভাইজার ও এনুমারেটর হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছে। কুমারঘাট বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয় থেকে সার্ভের কাজের জন্য কুমারঘাট ব্লক ও কুমারঘাট পুর পরিষদ এলাকার জন্য ৩৭ জন সুপারভাইজার ও ১০৬ জন এনুমারেটর নিযুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে পেঁচারথল বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়ের উদ্যোগে পেঁচারথল ব্লকের অন্তর্গত ১৬টি ভিলেজ এলাকার জন্য ১৬ জন সুপারভাইজার ও ৬৩ জন এনুমারেটর নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি পঞ্চায়েত ও পুর ওয়ার্ডে টিম ভাগ হয়ে এই সার্ভের কাজ করবে। প্রতিটি টিমে একজন সুপারভাইজারের তত্ত্বাবধানে এনুমারেটররা সার্ভের কাজ করবেন।

শনিবার আগরতলা ৮নং বড়দোয়ালীর রেশনসপের ৭২নং সপে পিভিসি কার্ড বিতরণ করা হয়। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম
হরেকরকম
হরেকরকম

জিএসটি সংস্কার ২০২৫ : মণিপুরের অর্থনীতি সমস্ত ক্ষেত্রে লাভবান হবে

পাঁচ শতাংশ জিএসটি মণিপুরের হস্তচালিত তাঁতের সাশ্রয় এবং বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতার সুযোগ বাড়িয়ে দিয়েছে। এতে উপকৃত হবে ২.৫ লক্ষ তাঁতি কারুকাজে ব্যয় সস্তা হয়ে উঠায় ১.২ লক্ষ কারিগরের লাভ। মাত্র পাঁচ শতাংশ জিএসটি-র ফলে স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের প্রসার আশা করা হচ্ছে। জিএসটি হ্রাসের ফলে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ১.৫ লক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বেড়েছে এবং আয়ও বেড়েছে। এক লক্ষেরও বেশি দুগ্ধ উৎপাদক থেকে শুরু করে ১০,০০০ কফি উৎপাদক জি এস টি হ্রাসের ফলে সবার ক্ষেত্রেই মুনাফা বাড়ছে ও বাজারের প্রসার হচ্ছে।

ভূমিকা- নতুন জিএসটি সংস্কারের লক্ষ্য হল অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র মাঝারি ও সব ধরনের ব্যবসায়ী - সবার জন্য সহজে ব্যবসা করার পথ সুগম করা। মণিপুরের অর্থনীতি, ক্ষুদ্র শিল্প, ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প এবং কৃষি-ভিত্তিক জীবিকার মধ্যে নিহিত, জি এস টি হ্রাসের ফলে এই ক্ষেত্রগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে লাভবান হতে শুরু করেছে। উখরুল ও সেনাপতির পার্বত্য অঞ্চলে কফি চাষ থেকে শুরু করে চুড়াচাঁদপুর ও ইম্ফলে বাঁশের কারুশিল্প ও পাথর খোদাই, রাজ্যের বৈচিত্র্যময় অর্থনৈতিক কার্যক্রম মূলত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত হয়। ইনপুট খরচ হ্রাস করে এবং চাহিদাকে উৎসাহিত করে, সংস্কারের লক্ষ্য হল মণিপুরের অনন্য পণ্যগুলিকে দেশীয় এবং বৈশ্বিক উভয় বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলা। উপরন্তু, জি এস টি'র এই সংস্কারগুলি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে তারা ভারতের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী জীবিকা সংরক্ষণে স্থানীয় সম্প্রদায়গুলিকে ক্ষমতায়িত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আরাবিকা কফি- প্যাকেজযুক্ত কফির উপর জিএসটি ১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে পাঁচ শতাংশ করা মণিপুরের কফি শিল্প জুড়ে যথেষ্ট স্বস্তি এনেছে। উখরুল, সেনাপতি এবং চান্দেলের মতো জেলাগুলি কফি চাষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, বিশেষ করে উচ্চমানের আরাবিকা জাতের জন্য। প্রায় দশ হাজার কৃষক কফি চাষের সঙ্গে যুক্ত। এই ক্ষেত্রটি প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং এবং বিতরণ নেটওয়ার্কগুলিতে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান তৈরি করে যা মূল্য শৃঙ্খলকে সমর্থন করে।

সংশোধিত হারগুলি ক্রেতা ও উৎপাদক উভয়ের জন্য ব্যয় হ্রাস করছে, সাশ্রয়ী মূল্যের উন্নতি হচ্ছে এবং চাহিদাকে উদ্দীপিত করছে। এটি মুনাফা বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশীয় ও রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগিতা জোরদার করবে বলে আশা করা হচ্ছে। উপরন্তু, সংস্কারগুলি জৈব এবং সুস্থায়ী কৃষি পদ্ধতি গ্রহণকেও উৎসাহিত করতে শুরু করেছে।

বাঁশ ও বেতের কারুশিল্প- মণিপুরের বাঁশ ও বেতের কারুশিল্প ঐতিহ্যগতভাবে চুড়াচাঁদপুর, উখরুল এবং তামেংলং-এর দক্ষ কারিগরদের দ্বারা তৈরি করা হয়। প্রায় ১.২ লক্ষ কারিগর নিয়ে এই ক্ষেত্রটি গ্রামীণ পরিবারগুলিকে সম্পূরক আয় প্রদান করে। আসবাবপত্র, ঝুড়ি, মাদুর এবং অন্যান্য কাঠের কারুশিল্পের উপর জিএসটি বার শতাংশ থেকে কমিয়ে পাঁচ শতাংশ করা হয়েছে, তার ফলে সরাসরি পণ্যের দাম হ্রাস এবং শহর ও গ্রামীণ উভয় বাজারে চাহিদা বাড়িয়ে তুলছে। এই সংস্কারগুলি কারুশিল্প ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকেও শক্তিশালী করবে।

হস্তচালিত তাঁত বস্ত্র- ফনেক, ইন্নাফি এবং রানী'র মতো হস্তচালিত তাঁত বস্ত্রগুলি মূলত ইম্ফল, থৌবাল, বিষ্ণুপুর এবং সেনাপতি জুড়ে স্থানীয় মহিলা কারিগরদের দ্বারা তৈরি করা হয়। এই শিল্পগুলি কেবল ঐতিহ্যবাহী বুনন অনুশীলন বজায় রাখার পাশাপাশি প্রায় ২.৫ লক্ষ তাঁতিদের স্থিতিশীল আয়ও প্রদান করে।

হস্তচালিত তাঁত বোনা কাপড়ের উপর জিএসটি বার শতাংশ থেকে কমিয়ে পাঁচ শতাংশ করার ফলে কারিগরদের জন্য বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি ভোক্তাদের জন্য সরাসরি সাশ্রয়যোগ্যতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই সংস্কারগুলি মণিপুরের হস্তচালিত তাঁত পণ্যগুলির বিশ্বব্যাপী চাহিদা আরো বেশি করে বাড়িয়ে তুলবে এবং মণিপুরের ঐতিহ্যবাহী বয়ন কৌশল সংরক্ষণেও সহায়তা করবে।

পাথরের খোদাই এবং ভাস্কর্য- ইম্ফল, চুড়াচাঁদপুর এবং উখরুল - পাথর খোদাই এবং ভাস্কর্যের দক্ষতার জন্য সর্বত্র খ্যাতি রয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার কারিগর এই ঐতিহ্যবাহী কারুকাজের সঙ্গে যুক্ত।

সিরামিক টেবিলওয়্যারের উপর জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে পাঁচ শতাংশ করা হয়েছে যা কাঁচামাল এবং তৈয়ারি পণ্যগুলির ব্যয়কে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস ইঙ্গিত করে। এই কর ছাড় মণিপুরের পাথরজাত পণ্যের সাশ্রয়যোগ্যতা এবং বিশ্বব্যাপী বাজারে প্রতিযোগিতার পথকে শুভম করে তুলেছে। এই সংস্কারগুলি ঐতিহ্যবাহী খোদাই কৌশলগুলির সংরক্ষণ ও প্রচারকে সমর্থন করে, যাতে রাজ্যের সমৃদ্ধ কারিগর ঐতিহ্যের বিকাশ অব্যাহত থাকে।

প্রক্রিয়াজাত খাবার- ইম্ফল, সেনাপতি এবং চান্দেল জেলায় কেন্দ্রীভূত মণিপুরের প্রক্রিয়াজাত খাদ্য শিল্প অসংখ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এস. এম. ই) এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী (এস. এইচ. জি) দ্বারা পরিচালিত হয়। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটগুলিতে প্রায় ১.৫ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে, এই ক্ষেত্রে গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদন ও প্যাকেজিং উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ দেখা যায়। আচার, বাঁশ কুরুল, গাঁজানো খাবার, সবজি প্রস্তুতকরণ ইত্যাদির মতো প্রক্রিয়াজাত খাবারের উপর জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা উৎপাদক এবং ভোক্তা উভয়ের জন্য একটি বড় উৎসাহ। জিএসটির হার কম হবার ফলে পণ্যের মূল্যও স্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়, সাশ্রয়যোগ্যতা এবং বাজারের প্রসার বৃদ্ধি করে।

দুগ্ধজাত পণ্য- ইম্ফল, থৌবল এবং বিষ্ণুপুর জেলায় দুগ্ধ উৎপাদন মূলত ক্ষুদ্র গ্রামীণ ও উপজাতি সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত হয়, যেখানে এক লক্ষেরও বেশি দুগ্ধ চাষী এবং সমবায় সদস্য এই কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ঘি, মাখন, পনির এবং চিজের উপর জিএসটি হ্রাস শূন্য/৫ শতাংশ প্রয়োজনীয় দুগ্ধজাত পণ্যকে আরও সাশ্রয়ী করে গ্রাহকদের জন্য উল্লেখযোগ্য স্বস্তি এনে দিয়েছে। সংশোধিত হারগুলি উৎপাদন খরচ হ্রাসের পথ সুগম করেছে। এটি কৃষক এবং সমবায়গুলির জন্য লাভের মার্জিনকে উন্নত করবে, দেশীয় এবং রপ্তানি বাজারে উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতামূলকতা বাড়িয়ে তোলার পথ প্রশস্ত করেছে।

উপসংহার- সংশোধিত জিএসটি হার ভারত জুড়ে অর্থনৈতিক সংস্কারের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপকে চিহ্নিত করে। অত্যাবশ্যকীয় এবং মূল্য সংযোজন খাতের উপর করের বোঝা সহজ করার মাধ্যমে, এই পরিবর্তনগুলি উৎপাদন, সাশ্রয় এবং বাজারের প্রতিযোগিতামূলকতা বাড়াতে প্রস্তুত। মণিপুরের মতো ছোট অথচ উচ্চ সম্ভাবনাময় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে এর প্রভাব বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ, যা স্থানীয় কৃষক, কারিগর এবং উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়িত করছে। একসঙ্গে, এই সংস্কারগুলি একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিকে সমর্থন করে, যা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে দেশের অর্থনীতিতে আরও দৃঢ়ভাবে অবদান রাখতে সক্ষম করে।

পান্নালাল ভট্টাচার্যের যে জীবন শুধু সাধকের...

বাঙালির মাতৃ সংগীতে গায়কির আধুনিকতা এবং ভক্তি রসের অমল প্রবাহে চলন - তাঁকে করে তুলেছিল জীবন্ত কিংবদন্তি। বাংলা শ্যামা সংগীতের ধারায় আজও তাঁর উপস্থাপনার চিহ্ন ছাড়া বাঙালির মাতৃ সাধনা অসম্পূর্ণ। তিনি আর কেউ নন - সাধকশিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্য। সেই সাধকশিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্যকে নিয়ে বললেন পান্নালাল ভট্টাচার্যের বড়দা - সুরকার প্রফুল্ল ভট্টাচার্যের কন্যা শিবানী ভট্টাচার্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা গানের ধারায় শ্যামা সংগীতে ঠিক যেন নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আমার ছোট কাকা। বড় অকালে চলে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই চলে যাওয়ার এতো বছর পরেও মায়ের পায়ের জবার মতোই মায়ের পুজোয় অপরিহার্য তিনি। এখনও।

ছোট কাকা যে পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন - সেই পরিবারের সঙ্গে একেবারে অবিচ্ছেদ্য - অনিবার্য্যে জড়িয়ে ছিল শাস্ত্র চর্চা এবং সংগীত চর্চা। এঁরা ছিলেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। ধর্মে শাক্ত কিন্তু মন্ত্রে বৈষ্ণব। যদিও আমাদের হাওড়ার পায়রাটুঙ্গিতে যে জমিদারি ছিল সেখানে কিন্তু চণ্ডী পুজো থেকে লক্ষ্মী পুজো - সবকিছুই হতো তন্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে। এই বংশেরই - আমি যাঁকে বলি পুরুষোত্তম - সেই 'The Levitating Saint' ভাদুড়ী মহাশয় অর্থাৎ পরমহংস মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ যৌবনেই সন্ন্যাস নেন। তাঁর কাছ থেকেই ব্রহ্মচর্য দীক্ষা নেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ননীলাল ভাদুড়ী অর্থাৎ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী। ইনিও ছিলেন যোগ ভক্তি মার্গের সিদ্ধসাধক। লঘিমাসিদ্ধ মহাযোগী মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের রচিত এবং সুরারোপিত সংগীত শুনেছিলেন স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবও। এই মহান যোগী পরমহংস নগেন্দ্রনাথের ভাইপো ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ - আমার ঠাকুরদাদা। আমরা আসলে ভাদুড়ী। শোনা যায় - আমাদের কোনও এক পূর্বপুরুষকে তাঁর শাস্ত্র জ্ঞানের কারণে ভট্টাচার্য উপাধি প্রদান করেন বর্ধমানের মহারাজা। তাই ভাদুড়ী হলেও আমার ঠাকুরদাদা সুরেন্দ্রনাথ - ভট্টাচার্য্যই ব্যবহার করতেন। মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের পরমার্থ সঙ্গীতাবলী বাংলা সাধন সংগীতের ধারায় এক অক্ষয় সম্পদ। ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারীও অসাধারণ গান গাইতেন। শাস্ত্রীয় সংগীতে তাঁরও আশ্চর্য রকমের দখল ছিল। আর আমার ঠাকুরদাদা সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যেমন অসাধারণ এসরাজ বাজাতেন তেমনই অসাধারণ বাজাতেন সেতার। তাই সংগীত আমার বাবা সুরকার প্রফুল্ল ভট্টাচার্য, মেজ কাকা স্বর্ণকণ্ঠশিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য এবং ছোট কাকা সাধক শিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্যের রক্তে ছিল। আর এর সাথেই ছিল প্রগাঢ় ভক্তি। এই কারণেই সেকালের প্রখ্যাত প্রবীণ ভক্তিগীতি শিল্পী কে মল্লিক ছোট কাকাকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে জানতে চেয়েছিলেন - কেমন করে সম্ভব এমনভাবে মা ডাকা!

ছোট কাকা কোনও দিনই সেভাবে গান শেখেননি। আমার বাবা, মেজকাকার কাছ থেকেই মূলত শেখা। পরে মেজকাকা ছোট কাকার জন্য শাস্ত্রীয় সংগীত শেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু সেজন্য রেওয়াজ? ছোট কাকার ধাতেই ছিল না। মেজকাকার কথাতেই আমার বাবা ছোট কাকাকে মেগাফোনে জেএন ঘোষের কাছে নিয়ে যান। বাবা আর মেজ কাকার বুদ্ধিতেই ছোট কাকা ভক্তিগীতি গাইতে থাকেন। হয়ে ওঠেন জীবন্ত কিংবদন্তি। ছোট কাকার প্রতিভাকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে অনেকেরই ভূমিকা ছিল। এ বিষয়ে আধুনিক গানের ক্ষেত্রে সুরকার হিসেবে নাম করতে হয় সুধীরলাল চক্রবর্তী, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখর। এই আধুনিক গানগুলোও সেকালে যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছিল। আবার নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত বা রজনীকান্তের গানগুলোর ক্ষেত্রে স্মরণীয় প্রখ্যাত শিল্পী দিলীপ রায়ের কথা। ছোট কাকার এই গানগুলো ওঁরই প্রশিক্ষণে গাওয়া।

ছোট কাকা নিত্য মা কালীর পুজো করতেন। আমাদের বারেন্দ্রপাড়ার বাড়িতে ছোট কাকা মা কালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে পুজো করতেন। পুজো করতে বসে মন্ত্র যতো না পড়তেন - তার থেকে বেশি গান গাইতেন। সেও এক আশ্চর্য অবস্থা। ছোট কাকার সারা শরীর দিয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়তো। চোখ দুটো কাঁদতে কাঁদতে জবা ফুলের মতো লাল হয়ে যেতো। তখন বুঝতাম না। এখন বুঝি - এসবই ছিল মহাসাধকের লক্ষণ।

আমার বাবা প্রফুল্ল ভট্টাচার্যের সুরে ছোট কাকা অনেকগুলি গান গেয়েছিলেন। আমি তখন অনেকটাই ছোট। তাই কোন গান বলতে পারব না - তবে বেশ মনে আছে বাবা একটা গান তোলাচ্ছিলেন ছোট কাকাকে। আর ছোট কাকা বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন। বাবা প্রচণ্ড বকেছিলেন ছোট কাকাকে। সেই দেখে আমরাও সেদিন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আসলে মায়ের পুজোর সময় হয়ে গিয়েছিল ছোট কাকার। পরে বাবা বুঝতে পেরে ছোট কাকাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলেন। আমার মাকে পরে বলেছিলেন, 'পানু (আমার ছোট কাকার ডাকনাম) যে অন্য আধার সেটা বারবার ভুলে যাই।' - সত্যিই অন্য আধার ছিলেন ছোট কাকা। না হলে ভক্তির এমন প্রকাশ আসে না।

ভক্তিই বোধ হয় ভেতর থেকে পাল্টে দিচ্ছিল ছোট কাকাকে। যে ছোট কাকা হৈ-হুল্লোড় করতেন, মাছ ধরতেন, ঘুড়ি ওড়াতেন, অসাধারণ রান্না করতেন, মোহনবাগানের খেলা দেখতে যেতেন - সেই ছোট কাকাই আস্তে আস্তে চুপচাপ হয়ে যাচ্ছিলেন। জীবনের শেষ পর্বে শুধু কাঁদতেন মা...মা... বলে। পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতেন বিভিন্ন শ্মশানে। মা কালীকে দেখার জন্য সেই আকুতি ছড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর সর্বত্রে। সাধক শিল্পীর জীবনের শেষ পর্ব তাই যেন শিল্পীর নয় - শুধুমাত্র সাধকের।

বিশ্বের স্বপ্নময় শান্তির পাঁচটি দেশ

যখন বিশ্বজুড়ে প্রতিদিনের হেডলাইন জুড়ে থাকে রক্তাক্ত সংঘাত, যুদ্ধ আর দ্বন্দ্বের শিরোনাম, ঠিক তখনই কিছু দেশ নিঃশব্দে বলে যাচ্ছে এক ভিন্ন গল্প। শান্তি যে কেবল কবিতার পঙ্ক্তি নয়, বরং একটি বাস্তবতা তা বারবার প্রমাণ করে চলেছে বিশ্বের কয়েকটি শান্তিপূর্ণ দেশ।

সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা, চলমান অভ্যন্তরীণ-আন্তর্জাতিক সংঘাত ও সামরিকীকরণ এ তিনটি বিষয় প্রধান গুরুত্ব পেলেও নানাদিক পর্যালোচনা করে একটি দেশকে শান্তিসূচকে শীর্ষে তালিকাভুক্ত করা হয়। গ্লোবাল পিস ইনডেক্স ২০২৫-এর তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের স্বপ্নময় শান্তির ঠিকানাগুলো-

১। আইসল্যান্ড:- পরাবাস্তব এ দ্বীপ ছোট্ট এক ভূখণ্ড, যার পাহাড়ে তুষার, নদীতে নিরবতা, আর আকাশে বাতাসে মিশে আছে নিরুত্তাপ স্বস্তি। ২০০৮ সাল থেকে টানা ১৭ বছর ধরে পৃথিবীর সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে চলেছে দেশটি। এখানে নেই কোনো স্থায়ী সেনাবাহিনী, নেই রাজনৈতিক অস্থিরতা বা সামাজিক বিশৃঙ্খলা। অপরাধের হার এতটাই কম যে অনেকে দরজায় তালা না দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েন। শান্তির যেন এক নিঃশব্দ সুরের নাম আইসল্যান্ড।

২। আয়ারল্যান্ড:-- শান্তিপূর্ণ দেশে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রক্তাক্ত ইতিহাস পেরিয়ে আসা আয়ারল্যান্ড। এক সময়ে দেশটির রাজপথে ছিল সহিংসতার ছায়া, আজ সেটি শুদ্ধতম গণতন্ত্র আর সামাজিক স্থিতির প্রতীক। আয়ারল্যান্ড দেখিয়ে দিয়েছে, সহিংসতা থেকে শান্তির পথে যাত্রা শুধু সম্ভবই নয়প্রত্যাশিতও। শান্তি যদি হয় পরিশ্রমের ফসল, তবে আয়ারল্যান্ড নিঃসন্দেহে তার সেরা চাষী।

৩। নিউজিল্যান্ড:- শান্তির দেশ হিসেবে তৃতীয় স্থানে রয়েছে নিউজিল্যান্ড। সবুজে মোড়ানো, মানবিকতায় গড়া এক দ্বীপদেশ। মাওরি সংস্কৃতিকে ভালোবেসে বুকে টেনে নেয়া, পরিবেশকে আগলে রাখা আর মানবিক নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা এই দেশটি আজ শান্তির অনন্য উদাহরণ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আর রাজনৈতিক ভারসাম্যের এমন নিখুঁত যুগলবন্দী খুব কম দেশেই দেখা যায়। ৪। অস্ট্রিয়া:

চতুর্থতম শান্তির দেশ হিসেবে রয়েছে অস্ট্রিয়ার নাম। আল্পস পর্বতের কোলে অবস্থিত দেশটিতে প্রাকৃতিক সংগীত বেজে ওঠে শহরজুড়ে আর কূটনীতি চলে নিরপেক্ষতার ছায়ায়। ১৯৫৫ সালে নিরপেক্ষতা গ্রহণ করে দেশটি যেভাবে ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতি, সামাজিক নিরাপত্তা আর অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা গড়ে তুলেছে, তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। অস্ট্রিয়া যেন শান্তির এক সংগীতচিত্র যেখানে প্রতিটি মানুষ তার অংশীদার।

৫। সুইজারল্যান্ড:- শান্তিপূর্ণ দেশের পঞ্চম স্থানে রয়েছে সুইজারল্যান্ডের নাম। তুষারে মোড়া পাহাড় আর ঝকঝকে হ্রদের দেশ, যার পরিচিতি শুধু চকলেট, ব্যাংকিং আর ঘড়ির জন্য নয়বরং শান্তির জন্যও। শত শত বছর ধরে যুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে রাষ্ট্রটি। এখানে জনগণ নিজেরাই নীতিনির্ধারকও একটি পরিপক্ক গণতান্ত্রিক কাঠামো ও গণভোটের সংস্কৃতিতে গড়া সমাজ, যেখানে সংঘাতের চেয়ে সমঝোতার মূল্য বেশি।

বিশ্বের এ পাঁচটি দেশ চোখে আঙুল দিয়ে অন্য দেশগুলোকে দেখিয়ে দিচ্ছে শান্তি অর্জন সম্ভব, যদি সবার ঐক্যবদ্ধ ইচ্ছা থাকে। দেশগুলো কাঁটাতার কিংবা পরমাণু নয়, আস্থা আর সংলাপের শক্তিতে নিজেদের নির্মাণ করেছে। যার কোনোটা সেনাবাহিনী ছাড়া নিরাপদ, কোনোটা ইতিহাসের জঞ্জাল মুছে পুনর্জন্ম নিয়েছে, আবার কোনোটা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে সভ্যতার নতুন সংজ্ঞা রচনা করেছে। যেখানে সারা পৃথিবী ব্যস্ত প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়াতে, সেখানে এই দেশগুলো জিতে চলছে কেবল ভালো থাকার সংস্কৃতিতে।

জ্ঞান যোগ

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

''জ্ঞান'' যোগ, হলো ''আত্ম উপলব্দি'' অর্থাৎ জ্ঞানের পথ। আর এই পথটি হলো বিশেষত "প্রজ্ঞা ও যুক্তি", দ্বারা আত্মার বিশ্লেষন এবং অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা চূড়ান্ত "জ্ঞান" লাভ হওয়া। যেভাবে মানুষ আত্ম উপলব্দি ও মোক্ষ লাভ করে ঠিক তাই। জ্ঞান যোগের মূল লক্ষ্য হলো আত্মার প্রকৃততত্ত্ব এবং মহাবিশ্লেষ জ্ঞান উপলব্দি করা।

প্রথম। ''শ্রবন'',''নিধিব্যাসন'' হলো জ্ঞানের প্রধান পর্যায়। শ্রবন-যা, কিছু পড়া শোনা বা দেখা মাধ্যমে প্রথম প্রকাশ। মনন-অর্জিত জ্ঞান নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা এবং যুক্তিগত ভাবে বিশ্লেষন চালিয়ে যাওয়া। নিধিব্যাসন- গভীর ধ্যানে আত্ম অনুসন্ধানের মাধ্যমে ঐ জানকে আত্মস্থ করা। এক্ষেত্রে প্রকৃত জ্ঞান এবং অজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য বোঝা। জান্নাতিক বস্তুর প্রতি আয়ক্তি ত্যাগ করতে হবে এবং নিজের সত্তা ও চূড়ান্ত সত্যের উপলব্ধি করে এপথেই প্রকৃত জ্ঞানী ও "মুক্তি" বা মোক্ষ লাভ করা যেতে পারে।

সংস্কৃতে ''জ্ঞান যোগ'' কথাটির অর্থ হলো প্রখন অর্থাৎ ''জানা'' এবং ''যোদ্ধা'' অর্থাৎ নদী পথ, সংক্ষেপে "জ্ঞানের পথ"। নাম ও রূপের বাইরে এসে পরম সত্যাকে উপলব্ধি করাই এই পথ। যোগ দর্শনে ''নাম'' ও রূপকে ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করার কথা বলা হয়েছে। ভগবদগীতাতে "ব্রহ্ম "জ্ঞান" এর উপর প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। দার্শনিকদের মতে "জ্ঞান" ভক্তির একটি শর্ত। ''শ্রীকৃষ্ণ'' বলেছেন, জ্ঞান, "ক্ষেত্রে" এবং "ক্ষেত্রজ্ঞ" (দেহকে যিনি জ্ঞানেশ) (অর্থাৎ আত্মা) জ্ঞানীর এই দুইয়ের পার্থক্য আহিত হওয়া প্রয়োজন। জ্ঞান যোগ, জ্ঞানের সাথে একজন ব্যক্তি হয়ে উঠা, বা জ্ঞানী হওয়ার গুরুত্বকেই বোঝায়। ''জ্ঞান যোগ'' একটি আধ্যাত্মিক অনুশীলন যাহাতে ''আমি কে'' এর মতো প্রশ্নের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন এবং মুখোমুখি হওয়া। জ্ঞান যোগের সাতটি স্তর আছে যাহা ''আকাঙ্ক্ষা'', ''দার্শনিক- অনুসন্ধান, মনের সূক্ষতা'', আলোর প্রাপ্তি, ''আভ্যন্তরিন বিচ্ছিন্নতা, "আধ্যাত্মিক দৃষ্টি, এবং পরম অর্থাৎ চূড়ান্ত স্বাধিনতা, আত্মস্থ করা। সমগ্র জগৎ সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে এবং কার্যকর ভাবে জ্ঞান যোগ অনুশীলন করা এবং আত্ম সচেতনতার দিকে যাত্রায় অগ্রসর হওয়া। তবেই যোগের দ্বারা সুক্ষ জ্ঞান আত্মস্থ হয়। মানুষ্য জীবনে দুঃখ কষ্ট ও অসন্তুষ্টি কমানো, আধ্যাত্মিক বোধগমাতা এবং অন্তদৃষ্টি গল্পে তুলতে এই "জ্ঞান যোগ" বিশেষ গুরুত্ব আরোগ করে একাগ্রতা ও মনোযোগ উন্নত করতে সাহায্য করে। "জ্ঞান মুদ্রায়" গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাগুলির মধ্যে, আপনার শারিরীক চাপ এবং মানষীক উদ্বেগ আক্রমন, চাপের, প্রতিক্রিয়া, জানাতে তৈরি থাকে। এক্ষেত্রে জ্ঞান যোগের মাধ্যম, আদি শব্দরাচার্য্য, গৌড়পদ, স্বামী বিবেকানন্দ, শিবানন্দ স্বামী, উনাদের লেখার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। এজ নিজ ধারণা, বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, এবং উপলব্ধি দ্বারা সৃষ্ট চিন্তা এমের আবরণ দূর করার জন্যে মতা অনুসন্ধান এই একক প্রশ্নের উপর এক বিন্দু ধ্যান, বড়ই প্রয়োজন। "জ্ঞান যোগে" বেদে, উপনিষদে। আমুরগীতায় জ্ঞানকে ধর্মীয় ভাবে আখ্যায়িত হয়েছে। আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানীক ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে আবার। "আত্মা" মূলত "ঐশ্বরিক এবং এর লক্ষ্য হলো প্রকৃতি নিয়ন্ত্র করে "ঐশ্বরিকতা প্রকাশ করা, যাহা হীক ও অভ্যন্তরীন। আত্মার প্রত্যক্ষ, অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানকে বোঝায়, যাহা শাশ্বত, ও অপরিবর্তনীয় এবং পরম অনুভূতির (ব্রহ্মের) সাথে অভিন্ন। ব্যক্তি "স্ব" এবং সর্বজনীয় "স্ব" এই উপলব্ধি জ্ঞান যোগ পক্ষে সুক্ষাতী লক্ষন যাহা আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা ও সুরু বিজ্ঞানের উপর বেস করে এবং মনন ও শরীরের মধ্যে সামজমা আনতে দৃষ্টি নিবন্ধ করে। "জ্ঞান যোগ" সুস্থ জীবন যাত্মাদের একটি "বিজ্ঞান শিল্প" কৌশল। যার মাধ্যমে মানসিক অনুমানের সাথে বস্তু ও আত্মার মধ্যে বৈষম্য জরিত। আত্ম থেকে অহংকে বিচ্ছিনন করে ব্যক্তি বিশ্লেষন ও সুক্ষ প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হওয়া এবং অনুশীলনের মাধ্যমে শক্তিশালী ব্যক্তিতে পরিণত হওয়াই "জ্ঞান যোগ"। এটি একটি ঈশ্বরীয় উপলব্ধির পথ। অনুমানের মাধ্যমে পরমেশ্বরের সংস্পর্শে থেকে আত্মা ও বস্তু দুইয়ের উপলব্ধি করাই "জ্ঞান প্রকৃতি যোগ"। জ্ঞান যোগে, মানবের প্রাণের কাজ হলো চলন, বলন, ধারন, অল্পচন, ও সংকোচন। তাই গ্রানকে নিয়ন্ত্রণ করা মানে শরীর চর্চা বা "প্রাণায়াস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে জ্ঞানযোগ আরও স্পষ্ঠ হয় ও ইন্দ্রিয় দ্বারা সুক্ষ্ম তি লাভ করে। রীতিমতো "গীতা" পাঠ করা প্রয়োজন। এতে জ্ঞান যোগ, আরও শক্তিশালী হয়

তাই জ্ঞানের মাধ্যমে যোগ সাধনা দ্বারা আত্মাকে দেহ ও জান্নতিকবিষয়বস্তু হইতে নিচ্ছিন্ন করে শাজত আত্মকে জাজ্ঞার চেষ্টা করে এটি সৃষ্টিকর্তা, তার মহিমা এবং সৃষ্টিকে স্কুল্লার অভূতপূর্ব পদ্ধতি। তাইজ্ঞানযোগ মানে, জানের মাধ্যমে, যোগ বা মিলন স্থাপন করদি আর তাই "জ্ঞান যোগ" একটি যৌক্তিক অন্বেশন, যেখানে রং অনুসন্ধান ও আত্ম উপলজির ধ্রুপদী পথে চালিত হওয়া যায়। এতে করেই আত্ম উপলব্ধি এবং মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক মুক্তি অর্জন সম্ভব। মন, দেহ ও প্রাণ বায়ু এক কেন্দ্রীক অবস্থায় যোগের মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায়। বিষয় বস্তু ও শিক্ষা, তথ্য, এবং বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা বা উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা, চর্চা, স্মৃতি ও প্রজ্ঞা অর্জন, সহকারে যোগাভ্যাসের মাধ্যমেই জ্ঞান সুক্ষতা অর্জিত হয়। এই ক্ষেত্রে ঘটনা, সত্যতা, এবং সচেতনতা বা বোধগম্যতার দুয়ারে প্রবেশই প্রকৃত জ্ঞান। মৌনতা, স্পষ্ঠতা, অন্তনিহিততা, পদ্ধতিগত, প্রেষণাগত, ও অভিজ্ঞতামূলক বড়ই জরুরী। "জ্ঞান যোগ", দর্শন শাস্ত্রে ''জ্ঞানতত্ব'' বলা হয়; আবার-দার্শনিক তত্বে ইহাদে প্রমাণিত সত্য বিশ্বাস বলা হয়। এইজ্ঞান অর্জনের সাথে মনস্তাত্বিক প্রক্রিয়া জরিত। অনুভব, সংযোগ, যুক্তি, যেখানে জ্ঞানকে মানব মস্তিস্তের কোন বিষয় বুঝতে পারার ক্ষমতার সাথে তুলনা করা হয়। সমাজ বিজ্ঞানীর বক্তব্য অনুযায়ী জ্ঞানকে ধার্মিকতার মূল উপাদেয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সমাজে বেশীর ভাগ বিতর্ক পানা মুনিঋষির নানা বিষয়, জ্ঞান বিশ্লেষন থেকেই হয়ে থাকে। তাই উচিৎ বিষয় বস্তুর অটিকতা, যাচাই করুন, অনুধাবন, মনসংযোগ, আর শেষে, সত্য আর বিশ্বাস, তবেই "জ্ঞান যোগ" সার্থক ও ব্যক্তি সত্তার সঠিক বিদশ অবশ্যম্ভাবী।

শনিবার আগরতলা লায়ন্স ক্লাবের তরফ থেকে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

বিহারে আরজেডি ও কংগ্রেসের আসন ভাগাভাগিতে দ্বন্দ্ব, ৫টি আসন নিয়ে তর্ক

আগামী মাসে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভারতীয় ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স জোটের শরিক দল রাশ্টিয় জনতা দল (আরজেডি) ও কংগ্রেসের মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছে। সূত্রের খবর, বাইসি, বহাদুরগঞ্জ, রানিগঞ্জ, কাহলগাঁও ও সাহারসা এই পাঁচটি আসন নিয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি।

গত নির্বাচনে কংগ্রেস কাহলগাঁও ও বহাদুরপুর আসনে লড়েছিল, আরজেডি সাহারসা, বাইসি ও রানিগঞ্জে প্রার্থী দিয়েছিল, কিন্তু কেউই জয়ী হতে পারেনি। এবার কংগ্রেস তাদের কোটা থেকে ইন্ডিয়া ইনক্লুসিভ পার্টিকে দুটি আসন দিয়েছে। কংগ্রেস প্রথমে সাহারসা আসনটি আইপি গুপ্তাকে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু আরজেডি এই আসনের জন্য দাবি জানিয়েছে।

২০২০-এর নির্বাচনে সাহারসা আসনে বিজেপির আলোক রঞ্জন আরজেডির লভলি আনন্দকে প্রায় ২০ হাজার ভোটে পরাজিত করেছিলেন। কংগ্রেস কাহলগাঁও আসনের ওপর দীর্ঘদিনের আধিপত্য দেখিয়ে এই আসন রাখতে চায়, যদিও গতবার এটি হারিয়েছে। আরজেডিও এই আসনে প্রার্থী দিতে ইচ্ছুক, তবে কংগ্রেস সেই দাবি মানতে নারাজ।

সীমাঞ্চলের বাইসি ও বহাদুরগঞ্জ আসনেও দুই দল দ্বন্দ্বে আছে। কংগ্রেস লোকসভা নির্বাচনে সীমাঞ্চল অঞ্চলে ভালো ফল করায় এই দুই আসনে তাদের প্রার্থী দেওয়ার পক্ষে। এদিকে, ২০২৪ বিধানসভা নির্বাচনে এআইএমআইএম বাইসি ও বহাদুরপুরে জয়ী হয়েছিল, কিন্তু পরে দুই বিধায়ক আরজেডিতে যোগ দিয়েছেন। কংগ্রেস মনে করে এই দুই আসন তাদের হওয়া উচিত।

রানিগঞ্জ আসন নিয়েও বিরোধ আছে, যেখানে আরজেডি ছাড়তে রাজি নয় যদিও ২০২০-এ তারা হারিয়েছিল। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর বিষয়ে জোটে টানাপোড়েন চলছে। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করলেও, কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক অশোক গেহলট বলেছেন এটি শুধুমাত্র আরজেডির কৌশল।

বিহার বিধানসভা নির্বাচন হবে নভেম্বরের ৬ ও ১১ তারিখে, ভোটগণনা হবে ১৪ নভেম্বর। এর আগে শরিক দলগুলির মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছানো বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মিজোরামে শিক্ষিত যুবাদের চাকরিপ্রাপ্তিতে হ্রাসগভীর উদ্বেগ মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমার, ছাত্রদের কঠোর পরিশ্রমের আহ্বান

নয়া দিল্লি, ১১ অক্টোবর : হনাঠিয়ালে মিজো স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সাধারণ সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমা রাজ্যের শিক্ষিত যুব সমাজের মধ্যে চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার হার কমে যাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার এমনকি জাতীয় পর্যায়ের চাকরির পরীক্ষাগুলিতেও মিজো যুবকদের উপস্থিতি এবং সাফল্যের হার ক্রমেই কমছে, যা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। সম্প্রতি বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স-এর একটি নিয়োগ র‍্যালিতে মিজো প্রার্থীদের কম উপস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে লালদুহোমা বলেন, ’এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা রাজ্য সরকারের চাকরির পরীক্ষা গুলিতেও উত্তীর্ণ হতে পারছে না। এর মানে আমরা যথেষ্ট পরিশ্রম করছি না।’মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র সরকারি চাকরির উপর নির্ভর না করে উদ্যোক্তা হিসেবে নিজস্ব পথ খোঁজার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, আধুনিক শিক্ষার সুবিধা পেতে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালিত একলব্য মডেল রেসিডেনসিয়াল স্কুল ও জওহর নবোদয় বিদ্যালয় -এর মতো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য তিনি আগামী অর্থবর্ষে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ স্টাডি ট্যুরের জন্য বাজেট বরাদ্দের ঘোষণা দেন। পাশাপাশি তিনি জানান, রাজ্য সরকারের অধীনে সকল সরাসরি নিয়োগের শূন্যপদ এবার থেকে সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে, যাতে স্বচ্ছতা ও সমান সুযোগ নিশ্চিত হয়।লালদুহোমা আরও জানান, বর্তমানে জোরাম পিপলস মুভমেন্ট সরকারের অধীনে ২,০৮৭টি শূন্যপদে সরাসরি নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং নির্বাচিত প্রার্থীদের ভবিষ্যতে চাকরি স্থায়ী করার সুযোগ থাকবে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের নতুন জাগরণ: অরুণাচল প্রদেশ এখন ‘বিকসিত ভারতের’ প্রতিচ্ছবি, বললেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম. সিন্ধিয়ার একটি প্রবন্ধ শেয়ার করে অরুণাচল প্রদেশের রূপান্তর এবং ভারতের বিকাশযাত্রায় রাজ্যটির ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের উপর জোর দেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ’প্রথমবারের মতো, উত্তর-পূর্ব ভারত শুধুমাত্র প্রান্তিক অঞ্চল নয়, বরং ভারতের বৃদ্ধির গতিশীল কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। নতুন বিমানবন্দর থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, সংযোগ থেকে সৃজনশীলতা অরুণাচল প্রদেশ ’’বিকসিত ভারত’’-এর আত্মাকে প্রতিফলিত করছে।’

তিনি সিন্ধিয়ার প্রবন্ধকে ‘অবশ্যপাঠ্য’ বলে অভিহিত করেন এবং বলেন যে এটি উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নের এক উজ্জ্বল দলিল।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর মতে, যে অঞ্চল এক সময় ভারতের মূল স্রোতের বাইরে বলে বিবেচিত হত, এখন সেই অঞ্চলই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠছে। অবকাঠামো উন্নয়ন, রাস্তাঘাট, বিমান যোগাযোগ এবং স্থানীয় উদ্যোগগুলির মাধ্যমে অরুণাচল আজ জাতীয় বিকাশের মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে।সিন্ধিয়ার প্রবন্ধে অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবং স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রায় তার প্রভাব বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

অখিলেশ যাদবকে আটকানো জেপিএনআইসি-তে সপা কর্মীদের বিক্ষোভ

লখনউ, ১১ অক্টোবর: লখনউতে সমাজবাদী পার্টির (সপা) প্রধান অখিলেশ যাদবকে জয়প্রকাশ নারায়ণ আন্তর্জাতিক কেন্দ্র (জেপিএনআইসি)-তে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ায় তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শনিবার ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজবাদী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের জন্মবার্ষিকী। ওই উপলক্ষে অখিলেশ যাদব সেখানে গিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে চাইলেও পুলিশ তাঁকে আটকে দেয়। প্রশাসনের দাবি, জেপিএনআইসি-তে নির্মাণকাজ এবং নিরাপত্তার কারণে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে অখিলেশ যাদব প্রশ্ন তোলেন, “সরকার টিনের ব্যারিকেডের আড়ালে কী লুকাতে চাইছে? আমাদের কেন থামানো হচ্ছে? আমরা তো একজন মহান নেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে যাচ্ছি।” এই ঘটনার প্রতিবাদে সমাজবাদী পার্টির বহু কর্মী ব্যারিকেড ভেঙে প্রবেশ করে মূর্তিতে মাল্যদান করেন এবং বিক্ষোভ দেখান।

এই ঘটনার মধ্যেই শুক্রবার সন্ধ্যায় অখিলেশ যাদবের অফিসিয়াল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হঠাৎ করেই সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়, যা নিয়ে শুরু হয় আরেকটি রাজনৈতিক বিতর্ক। সপা নেতা ও কর্মীরা দাবি করেন, এটি শুধুমাত্র একটি প্রযুক্তিগত বিষয় নয়, বরং এটি গণতান্ত্রিক মতপ্রকাশের ওপর আক্রমণ। অখিলেশ যাদব নিজে জানান, তাঁর অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়ার কারণ হিসেবে ‘প্রাপ্তবয়স্কদের যৌন শোষণ ও সহিংসতা’ সম্পর্কিত অভিযোগ দেখানো হয়েছে। তিনি বলেন, “আমার পোস্টে বলিয়ার এক মহিলার রহস্যজনক মৃত্যু এবং এক সাংবাদিকের হত্যার প্রসঙ্গ ছিল। এই সব ইস্যু তুলে ধরার জন্যই আমার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে। বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি, মিথ্যা চজ্জুট্ট, এসবের বিরুদ্ধে আমি কথা বলেছি।”

এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছেন সপা সাংসদ রাজীব রবি। তিনি বলেন, “ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতার অ্যাকাউন্ট বন্ধ গণতন্ত্রের ওপর সরাসরি আঘাত। এটি যদি শাসক দলের নির্দেশে হয়ে থাকে, তবে তা স্পষ্ট কাপুরুষতা।” সপা মুখপাত্র ফখরুল হাসান চান্দ অভিযোগ করেন, দেশে বর্তমানে এক ধরনের ‘ঘোষণা না করা জরুরি অবস্থা’ চলছে এমএলএ পূজা শুক্লা বলেন, “ফেসবুক তাদের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। এটি কেবল একটি ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট নয়এটি অখিলেশ যাদব, যিনি কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর।”

এদিকে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব দাবি করেছেন, ফেসবুকের সিদ্ধান্তে সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। তিনি জানান, “ফেসবুক তাদের নিজস্ব নীতিমালার ভিত্তিতে অ্যাকাউন্ট সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে। সরকারের এতে কোনও হাত নেই।” যদিও অখিলেশ যাদবের অ্যাকাউন্ট পরে পুনরুদ্ধার করা হয় এবং তিনি শনিবার সকালে ফেসবুকে জয়প্রকাশ নারায়ণের একটি উদ্ধৃতি পোস্ট করেন: “সম্পূর্ণ বিপ্লব বলতে আমি বুঝি সমাজের সবচেয়ে নিপীড়িত মানুষকে ক্ষমতার শিখরে পৌঁছে দেওয়া।”

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অখিলেশ যাদব বলেন, “আমরা বুঝেছি যে যত বেশি মাঠে কাজ করব, ততই আমাদের লড়াই সফল হবে। তাই এখন থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার পরিবর্তে মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগই হবে আমাদের প্রধান হাতিয়ার।” সামগ্রিকভাবে এই দুই ঘটনা সমাজবাদী রাজনীতির নতুন দিশা এবং রাজনৈতিক মতপ্রকাশের ওপর চাপ নিয়ে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

নীল অর্থনীতির উত্থান: সামুদ্রিক সংরক্ষণে বৈশ্বিক বিনিয়োগে নতুন গতি, আবুধাবিতে আইইউসিএন কংগ্রেসে নেতাদের বার্তা

আবুধাবি, ১১ অক্টোবর : জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য হ্রাস ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের মোকাবিলায় সমুদ্র ও টেকসই সামুদ্রিক শিল্পে বিনিয়োগ আগ্রহ চোখে পড়ার মতোভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ সংঘ ওয়ার্ল কনজারভেশন কংগ্রেসে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও মহাসাগর সংরক্ষণে সক্রিয় ব্যক্তিরা সমুদ্রকে মানবজাতির অন্যতম প্রধান মিত্র হিসেবে অভিহিত করেন।

বিশ্ব জলবায়ু আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন। পাঁচ বছর আগেও বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম বা নিউইয়র্কের ক্লাইমেট উইক-এর মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে সমুদ্র-সংক্রান্ত ইস্যু প্রায় উপেক্ষিত ছিল। আজ এই বিষয়গুলো বিশ্ব আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছে। নতুন প্রযুক্তি ও উদ্যোগভিত্তিক সমাধানসমূহ টেকসই রূপান্তরের গতি বাড়াচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই রূপান্তর আগামী ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে, যেখানে উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা ও ডিসরাপটিভ উদ্যোগ অপরিহার্য। ওয়ার্ল রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট-এর ওসিয়ান প্রোগ্রামের গ্লোবাল ডেপুটি ডিরেক্টর সিনথিয়া বারজুনা বলেন, “সমুদ্র এখন আমাদের ত্রিমাত্রিক পরিবেশগত সংকট মোকাবিলার প্রধান হাতিয়ারজলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তি এবং অতিরিক্ত মাছ শিকার সব কিছুতেই সমুদ্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।” তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলভুক্ত দেশগুলো চিলি ও অস্ট্রেলিয়ার নেতৃত্বাধীন ”১০০ু অ্যালায়েন্স’’-এ যোগ দেবে, যেখানে দেশগুলো তাদের জলসীমার টেকসই ব্যবস্থাপনায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তবে এই ইতিবাচক গতিপথের মাঝেও একটি চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছেটেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য -এর মধ্যে সমুদ্র সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রাগুলো এখনও সবচেয়ে কম অর্থায়ন পায়। বক্তারা বলেন, বিজ্ঞানভিত্তিক নীতিমালা এবং বেসরকারি খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ রূপান্তর সম্ভব। সংরক্ষণ বনাম ব্যবসা নয়, বরং ‘রিজেনারেটিভ বিজনেস মডেল’ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত লক্ষ্যকে একসূত্রে বেঁধে আনতে পারে।

এই ধরণের ব্যবসায়িক মডেল থেকে মুনাফা আসতে সময় লাগে, তাই প্রয়োজন ‘পেশেন্ট ক্যাপিটাল’অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য ধৈর্যশীল মূলধন।

অন্যদিকে, সংরক্ষিত সামুদ্রিক অঞ্চলে দৃশ্যমান পুনরুদ্ধারের লক্ষণ নতুন আশার সৃষ্টি করছে। উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে ছোট ছোট মেয়েদের সাঁতার শেখানোর মতো কমিউনিটি উদ্যোগ নতুন প্রজন্মকে সমুদ্রের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করছে এবং সুরক্ষার দায়িত্ব অনুভব করতে শেখাচ্ছে।সম্প্রতি অনুমোদিত বিবিএনজে চুক্তি বা ‘হাই সিস ট্রিটি’ আন্তর্জাতিক সমুদ্র শাসনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। বক্তারা মনে করেন, সমুদ্র একটি আন্তঃসংযুক্ত বাস্তুতন্ত্রএটি রক্ষার জন্য প্রয়োজন বৈশ্বিক সমন্বিত উদ্যোগ।

বিহার বিধানসভা নির্বাচন: এনডিএ-র আসন ভাগাভাগি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আজ, বিজেপির কোর কমিটির বৈঠক চলছে দিল্লিতে

নয়া দিল্লি, ১১ অক্টোবর : বিহার বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) আজ তাদের শরিক দলগুলোর মধ্যে আসন বণ্টন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। এই উপলক্ষে দিল্লিতে বিজেপির জাতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নড্ডার বাসভবনে দলের কোর কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক চলছে। বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, ধর্মেন্দ্র প্রধান, নিত্যানন্দ রাইসহ একাধিক শীর্ষ নেতারা উপস্থিত রয়েছেন। সূত্রের খবর, আজকের বৈঠকে আসন ভাগাভাগির পাশাপাশি প্রার্থীতালিকা নিয়েও আলোচনা হবে এবং বৈঠক শেষে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হতে পারে।

এর আগে বিজেপির বিহার রাজ্য সভাপতি ড. দিলীপ জয়সওয়াল জানান, এনডিএ-র মধ্যে আসন বণ্টন নিয়ে একটি আনুষ্ঠানিক সমঝোতা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল পাটনায় বিজেপির নির্বাচনী ইনচার্জ ধর্মেন্দ্র প্রধান ও বিহার ইনচার্জ বিনোদ তাওড়ে এনডিএ-র শরিক দল রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা, লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস), এবং হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চার সঙ্গে পৃথক ও যৌথ বৈঠক করেন। একইসঙ্গে দিল্লিতে এলজেপি নেতা চিরাগ পাসওয়ানের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি নেতা নিত্যানন্দ রাই।

পাটনা সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিজেপি ১০১টি আসনে এবং জেডিইউ ১০২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে সম্ভাবনা। বাকি ৪০টি আসন এনডিএ-র অন্যান্য শরিকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। বিহার বিধানসভায় মোট আসনের সংখ্যা ২৪৩।

অন্যদিকে, কংগ্রেস প্রচার কমিটির চেয়ারম্যান অখিলেশ প্রসাদ সিং জানান, মহাজোটও (গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্স) আসন বণ্টন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে এবং শিগগিরই তার ঘোষণা করা হবে। আরজেডি তাদের পার্লামেন্টারি বোর্ডের তরফে দলের সভাপতি লালু প্রসাদ যাদবকে প্রার্থী চূড়ান্ত করার ক্ষমতা দিয়েছে। তবে মহাজোটে আসন ভাগাভাগির ঘোষণা বিলম্বে বাম দলগুলির মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। সিপিআই(এম) তাদের দুই বর্তমান বিধায়ক সত্যেন্দ্র যাদব ও অজয় কুমারকে মনোনয়ন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।এই নির্বাচনে ভোট হবে দুই দফায়প্রথম দফায় ৬ নভেম্বর ১২১টি আসনে এবং দ্বিতীয় দফায় ১১ নভেম্বর বাকি ১২২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে, এনডিএ ও মহাজোট উভয় পক্ষই দ্রুত আসন বণ্টনের চূড়ান্ত ঘোষণা করে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হচ্ছে। আজকের বিজেপি কোর কমিটির বৈঠকের পর এনডিএ-র তরফে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

পাকিস্তানে রক্তাক্ত সংঘর্ষ, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত ১১

নতুন দিল্লি, ১১ অক্টোবর : ইসরায়েলের গাজায় হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে শুরু হওয়া ইসলামপন্থী দল তেহরিক-ই-লাব্বাইক পাকিস্তান (টিএলপি)-এর বিক্ষোভ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডিতে টানা দ্বিতীয় দিন অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। পুলিশের গুলিতে অন্তত ১১ জন বিক্ষোভকারী নিহত এবং ৫০ জনের বেশি আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ।শনিবার লাহোরে বিক্ষোভকারীদের ইসলামাবাদ অভিমুখে রওনা হওয়া ঠেকাতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ বাঁধে। টিএলপি অভিযোগ করেছে, পাঞ্জাব পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে। পুলিশের বিরুদ্ধে ‘ইসরায়েলি দালালি’র অভিযোগ তুলেছেন সংগঠনের নেতারা।এক ভাইরাল ভিডিওতে সংগঠনের এক নেতা বলেন, ‘আজ সকাল থেকে এখন পর্যন্ত ১১ জন টিএলপি কর্মী শহীদ হয়েছেন। এখনও অবিরাম গুলি ও শেলিং চলছে।’ ভিডিওর পেছনে গুলির শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়।প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার গাজায় ইসরায়েলের হামলার বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ শুরু হয়। শনিবার সেই বিক্ষোভ আরও তীব্র আকার নেয়। পুলিশ একাধিক স্থানে কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে এবং লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। পাল্টা জবাবে বিক্ষোভকারীরাও ইট-পাটকেল ছোঁড়ে ইসলামাবাদ অভিমুখে টিএলপির মিছিল রুখতে পুলিশের তরফে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ব্যারিকেড, শিপিং কনটেইনার বসানো হয়েছে। এমনকি কিছু এলাকায় খোঁড়া হয়েছে বড় গর্ত। সংগঠনের প্রধান সাদ রিজভির নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষ রাজধানী অভিমুখে এগোনোর চেষ্টা করেন।যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ায় তাদের নাগরিকদের বড় জমায়েত এড়িয়ে চলতে এবং সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।শুক্রবার লাহোরে জুমার নামাজের সময় সাদ রিজভি বলেন, ’গ্রেফতার ভয়ের বিষয় নয়, গুলি আমাদের রুখতে পারবে না, শহিদ হওয়াই আমাদের নিয়তি।’ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডি কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি বন্ধ, দোকান ও স্কুল বন্ধ, বন্ধ রয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবাও। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত নিরাপত্তাবাহিনী।

জি এস টির হার কমায় সর্বাংশের জনগণ উপকৃত হয়েছেন: নবাদল বনিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর:জিএসটির হার কমায় বিজেপি আজ রাজ্যের দশটি সাংগঠনিক জেলায় একযোগে জিএসটি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে।এরই অঙ্গ হিসেবে বিজেপি সদর(আরবান) জেলার উদ্যোগেও সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন টিআইডিসি চেয়ারম্যান নবাদল বণিক, সদর শহর জেলা সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জিএসটির হার কমায় বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ন দিকগুলি তুলে ধরেন নবাদল বণিক। তিনি বলেন, ২০১৭ সালে দেশে জিএসটি কার্যকর হলেও তার আগে কংগ্রেস সরকারের আমলে ভ্যাটের হার ছিল ১২ থেকে ২৮ শতাংশের মধ্যে। বর্তমান সরকার জিএসটির হার কিছু ক্ষেত্রে শূন্য, কিছু ক্ষেত্রে পাঁচ শতাংশ এবং অন্য ক্ষেত্রে ১৮ শতাংশে নিয়ে এসেছে, যা আগে ছিল অনেক বেশি। জিএসটির এই পরিবর্তন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেশকে দেওয়া এক মূল্যবান উপহার।

তিনি আরো বলেন, সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গরিব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন। জিএসটির হার কমানোয় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমেছে। ফলে বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরবে এবং মানুষের দৈনন্দিন ব্যয়ভার কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে। পাশাপাশি বিরোধীদের ও জিএসটির সুফল বিবেচনা করার আহ্বান জানান তিনি। শুধুমাত্র বিরোধিতার জন্য বিরোধী দল না করে সত্যি অর্থে সময়োপযোগী জিনিসগুলি নিয়ে চর্চা করার আহ্বান জানান নবদল বনিক।

বিলোনীয়ায় আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১ অক্টোবর:আজ বিলোনীয়ার অগ্নিবীণা হলে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সভাধিপতি দীপক দত্ত বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার সমাজের সকল অংশের মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। বিশেষ করে প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা, সামাজিক ভাতা সহ বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রবীণ ব্যক্তিদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার ইতিবাচক প্রভাব সমাজ ব্যবস্থায়ও লক্ষ্য করা যায়। তিনি প্রবীণদের যত্ন নেওয়ার জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল নবীন প্রজন্মের সদস্য সদস্যাদের প্রতি আহ্বান জানান।এছাড়াও অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মোঃ সাজাদ পি., ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য দীপায়ন চৌধুরী, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জ্যোতির্ময় দাস, সমাজসেবী সায়ন্তন দত্ত, নকুল পাল প্রমুখ। আজকের অনুষ্ঠান থেকে অতিথিগণ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ”টোবাকো ফ্রি ইয়ুথ ক্যাম্পেইন” এর সূচনা করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা সমাজশিক্ষা পরিদর্শক প্রবীর দেববর্মা। অনুষ্ঠানে চারজন প্রবীণ ব্যক্তি সাক্রম মহকুমার রঞ্জিত রায় চৌধুরীকে শ্রেষ্ঠ প্রবীণ নব্বই উর্ধ পুরস্কার, উদয়শঙ্কর দেওয়াঞ্জিকে শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সৃজনকলা পুরস্কার, শান্তিরবাজার মহকুমার শান্তিরাই রিয়াংকে শ্রেষ্ঠ প্রবীণ কর্মজীবন পুরস্কার এবং বিলোনীয়ার বিনয় পালকে শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সাহসিকতা পুরস্কার দেওয়া হয়। অতিথিগণ তাঁদের শাল, স্মারক উপহার, ছাতা এবং হাজার টাকার চেক তুলে দিয়ে সংবর্ধিত করেন। এছাড়াও কয়েকজন প্রবীণ নাগরিককে চলন সামগ্রী হিসেবে হুইল চেয়ার, ওয়াকিং স্টিক এবং শ্রবণ যন্ত্র দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিলোনীয়া পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ।

শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে অল ত্রিপুরা স্কুল কম্পিউটার শিক্ষক সংঘের সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

কোনো ভূমিকা নেই": দিল্লিতে তালিবান প্রেস মিটে নারী সাংবাদিকদের অনুপস্থিতি নিয়ে বিতর্কের মাঝে কেন্দ্রের বক্তব্য

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ২০২৫: আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুতাক্কি -এর দিল্লি সফরের সময় আফগানিস্তান দূতাবাসে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কোনো নারী সাংবাদিককে প্রবেশ করতে না দেওয়া নিয়ে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। নারী সাংবাদিকদের প্রতি এই বৈষম্য নিয়ে রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠেছে নিন্দার ঝড়।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের 'কোনো ভূমিকা ছিল না'। মন্ত্রণালয়ের মতে, সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছিল আফগান কনসাল জেনারেলের পক্ষ থেকে এবং সেই অনুষ্ঠান আফগান দূতাবাসের মধ্যে আয়োজিত হওয়ায় তা ভারতের অধিকারভুক্ত নয়।

শুক্রবার আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কোনো নারী সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন না। অভিযোগ উঠেছে, কিছু নারী সাংবাদিককে অনুষ্ঠানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, যদিও তারা নির্ধারিত পোশাক বিধি মেনে এসেছিলেন। এই ঘটনার পর অনেক সাংবাদিক সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

আফগানিস্তানে তালিবান সরকার নারী অধিকার খর্ব করার জন্য আন্তর্জাতিক মহলে আগেই নিন্দিত। কাজের ক্ষেত্র থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত নারীদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। সম্প্রতি নারী লেখিকাদের বই নিষিদ্ধ ও ১৮টি পাঠ্যক্রম (যেমন: উইমেন'স সোসিওলজি, হিউম্যান রাইটস, আফগান সংবিধান আইন ইত্যাদি) বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনার পর, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এক টুইটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করে লেখেন,'যখন আপনি একজন তালিবান প্রতিনিধির অনুষ্ঠানে নারী সাংবাদিকদের বর্জনকে প্রশ্রয় দেন, তখন আপনি দেশের প্রতিটি নারীর প্রতি বার্তা দেন যে, আপনি তাঁদের পাশে দাঁড়াতে অক্ষম।'

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রা প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করে বলেন,'যে দেশের নারীরা তার গর্ব, সেই দেশে কিভাবে নারীদের এভাবে অপমানিত হতে দেওয়া হলো?' তিনি প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি জানান। সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি. চিদাম্বরম বলেন,'যে পুরুষ সাংবাদিকরা সেই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, তাদের উচিত ছিল নারীদের বর্জনের প্রতিবাদে অনুষ্ঠান বয়কট করা।'পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুতাক্কি। সেই বৈঠকে ভারত আফগানিস্তানে তার কারিগরি মিশনকে পূর্ণাঙ্গ দূতাবাসে উন্নীত করার ঘোষণা দেয়। জয়শঙ্কর বলেন,'ভারত আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

তিনি আরও জানান, আফগানিস্তানে ভারতের সহায়তায় যে প্রকল্পগুলি চলছে, তার পাশাপাশি আরও ছয়টি প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টৌলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কমলপুরে রাম ঠাকুর সেবা মন্দির আশ্রমে চুরি ঠাকুরের প্রতিকৃতি ভেঙে স্বর্ণালংকার চুরি ও প্রণামী বাক্স সহ ঘর থেকে নগদ প্রায় ৭০ হাজার টাকা উধাও

আগরতলা, ১০ অক্টোবর: বৃহস্পতিবার গভীররাতে কমলপুর শহরের রাম ঠাকুর সেবা মন্দির আশ্রমে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল আশ্রমের মূল মন্দিরে হানা দিয়ে ঠাকুরের আসন থেকে রাম ঠাকুরের প্রতিকৃতি বের করে ফটো ফ্রেম ভেঙে দেয় এবং ঠাকুরের গলায় থাকা স্বর্ণের হার নিয়ে পালিয়ে যায়। পাশাপাশি প্রণামী বাক্স ও পুরোহিতের ঘর থেকে নগদ প্রায় ৭০ হাজার টাকা উধাও হয়ে যায়।

শুক্রবার সকালে আশ্রমের পুরোহিত ও ভক্তবৃন্দরা মন্দিরে এসে দেখতে পান আশ্রমের প্রধান প্রবেশদ্বারের তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। রান্নাঘরের আলমারির তালাও ভেঙে ফেলা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আশ্রম পরিচালন কমিটির সম্পাদক ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, এর আগেও গত ৫ অক্টোবর একই আশ্রমে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার চুরির ঘটনায় ভক্তমহলে চরম ক্ষোভ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয়রা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, টানা দুইবার এমন ঘটনা ঘটার পরও কার্যকরী নিরাপত্তা ব্যবস্থা না নেওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক। তাঁদের দাবি, আশ্রমে দ্রুত নজরদারি বাড়ানো হোক এবং দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাস্থল থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র সংগ্রহ করা হয়েছে এবং চুরির ঘটনায় যুক্তদের সন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে।

শব্দদূষণ রুখতে সচেতনতামূলক কর্মসূচি উইমেন্স কলেজ এন.এস.এস ইউনিটের উদ্যোগে

আগরতলা, ১০ অক্টোবর: উইমেন্স কলেজ এন.এস.এস ইউনিট ও ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হলো শব্দদূষণের কুফল বিষয়ে এক বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি।

এদিন কলেজের এন.এস.এস স্বেচ্ছাসেবীরা শহরের বিভিন্ন মোড়ে ও ব্যস্ত এলাকায় পথচলতি মানুষের মধ্যে শব্দদূষণ সম্পর্কিত লিফলেট বিতরণ করেন। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষকে শব্দদূষণের মারাত্মক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা।

স্বেচ্ছাসেবীরা জানান, বর্তমান সময়ে যেকোনো শুভ অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ বা প্রচারমূলক কর্মকাণ্ডে অতিরিক্ত শব্দবহুল বাজি, পটকা ও ডিজে ব্যবহারের কারণে জনজীবন চরমভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। এতে পরীক্ষার্থীদের মনোযোগ নষ্ট হচ্ছে, দুর্বল হার্টের রোগীদের চলাচলেও সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এমনকি, দীর্ঘমেয়াদি শব্দদূষণ মানুষের মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা হ্রাস করছে বলেও মত প্রকাশ করেন কলেজের ছাত্রী ও অংশগ্রহণকারীরা। এদিনের এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজে শব্দদূষণ রোধে সকলে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

৭৮তম গোলাঘাটি শহীদ দিবস পালিত সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য কার্যালয়ে

আগরতলা, ১০ অক্টোবর: সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো ৭৮তম গোলাঘাটি শহীদ দিবস। এদিন রাজধানীর সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য কার্যালয়ে এই উপলক্ষে একটি স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর, রাজ্য কমিটির অন্যান্য সদস্য, কৃষক সংগঠনের কর্মী-সমর্থক সহ বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। শহীদদের স্মরণে প্রথমে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এদিন পবিত্র কর, গোলাঘাটি শহীদ দিবসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, কৃষকদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদার জন্য যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাঁদের সংগ্রাম আজও কৃষক আন্দোলনের প্রেরণার উৎস। বর্তমান সময়ে কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা, ফসলের দাম, জমির সুরক্ষা ও কৃষিনীতির প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দেন নেতৃবৃন্দ।

জনজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাইপেন্ডের বিষয় সহ মোট দুই দফা দাবি নিয়ে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন টিএসইউ - র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর: জনজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাইপেন্ডের বিষয় সহ মোট দুই দফা দাবি নিয়ে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর অধিকর্তার সাথে প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন প্রদান করলেন টিএসইউ। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, শিক্ষাবর্ষ ২০২৪-২৫ সালের বৃত্তি রাশি অবিলম্বে প্রদান করার দাবি জানানো হয়েছে। বৃত্তি পরিশোধে দীর্ঘ বিলম্বের কারণে উচ্চ শিক্ষার পথে অনেক শিক্ষার্থী আর্থিক সংকটে পড়ছে বলে অভিযোগ করা হয়। দ্বিতীয়ত, বিএড. এবং অন্যান্য এসটি শিক্ষার্থীদের বৃত্তির পরিমাণ আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বৃদ্ধি করার দাবি জানানো হয়েছে, কারণ শিক্ষাসামগ্রী, হোস্টেল ফি এবং অন্যান্য জীবিকার খরচ দিন দিন বাড়ছে।

কোয়ালকম সিইও'র সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বৈঠক: ভারতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সেমিকন্ডাক্টর খাতে অগ্রগতির প্রশংসা

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর:প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার কোয়ালকম-এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও ক্রিস্টিয়ানো আর. অ্যামনের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন। আলোচনায় উঠে আসে ভারতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, উদ্ভাবন এবং দক্ষতা উন্নয়নের দিকগুলো, যা দেশকে একটি বৈশ্বিক প্রযুক্তি কেন্দ্র হিসেবে আরও সুদৃঢ় করছে।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতের সেমিকন্ডাক্টর মিশন এবং ইন্ডিয়াএআই মিশনে কোয়ালকম-এর সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "ভারতের বিপুল প্রতিভা এবং বাজারের পরিসর এমন এক শক্তি, যা বিশ্ব ভবিষ্যতের প্রযুক্তি গঠনে মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে।"

প্রত্যুত্তরে ক্রিস্টিয়ানো অ্যামন ভারতের সঙ্গে কোয়ালকম-এর অংশীদারিত্ব আরও গভীর করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ভারতের স্মার্টফোন, পার্সোনাল কম্পিউটার, স্মার্ট গ্লাস, স্বয়ংচালিত যান এবং শিল্পখাতে এআই ভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহারে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া, ভারতকে ৬জি প্রযুক্তিতে রূপান্তরের পথেও এই অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে তিনি মত দেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, "ক্রিস্টিয়ানো আর. অ্যামনের সঙ্গে একটি দারুণ বৈঠক হল। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, উদ্ভাবন ও দক্ষতা উন্নয়নে ভারতের অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা করলাম। কোয়ালকমের সেমিকন্ডাক্টর ও এআই মিশনে অঙ্গীকার অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। বিশ্ব ভবিষ্যতের প্রযুক্তি গঠনে ভারতের প্রতিভা ও পরিসর অতুলনীয়।"

এই বৈঠক থেকে স্পষ্ট, বিশ্ব প্রযুক্তি জগতে ভারতের অবস্থান দিন দিন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, এবং আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থাগুলির কাছে ভারতের বাজার ও মানবসম্পদ এখন অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

উদয়পুরে দুই স্ত্রী নিয়ে জটিলতায় স্বামী, সমস্যার সমাধানে হাজির থানায় তিনজনেই

আগরতলা, ১১ অক্টোবর : ত্রিপুরার মন্দির নগরী উদয়পুরে এক অদ্ভুত ও চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে এসেছে। প্রথম স্ত্রীকে না ছেড়ে দ্বিতীয় বিয়ে করায় প্রমাণপত্র সংক্রান্ত জটিলতায় পড়েছেন এক ব্যক্তি। শেষমেশ দুই স্ত্রীকে নিয়ে হাজির হয়েছেন মহিলা থানায়

সমাধানের আশায়। তাঁর দাবি, দুই স্ত্রীকে নিয়েই সংসার করতে চায় সে। জানা গেছে, প্রায় তিন বছর আগে প্রথম বিয়ে করেন ওই ব্যক্তি। শুরুতে দাম্পত্য জীবন মোটামুটি ভালোই চললেও সময়ের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে আসে দূরত্ব ও নানান সমস্যা। এই অবস্থাতেই শান্তির বাজারে কীর্তনের একটি অনুষ্ঠানে এক মহিলার সঙ্গে পরিচয় হয় তার। প্রথমে গড়ে ওঠে ভাই-বোনের সম্পর্ক, পরে তা রূপ নেয় প্রেমে।

সেই সম্পর্ককে আইনগত রূপ দিয়ে প্রায় সাত দিন আগে গোপনে দ্বিতীয় বিয়ে করেন ওই ব্যক্তি। বর্তমানে তিনি জানান, আমি দুই স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করতে চাই।

অন্যদিকে, প্রথম স্ত্রীর বক্তব্য, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে সংসার করব, কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে নয়। তবে দ্বিতীয় স্ত্রী জানিয়েছেন, আমি সংসার করতে রাজি, যদি প্রথম স্ত্রীও থাকেন। এই জটিল পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত উদয়পুর মহিলা থানায় উপস্থিত হন স্বামী ও দুই স্ত্রী। মূল সমস্যা উঠে এসেছে স্বামীর আধার কার্ড ও অন্যান্য নথিতে স্ত্রীর নামসংক্রান্ত বিভ্রান্তি ও আপডেট সংক্রান্ত জটিলতা নিয়েই।

ধর্মনগর জেল থেকে পালানো কুখ্যাত বন্দিদের মধ্যে আরও এক জন গ্রেপ্তার, এখনও পলাতক তিনজন

ধর্মনগর, ১০ অক্টোবর: অষ্টমীর ভোরে ঘটে যাওয়া ধর্মনগর সংশোধনাগার পালানোর ঘটনায় আবারও নতুন মোড়। ছয়জন কুখ্যাত বন্দির মধ্যে আরও এক জনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এর ফলে মোট তিনজনকে ফের আটক করা গেলেও এখনও পলাতক রয়েছে আরও তিনজন বন্দি।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আসাম রাজ্যের শ্রীভূমি নিউ রেলওয়ে স্টেশন এলাকা থেকে অভিযান চালিয়ে পলাতক বন্দি রহিম আলি ওরফে কানাই এবং আব্দুল পাত্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই দুইজন অষ্টমীর সকালে জেল গার্ডকে আঘাত করে অপর চারজনের সঙ্গে একযোগে ধর্মনগর সংশোধনাগার থেকে পালিয়ে যায়।

ঘটনার পর থেকেই ত্রিপুরা ও আসাম পুলিশ যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই তিনজনকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা সম্ভব হলেও বাকি তিনজনের খোঁজে জোরদার তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে।

উত্তর জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রায় জানান, পালাতকদের গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে সীমান্ত এলাকাতেও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, "অবশিষ্ট তিনজনকেও খুব শিগগিরই গ্রেপ্তার করা হবে বলে আমরা আশাবাদী।" ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে।

গাড়ি থামিয়ে হামলার ঘটনায়

● প্রথম পাতার পর

বিষয় জানালেন এই মামলার তদন্তকারী অফিসার মিঠুন সাহা।

নগর কৃষির উপর

● প্রথম পাতার পর

ও গোমতী জেলা খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। খোয়াই, ধলাই, উনকোটি ও পশ্চিম জেলা এখনও কিছুটা পিছিয়ে।

তিনি জানান সারা দেশে ধান উৎপাদনে ত্রিপুরা ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। জাতীয় গড় যেখানে হেক্টরপ্রতি ২,৮৮২ কেজি, ত্রিপুরায় তা ৩,২৯৯ কেজি। ডালশস্য উৎপাদনে জাতীয় গড় ৮৮১ কেজি, ত্রিপুরায় ৮৫৬ কেজি। কৃষিঋণের দিক থেকে সিপাহিজলা প্রথম স্থানে, এরপর দক্ষিণ, তারপর পশ্চিম জেলা; তবে উত্তর জেলা তুলনামূলকভাবে কম কৃষিঋণ পেয়েছে। এই সমস্ত দিক জাতীয় পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন ত্রিপুরায় বৃষ্টিপাত প্রচুর হয়, ফলে উৎপাদন ভালো হয়, তবে পোকামাকড়ের আক্রমণ একটি বড় সমস্যা। আগে আমরা আলু বাইরে থেকে আনতাম, কিন্তু আগামী তিন বছরের মধ্যে রাজ্য আলু ও পেঁয়াজ উৎপাদনেও স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। আমরা এখন কৃষকদের বেশি করে ডালশস্য উৎপাদনে উৎসাহিত করছি। পাশাপাশি জৈব (অর্গানিক) চাষেও জোর দেওয়া হচ্ছে এবং উৎপাদন ধীরে ধীরে বাড়ছে। রাজ্যে চাষযোগ্য জমি কম, তাই উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা আছে। তবুও আমাদের কৃষকরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। যদি বৃষ্টিপাত অনুকূল থাকে, ধলাই ও খোয়াই জেলাও শীঘ্রই খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। পশ্চিম জেলায় জনসংখ্যা বেশি এবং জমি কম হওয়ায় আমরা সেখানে এবং অন্যান্য শহরে আরবান কৃষি, বিশেষ করে উদ্যানপালনে জোর দিচ্ছি।

কৃষি খাতে ৪২

● প্রথম পাতার পর

'সেন্টার অফ এক্সিলেন্স', অসমে আইভিএফ ল্যাব, মেহসানা, ইন্দোর ও ভিলওয়ারায় মিল্ক পাউডার প্লান্ট এবং তেজপুরে (অসম) ফিশ ফিড প্লান্ট। পাশাপাশি, বিভিন্ন কৃষি প্রক্রিয়াকরণ ক্লাস্টার ও কোল্ড চেইন পরিকাঠামোরও সূচনা হবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও ৮১৫ কোটি টাকার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন, যার মধ্যে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলায় ইন্টিগ্রেটেড কোল্ড চেইন ও রেডিয়েশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার, উত্তরাখণ্ডে ট্রাউট ফিশারিজ, নাগাল্যান্ডে ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকোয়া পার্ক, পুদুচেরির কারাইকাল-এ স্মার্ট ফিশিং হারবার এবং ওড়িশার হিরাকুদের অত্যাধুনিক অ্যাকোয়া পার্ক।

এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী পালসেস চাষে নিযুক্ত কৃষকদের সঙ্গে সংলাপে বসবেন, যাঁরা এফপিও, কৃষি অবকাঠামো তহবিল ইত্যাদির মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন। তিনি 'ন্যাচারাল ফার্মিং'-এ সার্টিফায়েড কৃষক, মৈত্রী (গ্রামীণ ভারতের মাল্টি-পারপাস কৃত্রিম গর্ভাধান প্রযুক্তিবিদ), এবং পিএমকেএসকে ও সিএসসি -তে রূপান্তরিত পিএসিস-কে সার্টিফিকেট প্রদান করবেন।

এই বিশেষ কৃষি অনুষ্ঠানে দেশের কৃষিখাতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যের উদযাপন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ১০,০০০টি কৃষক উৎপাদক সংস্থা (এফপিও)-তে ৫০ লাখ কৃষকের সদস্যপদ অর্জন একটি বড় মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। এছাড়া, ১,১০০টি এফপিও ইতিমধ্যে বার্ষিক এক কোটি টাকার বেশি টার্নওভার অর্জন করেছে, যা কৃষকদের আর্থিক সক্ষমতা ও সংগঠনের দক্ষতা বাড়ার প্রমাণ। ন্যাশনাল মিশন ফর ন্যাচারাল ফার্মিং-এর অধীনে ৫০,০০০ কৃষক প্রাকৃতিক কৃষি চর্চায় প্রশিক্ষিত ও সার্টিফায়েড হয়েছেন। গ্রামীণ অঞ্চলে পশুপালন ও কৃত্রিম গর্ভাধানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৮,০০০ মৈত্রী (গ্রামীণ ভারতে বহুমুখী এআই টেকনিশিয়ান) প্রযুক্তিবিদকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, ১০,০০০-এরও বেশি ই-মাল্টিপারপাস প্রাইমারি কৃষি সমবায় সমিতি এখন কার্যকর হয়েছে এবং সমান সংখ্যক প্যাকস রূপান্তরিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কিষান সমৃদ্ধি কেন্দ্র এবং কমন সার্ভিস সেন্টার-এ। এই সব প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষি খাতের আধুনিকীকরণ, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার পথে সরকার আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।

সোনাইমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নাথপাড়া রাস্তার বেহাল দশা, সংস্কারের দাবি এলাকাবাসীর

আগরতলা, ১১ অক্টোবর: কুমারঘাট ব্লকের অন্তর্গত সোনাইমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নাথপাড়া ৫ নং ওয়ার্ডের বিগত ১০ থেকে ১৫ বছর ধরে বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। এই রাস্তাটি দীর্ঘ বাম থেকে রাম আমলেও রাস্তার কোন পরিবর্তন হয়নি, বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।

তাছাড়া, সেই রাস্তার উপর দিয়ে বিভিন্ন যানবাহন থেকে শুরু বাজারে নিত্যযাত্রী, স্কুল পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রী, বিভিন্ন অসুস্থ রোগীরাও পারাপার হচ্ছে। এই এলাকায় দুটি স্কুল রয়েছে। সেগুলো হলউজান সোনাইমুড়ি স্কুল এবং সোনাইমুড়ি হালাম বস্তি এস বি স্কুল। তৎসঙ্গে এই এলাকায় ৫০ পরিবারের অধিক মানুষ বসবাস করছেন।

এলাকার মানুষ এই রাস্তা সংস্কার নিয়ে সরকারের কাছে দাবি জানান। রাস্তা সংস্কার যদি কিছুদিনের মধ্যে না হয় তাহলে আগামীদিনে পথ অবরোধ করে বৃহত্তর আন্দোলনের হুশিয়ারি দেন।

পিভিসি রেশন কার্ড পেতে সমস্ত ভোক্তাদের কেওয়াইসি সম্পূর্ণ করতে অনুরোধ

আগরতলা, ১১ অক্টোবর: পিভিসি রেশন কার্ড পেতে সমস্ত ভোক্তাদের কেওয়াইসি সম্পূর্ণ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কেওয়াইসি সম্পূর্ণ না করলে পিভিসি রেশন কার্ড মিলবে না। পিভিসি রেশন কার্ড পেতে হলে ভোক্তাদের কেওয়াইসি সম্পূর্ণ করতেই হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য খাদ্য, নাগরিক সরবরাহ ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে রেশন ভোক্তাদের নতুন পিভিসি রেশন কার্ড ইস্যু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে শনিবার শেখর আচার্যের ৭২ নং রেশন শপে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভোক্তাদের হাতে পিভিসি রেশন কার্ড তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি শারদ উৎসবকে সামনে রেখে বিনামূল্যে ময়দা সুজি ও চিনি ভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বরদোয়ালী মন্ডল সভাপতি শ্যামল দেব সহ অন্যান্যরা। প্রসঙ্গত রাজ্যের ৯.৯১ লক্ষ পারিবারিক রেশন কার্ডের মধ্যে ৪.৮৭ লক্ষ পিভিসি কার্ড প্রথম পর্যায়ে বিতরণ করা হচ্ছে এবং বাকিগুলি কাগজের কার্ডধারীদের ই-কেওয়াইসি করার পরে পর্যায়ক্রমে দেওয়া হবে। আজকের এই কার্ড বিতরণী অনুষ্ঠানে

রাজ্যের সমস্ত রেশন কার্ডধারীদের অবিলম্বে আধার-ভিত্তিক ই-কেওয়াইসি প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার আবেদন জানান বক্তারা।

মহিলার ধর্ষণ সংক্রান্ত

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে, কিছু সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করা হচ্ছে, যা জনমানসে ভুল ধারণা সৃষ্টি করছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীদের অনুরোধ জানানো হয়েছে, তারা যেন সঠিক তথ্য প্রচার করেন এবং গুজব বা মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করেন।

বুথ সভাপতির হাতে

● প্রথম পাতার পর

কোনও অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও তাকে টার্গেট করে অপমান ও নিগ্রহ করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত। ঘটনার পর মণ্ডল সদস্য বিমল দাস সামাজিকভাবে বিষয়টি মীমাংসার আশ্বাস দিলেও দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও কোনও বিচার হয়নি। বরং অভিযুক্তের রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। অবশেষে বাধ্য হয়ে আজ মনিকা সরকার নম ও তার স্বামী অসীম নম সোনামুড়া থানায় অভিযুক্ত সুভাষচন্দ্র নমের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। গৃহবধূর প্রশ্ন তুলেন, একজন বুথ সভাপতির হাতে জনসমক্ষে এভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার পরও যদি প্রশাসন নীরব থাকে, তাহলে সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচারের ভরসা কোথায়?

এই ঘটনায় এলাকার সাধারণ মানুষদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা বলে সাধারণ নাগরিকের প্রতি এমন আচরণ গ্রহণযোগ্য নয় বলেই মনে করছেন অনেকেই।

এদিকে, সোনামুড়া থানার পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করেছে বলে জানা গিয়েছে। এখন দেখার বিষয়, রাজনৈতিক প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠে প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

সরকার কৃষক

● প্রথম পাতার পর

এগিয়ে চলছে। এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে কৃষির উন্নতির পাশাপাশি কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাত করণের উপরও জোর দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ নতুন দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৪২,০০০ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের একাধিক প্রকল্পের সূচনা এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ভারতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রিমোটের বোতাম টিপে "প্রধানমন্ত্রী ধন-ধান্য কৃষি যোজনা", "মিশন ফর আত্মনির্ভরতা ইন পালসেস" এবং "ন্যাশনাল মিশন অন ন্যাচারাল ফার্মিং" এর সূচনা করেন। এই উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "প্রধানমন্ত্রী ধন-ধানা কৃষি যোজনা" এবং "মিশন ফর আত্মনির্ভরতা ইন পালসেস" এই প্রকল্পগুলি দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষকের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাবে।

একবিংশ শতাব্দীর ভারতের দ্রুত উন্নয়নের জন্য দেশের কৃষি ব্যবস্থায় সংস্কার অপরিহার্য ছিল যা শুরু হয় ২০১৪ সাল থেকে। গত এগারো বছরে ভারতের কৃষি রপ্তানি প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে এবং কৃষকদের অবস্থার বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। কৃষি বাজেট ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জিএসটি হ্রাসে গ্রামীণ ভারত এবং কৃষকদের সর্বাধিক সুবিধা প্রদান করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিকশিত ভারত এবং ভারতকে উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৃষকদের অবদান অসীম এবং এই প্রকল্প বড় ভূমিকা পালন করবে।

দিল্লিতে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তিনিও কৃষি এবং কৃষকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বক্তব্য তুলে ধরেন। এছাড়াও উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধজাত মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং। এছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ কৃষি মন্ত্রীগণ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাজ্যস্তরের মূল অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ, বিধায়ক মীনারাণী সরকার, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, কৃষি দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত এফপিও এবং এফপিসি প্রতিনিধি এবং কৃষকগণ। উল্লেখ্য, রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠান শেষে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কৃষকদের হাতে ন্যাশনাল পালস মিশনের অঙ্গ হিসাবে "পালস সিড" তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ উপস্থিত অতিথিগণ কৃষকদের হাতে এগুলি তুলে দেন।

NO.F.1-07/NHM/SDMO/BLG/RKS/2019-20
GOVERNMENT OF TRIPURA
OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL MEDICAL OFFICER
BISHALGARH, SEPAHIJALA TRIPURA
Corrigendum

Please read the selection of quotation is on 15.10.2025 at 3:30 pm instead of 15.04.2024 at 3:30 pm in Expression of Interest published in the news paper dated 11.10.2025 from the office of the undersigned and rest of the matter shall remain same.

Sd/-
Sub-Divisional Medical Officer.
Bishalgarh SDH, Sepahijala

যশস্বী, শুভমনের শতরানের পর অবশেষে কিছুটা লড়াই ওয়েস্ট ইন্ডিজের, আর হয়তো আড়াই দিনে শেষ হবে না ম্যাচ

দিল্লির ২২ গজে দ্বিতীয় দিন ব্যাট হাতে খুব একটা সমস্যা পড়লেন না ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটারেরা। যশস্বী জয়সওয়ালের ১৭৫ এবং শুভমন গিলের অপরাজিত ১২৯ রানের সুবাদে ভারতীয় দল ৫ উইকেটে ৫১৮ রান তুলে পর প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। ব্যাট হাতে লড়াই করলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের তেজনারাইন চন্দ্রপাল, সাই হোপেরাও। দিনের শেষে সফরকারীদের রান ৪ উইকেটে ১৪০। প্রথম টেস্টের মতো এই ম্যাচ হয়তো দ্বিতীয় আড়াই দিনে শেষ হবে না।প্রথম দিনের শক্ত ভিতের উপর দিন শুরু করেছিলেন যশস্বী এবং শুভমন। কিন্তু দিনের দ্বিতীয় ওভারেই ছন্দপতন। অধিনায়কের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট হয়ে যান যশস্বী। টেস্টে তৃতীয় দ্বিশতরানের অদূরেই থমকে গেল তাঁর ইনিংস। ব্যক্তিগত ১৭৫ রানের মাথায় শুভমনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট হয়ে গেলেন। এই আউটের ক্ষেত্রে দায় এড়াতে পারেন না অধিনায়কও। দিনের শুরুতে যশস্বী ফিরে গেলেও ভারতের বড় ক্ষতি হয়নি। শুভমন এবং নীতীশ কুমার রেড্ডির জুটি নির্ভরতা দেয় দলকে। নীতীশ আগের টেস্টে ব্যাট করার সুযোগ পাননি। এ বার তাঁকে পাঠানো হয় পাঁচ নম্বরে। তাঁর ব্যাট থেকে এল ৪৩ রানের ইনিংস। ভাল খেললেন ধ্রুব জুরেলও। তরুণ উইকেটরক্ষক-ব্যাটার করলেন ৪৪। শুভমন অপরাজিত থাকলেন ১২৯ রান করে। টেস্টে দশম শতরান করলেন। অধিনায়ক হিসাবে টেস্টে পাঁচটি শতরান হয়ে গেল ২৬ বছরের ব্যাটারের। জুরেল আউট হতেই ডিক্লেয়ার করে দেন শুভমন। সম্ভবত ভারতীয় শিবিরের লক্ষ্য ছিল দ্বিতীয় দিনের মধ্যেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে কোণঠাসা করে ফেলা। যদিও দিল্লি পিচ থেকে বোলারেরা এখনও পর্যন্ত দারুণ সুবিধা কিছু পাননি। ভারতীয় শিবিরের লক্ষ্য অবশ্য শনিবার সফল হল না। অহমদাবাদের তুলনায় ভাল ব্যাট করলেন ক্যারিবিয়ানেরা। ওপেনার জন ক্যাম্পবেল (১০) দ্রুত আউট হলেও দলকে ভরসা দিলেন তেজনারাইন, হোপেরা। ক্যাম্পবেল আউট হয়েছেন কিছুটা দুর্ভাগ্যজনক ভাবে। রবীন্দ্র জাডেজার সুইপ করেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওপেনার। ফরোয়ার্ড শর্ট লেগে থাকা সাই সুদর্শন সরে আঘাত এড়াতে সরে যাওয়ার সময়ও পাননি। তাতে লাভ হয়েছে ভারতেরই। বল জমে যায় তাঁর হাতে। আঙুলে অল্প চোট পেলেও ক্যাচ ধরে নেন তিনি। অন্য ওপেনার তেজনারাইন করলেন ৩৪। তিন নম্বরে নামা অ্যালিক অ্যাথানাজের ব্যাট থেকে এল ৪১। তাঁদের ৬৬ রানের জুটি কিছুটা চাপে ফেলে দেয় ভারতীয় শিবিরকে। যদিও তেজনারাইন আউট হওয়ার পর বিশেষ সমস্যা হয়নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দিনের শেষে আরও ভাল অবস্থায় থাকতে পারত পর পর দু'ওভারে অ্যাথানাজ এবং চেজ আউট না হলে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক যে ভাবে জাডেজার বলে তাঁর হাতেই ক্যাচ দিয়ে আউট হলেন, তাতে হতাশ দেখাল ব্রায়ান লারাকে। দর্শকাসনে বসেই লারা হাতের মুদ্রায় দেখিয়ে দিলেন জাডেজার বল কী ভাবে খেলা উচিত ছিল চেজের (শূন্য)। তিনি ক্রিজে সময় কাটাতে পারলে দিনের শেষ আরও ভাল জায়গায় থাকতে পারতেন সফরকারীরা। দিনের শেষে হোপ (৩১) এবং টেভিন ইমলাচ (১৪)। এ দিন ভারতের সফলতম বোলার জাডেজা ৩৭ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। ৪৫ রানে ১ উইকেট কুলদীপ যাদবের।দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতের থেকে ৩৭৮ রানে পিছিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ফলো অন বাঁচানোর জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজে চাই আরও ১৭৯ রান। তৃতীয় দিন থেকে দিল্লির ২২ গজে বল আরও বেশি ঘুরতে পারে। সুবিধা পেতে পারেন ভারতীয় বোলারেরা। দর্শকাসনে থাকা লারার হতাশা আরও বাড়াতে পারেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই প্রজন্মের ক্রিকেটারেরা।

অধিনায়ক শুভমন টপকে গেলেন রোহিতকে! ছুঁয়ে ফেললেন সৌরভ-ধোনিকে, কোন কীর্তি গড়লেন?

অধিনায়ক হিসাবে দিল্লিতে সপ্তম টেস্ট খেলতে নেমেছেন শুভমন গিল। এর মধ্যেই টপকে গেলেন অধিনায়ক হিসাবে রোহিত শর্মার নজির। ছুঁয়ে ফেললেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মহেন্দ্র সিংহ ধোনির কীর্তি।শনিবার টেস্ট ক্রিকেটে দশম শতরান করলেন শুভমন। অধিনায়ক হিসাবে পঞ্চম টেস্ট শতরান এল তাঁর ব্যাট থেকে। একই সঙ্গে তিনি টপকে গেলেন রোহিতকে। ভারতের টেস্ট অধিনায়ক হিসাবে চারটি শতরান রয়েছে রোহিতের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১২৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে অধিনায়ক হিসাবে রোহিতকে পিছনে ফেললেন শুভমন। তিনি পিছনে ফেলেছেন রাহুল দ্রাবিড়কেও। ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচেরও অধিনায়ক হিসাবে টেস্ট শতরানের সংখ্যা চার। রোহিত, দ্রাবিড়কে টপকানোর পাশাপাশি শুভমন একসঙ্গে ছুঁয়েছেন তিন প্রাক্তন অধিনায়ককে। সৌরভ, ধোনি এবং মনসুর আলি খান পতৌদির নজির স্পর্শ করেছেন ২৬ বছরের ক্রিকেটার। এই তিন জনেরই অধিনায়ক হিসাবে টেস্টে পাঁচটি করে শতরান রয়েছে।টেস্ট অধিনায়ক হিসাবে ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শতরান বিরাট কোহলির ২০টি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন সুনীল গাওস্কর। তাঁর শতরানের সংখ্যা ১১টি। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন। তিনি অধিনায়ক হিসাবে টেস্টে ন'টি শতরান করেছেন। চতুর্থ স্থানে সচিন তেন্ডুলকরের সাতটি শতরান। পতৌদি, সৌরভ এবং ধোনির সঙ্গে যুগ্ম ভাবে পঞ্চম স্থানে থাকলেন শুভমন।

রান আউট হওয়ার জন্য কি শুভমনকেই দায়ী করছেন? দ্বিশতরান হাতছাড়া করে মুখ খুললেন যশস্বী

দ্বিতীয় দিনের শুরু থেকে ভালই খেলছিলেন। এগিয়ে যাচ্ছিলেন দ্বিশতরানের দিকে। হঠাৎই ছন্দপতন। শুভমন গিলের সঙ্গে ভুলবোঝাবুঝিতে রান আউট হয়ে গেলেন। মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে সাজঘরের দিকে ফেরার সময় যশস্বী জয়সওয়ালকে দেখে মনে হচ্ছিল, একেবারেই খুশি হতে পারেননি সতীর্থের উপর। সত্যিই কি তাই? দিনের খেলা শেষের পর তা নিয়ে মুখ খুলেছেন যশস্বী।ভারতীয় ওপেনার একেবারেই দোষ দিতে চাননি শুভমনকে। তিনি বলেছেন, "এটা তো খেলারই অংশ। তাই কোনও অসুবিধা নেই।" যদিও সেই মুহূর্তে স্টাম্প মাইকে শুভমনের উদ্দেশে যশস্বী বলেছিলেন, রান নেওয়ার 'কল' তাঁরই ছিল। তবে খেলা শেষের পর তা আর ধরে রাখতে চাননি তিনি। টেস্টে দীর্ঘ দিন বাদে বড় শতরান করলেন তিনি। শেষ বার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গত বছর নভেম্বরে ১৬১ করেছিলেন যশস্বী। নিজের ইনিংস প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমি সব সময় চেষ্টা করি বেশি সময় খেলার। আমি বিশ্বাস করি, মাঠে নেমে কিছুটা সময় যদি কাটিয়ে দিতে পারি তা হলে অনেক ক্ষণ ব্যাট করার ক্ষমতা রয়েছে। আমি আজ প্রথমে এক ঘণ্টা ব্যাট করার চিন্তা করছিলাম। কারণ তার পর ব্যাটিং সহজ হয়ে যেত।"যশস্বীর সংযোজন, "আমি সব সময় চিন্তা করি যে কী অর্জন করতে পারি। ব্যক্তিগত এবং দলগত লক্ষ্য অর্জন করাই আমার কাজ। বর্তমানে বাঁচতে ভালবাসি।" ভারতীয় ওপেনারের মতে, উইকেট এখনও তাজা রয়েছে। তাই তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে কম রানে আউট করে দিতে সমস্যা হবে না তাদের। যশস্বী বলেছেন, "পিচ দেখে বেশ ভালই লাগছে। আমরাও ভাল বোলিং করছি। যত দ্রুত সম্ভব ওদের আউট করাই আমাদের লক্ষ্য। কাল নতুন উদ্যমে শুরু করব।

জঘন্য ফুটবল ভারতের, এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জনে 'দুর্বল' সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ড্র খালিদদের

আরও এক বার রক্ষণাত্মক ফুটবলের খেসারত দিতে হল ভারতকে। এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে এখনও জয় পেল না তারা। সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে তাদের ঘরের মাঠে কোনও রকমে ড্র করল ভারত। দেখে মনে হচ্ছিল, ভারতকে হেরে মাঠ ছাড়তে হবে। শেষ মুহূর্তে রহিম আলির গোল মুখরক্ষা হল খালিদ জামিলের।এশিয়ান কাপে সুযোগ পেতে হলে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে জিততে হত ভারতকে। সেই সুযোগ হারাল তারা। ভারতের খেলা দেখে মনে হল, জয় নয়, ১ পয়েন্ট পেতেই মাঠে নেমেছে তারা। নইলে কেন শুরু থেকে রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলালেন খালিদ? ফিফা ক্রমতালিকায় ভারতের (১৩৪) থেকে পিছিয়ে থাকা সিঙ্গাপুর (১৫৮) অনেক বেশি আক্রমণ করছিল। শুরুর কয়েক মিনিটেই গোলের কাছে পৌঁছে যায় সিঙ্গাপুর। যত খেলা গড়াচ্ছিল, তত চাপ বাড়াচ্ছিল সিঙ্গাপুর। এক বার গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিংহ সান্ধুকে একা পেয়ে গিয়েছিসেন সিঙ্গাপুরের ফুটবলার। কোনও রকমে বিপদ সামলান ডিফেন্ডার উবেইস। কিন্তু বিরতির ঠিক আগে সেই উবেইসের ভুলেই গোল করেন আনুয়ার। সিঙ্গাপুরকে এগিয়ে দেন তিনি।দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যে ধাক্কা খায় ভারত। লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার সন্দেশ জিঙ্ঘনকে। প্রায় মাঝমাঠে সিঙ্গাপুরের ফুটবলারকে ফাউল করেন তিনি। কোনও প্রয়োজন ছিল না সেই ফাউলের। ফলে প্রায় গোটা দ্বিতীয়ার্ধ ভারতকে ১০ জনে খেলতে হয়।বাধ্য হয়ে রক্ষণে লোক বাড়াতে হয় খালিদকে। ফলে আক্রমণ আরও কমে যায় ভারতের। সুনীল ছেত্রী শুরু থেকে খেললেও গোটা ম্যাচে দেখা যায়নি তাঁকে। বোঝা যাচ্ছিল, বয়সের ভারে সমস্যা হচ্ছে সুনীলের। শেষ দিকে উদান্তা সিংহ ও রহিমকে নামিয়ে আক্রমণের ঝাঁজ কিছুটা বাড়ান খালিদ। তাঁর সেই সিদ্ধান্ত কাজে লাগে। ৯০ মিনিটের মাথায় নিজের দলের গোলরক্ষকের দিকে পাস দেন সিঙ্গাপুরের এক ফুটবলার। সেই ব্যাক পাস ধরে গোলরক্ষককে পরাস্ত করে বল জালে জড়িয়ে দেন রহিম। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন খালিদ।সংযুক্তি সময়ে দু'বার গোলের কাছে পৌঁছে যায় সিঙ্গাপুর। কিন্তু আনোয়ার আলিকে পরাস্ত করতে পারেনি তারা। দু'টি ক্ষেত্রেই অবধারিত গোল বাঁচান ইস্টবেঙ্গলের এই ফুটবলার। ১-১ গোলে ড্র করে মাঠ ছাড়ে ভারত। এই ড্রয়ের পর গ্রুপ সি-তে তিন নম্বরে রয়েছে ভারত। গ্রুপের বাকি তিন দলের বিরুদ্ধে একটি করে খেলেছে তারা।

নেতৃত্বে অভিমন্যু, শামিকে রেখে রনজির দল ঘোষণা বাংলার

তাঁকে নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। তবে সেই ধোঁয়াশা কাটল বুধবার। অক্টোবরের ১৫ তারিখ উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে চলতি মরশুমে রনজি অভিযান শুরু করবে বাংলা। সেই ম্যাচের জন্য মহম্মদ শামিকে রেখেই দল ঘোষণা করেছে বাংলা। রনজিতে বাংলার নেতৃত্বে অভিমন্যু ঈশ্বরণ। গত মরশুমে বাংলাকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অনুষ্টুপ মজুমদার। তাঁর হাত থেকে নেতৃত্বের ব্যাটন গিয়েছে অভিমন্যুর হাতে। সহ-অধিনায়ক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে অভিষেক পোড়েলের নাম। শনিবার অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ভারতীয় সফরের দল ঘোষণা হয়েছিল। সেখানে শামিকে রাখা হয়নি। যার অর্থ, শামির প্রথম ম্যাচে খেলা নিয়ে অসুবিধে হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু বঙ্গ পেসার নিজে খেলতে চাইছেন কি না, সেটা পরিষ্কার ছিল না এতদিন। শোনা গিয়েছিল, টিম ম্যানেজমেন্টকে তিনি বলেছিলেন, তাঁর নাম স্কোয়াডে রাখতে। কিন্তু খেলবেন কি না, তা নিয়ে স্পষ্টভাবে কিছু জানা না গেলেও বুধবার দল ঘোষণার পর আর শামির খেলা নিয়ে কোনও জল্পনা রইল না।শামি ছাড়াও দলে রয়েছেন আকাশ দীপও। এই পেসার যুগলের বাংলা দলের বাড়তি শক্তি বলেই মনে করছে ক্রিকেট মহল। তবে, মুকেশ কুমারকে এখনই পাওয়া যাবে না।

বড় জয়ে আইএফএ শিল্ড শুরু সবুজ-মেরুনের

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-২ খেলতে না যাওয়ায় মোহনবাগানকে নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। সমর্থকদের রোষের মুখে পড়েছেন কোচ হোসে মোলিনা। সম্প্রতি সবুজ-মেরুন সমর্থকদের সঙ্গে প্রকাশ্যে ঝামেলা হয়েছে দিমিত্রে পেত্রাতোসের। এই আবহে আইএফএ শিল্ডের প্রথম ম্যাচে গোকুলমের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল মোহনবাগান। সব বিতর্ক মাঠের বাইরে রেখে ৫-১ গোলে জিতল তারা। গোকুলমকে দাঁড়াতে দিলেন না সবুজ-মেরুন ফুটবলারেরা। এই জয় অনেকটাই আত্মবিশ্বাস বাড়াবে তাঁদের।বৃহস্পতিবার কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে গ্রুপের প্রথম ম্যাচ ছিল মোহনবাগানের। তবে পুরো দল পাননি মোলিনা। জাতীয় দলের হয়ে খেলতে গিয়েছেন লিস্টন কোলাসো, দীপক টাংরি, সাহাল আব্দুল সামাদেরা। নেই সুহেল ভাট, দীপেন্দু বিশ্বাসেরাও। ফলে তাঁদের ছাড়াই দল সাজিয়েছিলেন মোলিনা। যাঁরা ছিলেন, তাঁরাই চমৎকার ফুটবল উপহার দিলেন। শুরু থেকেই আগ্রাসী ফুটবল শুরু করে মোহনবাগান। কিয়ান নাসিরি, জেমি ম্যাকলারেন, রবসন রোবিনহোরা ভাল খেলছিলেন। সেট পিসে যে মোলিনা বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তা বোঝা গেল। ১১ মিনিটের মাথায় আলবের্তো রদ্রিগেজের গোলে এগিয়ে যায় বাগান। ২৭ মিনিটের মাথায় ব্যবধান বাড়ান ম্যাকলারেন। গোকুলম অবশ্য কয়েক বার প্রতিআক্রমণ থেকে সুযোগ তৈরি করার চেষ্টা করে। কিন্তু বাগান রক্ষণকে ভাঙতে পারেনি তারা। ২-০ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যায় মোহনবাগান।দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই হাসি ফোটে গোকুলমের মুখে। আত্মঘাতী গোল করেন আপুইয়া। যদিও সেই হাসি বেশি ক্ষণ স্থায়ী হয়নি। উল্টে গোল খেয়ে আক্রমণের ঝাঁজ আরও বাড়ায় বাগান। ৫১ মিনিটের মাথায় নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোল করেন রদ্রিগেজ। ৫৪ মিনিটের মাথায় গোল করেন রবসন। এ বছরই বাগানে এসেছেন এই ব্রাজিলীয়। সবুজ-মেরুন জার্সিতে এটি তাঁর প্রথম গোল। ৭৫ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় ও দলের পঞ্চম গোল করে খেলার ফল নিশ্চিত করে দেন ম্যাকলারেন।

মনিশঙ্করের নেতৃত্বে রাজ্য রঞ্জি দল আজ রওনা হচ্ছে দিল্লির উদ্দেশ্যে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। ত্রিপুরা রঞ্জি দল আগামীকাল, রবিবার দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে। এবারকার রঞ্জি ট্রফির ক্রিকেটে ত্রিপুরা দলের প্রথম ম্যাচ ১৫ অক্টোবর থেকে। নয়া দিল্লিতে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্পাদক সুব্রত দে ইতোমধ্যে রঞ্জিত ট্রফি এবারকার মরশুমের প্রথম দুটি ম্যাচের জন্য ১৯ সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপুরা দল ঘোষণা করেছেন। ১৫ অক্টোবর থেকে নয়া দিল্লিতে সার্ভিসেস ম্যাচ শুরু হবে। দ্বিতীয় ম্যাচ শুরু হবে ২৫ অক্টোবর থেকে লাহলিতে হরিয়ানার বিরুদ্ধে। দীর্ঘ ছয় বছর পর ত্রিপুরা রঞ্জি দলের নেতৃত্ব দেবেন তারকা খেলোয়াড় মনিশঙ্কর মুড়া সিং। ডেপুটির ভূমিকায় রয়েছেন শ্রীদাম পাল। দলের অন্যান্য খেলোয়াড়রা হলেন: বিক্রম কুমার দাস, ঋতুরাজ ঘোষ রায়, হনুমা বিহারী, রজত দে, বাবুল দে, নিরুপম সেন, ভিকি সাহা, পারভেজ সুলতান, বিজয় শংকর, শঙ্কর পাল, বিক্রম দেবনাথ, স্বপ্নীল সিং, শুভম ঘোষ, অভিজিৎ সরকার, রানা দত্ত, অজয় সরকার, অর্জুন দেবনাথ। প্রধান কোচ পি ভি শশীকান্ত, সহকারী কোচ দেবব্রত চৌধুরী ও অনিরুদ্ধ সাহা। এছাড়া, আরো সাতজন রয়েছেন সাপোর্ট পার্সোনেল হিসেবে।

ভিনু মানকর ট্রফি ক্রিকেটে হায়দ্রাবাদেও বিধ্বস্ত ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আবারও হারলো ত্রিপুরার যুবা ক্রিকেটাররা। ভিনু মানকর ট্রফিতে প্রথম ম্যাচে হিমাচলে ৯১ রানে বিধ্বস্ত হওয়ার মতোই আজ, শনিবার দ্বিতীয় ম্যাচেও খারাপ ভাবেই হেরেছে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে। পক্ষান্তরে হায়দ্রাবাদ ত্রিপুরাকে হারিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। দেরাদুনে অভিমুন্য ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ডে সকাল ন'টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরার অধিনায়ক দেবাংশু প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু প্রচন্ড ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে ২৮.৫ ওভার খেলে ৯৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে অর্কজিৎ পাল দুর্দান্ত ব্যাট চালিয়ে অর্ধশতক রান সংগ্রহ করলেও অন্যদের ব্যর্থতা ত্রিপুরা দলকে ব্যাকফুটে টেনে রাখে। অর্কজিৎ পঞ্চান্ন বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি সহযোগে ৫১ রান সংগ্রহ করে। তাছাড়া, সিদ্ধার্থ দেবনাথ এর ব্যাটে এসেছিল ২৮ রান। হায়দ্রাবাদের বোলার ওয়াফি কাচ্ছি নয় রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে ত্রিপুরাকে শতরানের আগে থামানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। আকুলা সাঁই চন্দ্র তিনটি উইকেট পেয়েছিল ১৭ রানের বিনিময়ে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে হায়দ্রাবাদ ১১.২ ওভার খেলে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ওপেনার তথা অধিনায়ক এবং অ্যারন জর্জের অপরাজিত ৪৪ রান এবং সাই শরণের অপরাজিত ৩২ রান দলকে জয় এনে দেয়। মাঝে আদিত্য জব্বা বাইশ রান সংগ্রহ করেছিল। ত্রিপুরার রিয়াদ হোসেন ও অভীক পাল একটি করে উইকেট পেয়েছিল। গ্রুপের অন্যান্য খেলায় ছত্তিশগড় ৭৪ রানের ব্যবধানে হিমাচল প্রদেশ কে এবং চন্ডিগড় ৩৮ রানের ব্যবধানে কর্ণাটককে পরাজিত করেছে।

সিনিয়র মহিলা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কর্ণাটকের কাছে পরাজিত ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফের পরাজয়ের মুখ দেখলো ত্রিপুরা সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটাররা। দ্বিতীয় ম্যাচে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়ে শিবিরে কিছুটা স্বস্তির বাতাবরণ তৈরি হলেও আজ শনিবার তৃতীয় ম্যাচে ফের পরাজিত হয়ে ত্রিপুরা সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট দল পুনরায় ব্যাকফুটে ধাবিত হচ্ছে। এদিকে কর্ণাটক নয় উইকেটের বড় ব্যবধানে ত্রিপুরা কে পরাজিত করে জয়ের হ্যাটট্রিক করে নিয়েছে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরার দলনেত্রী ঋজু সাহা প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। তিনজন ছাড়া অন্যদের ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে রাজ্য দলের স্কোর তেমন সমৃদ্ধ হয়নি। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট দল ৯৭ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ক্যাপ্টেন ঋজু সাহা সর্বাধিক ৩২ রান পায়, চারটি বাউন্ডারির সহযোগে। ওপেনার মৌচৈতি দেবনাথ ৩০ রান সংগ্রহ করে দুইটি বাউন্ডারি মেরে। রেশমা নায়েক এগারো বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি মেরে ১৯ রান পেয়েছিল। কর্ণাটকের বোলার রাজেশ্বরী ১৮ রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে ত্রিপুরার শিবিরের ধ্বস নামিয়ে দেয়। এছাড়া, এসআর পাতিল পেয়েছে দুটি উইকেট ৩৩ রানের বিনিময়ে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ১২.৫ ওভার খেলে একমাত্র উইকেট হারিয়ে কর্ণাটক এর মহিলা ক্রিকেটাররা জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ওপেনার বৃন্দা ৩৬ রানে আউট হলেও শিশিরা গৌড়ার অপরাজিত অর্ধশতক এবং মিথিলা বিনোদের অপরাজিত ১৩ রান দলকে জয় এনে দেয়। শিশিরা ৪১ বল খেলে ন-টি বাউন্ডারি সহযোগে ৫০ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকেন। দুর্দান্ত বোলার রাজেশ্বরী পেয়েছেন প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

এমবিবি, পিটিএজি-তে মহিলা ক্রিকেটের ৩টি জাতীয় ম্যাচ, বৃষ্টিতে ফের পরিত্যক্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বৃষ্টি এবং মাঠে জল লেগে থাকার কারণে আজও তিনটি ম্যাচ ভন্ড হয়েছে। আগরতলায় খেলা, বিসিসিআই আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ট্রফি প্রেট গ্রুপের। আগরতলার দুটি মাঠ এমবিবি স্টেডিয়াম এবং পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে মিলিয়ে তিনটি ম্যাচ আয়োজনের ব্যবস্থাপনায় ত্রুটিহীন হলেও বৃষ্টি ও মাঠে জল লেগে থাকার কারণে দুটি ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষিত হয় এবং অপর ম্যাচটি নো রেজাল্টের তকমা গায়ে মেখে দুই দলকে দুই-দুই করে পয়েন্ট ভাগ দিয়ে খেলোয়ার অফিসিয়াল শিবিরে ফেরেন। সকাল সাড়ে আটটায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে মনিপুর ও মিজোরামের ম্যাচে টস জিতে মনিপুর প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে মিজোরাম ৩.৩ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে ১৮ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ে আর খেলা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। স্বাভাবিক কারণে এমবিবি স্টেডিয়ামে অরুণাচল প্রদেশ বনাম মেঘালয়ের ম্যাচ এবং পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে বেলা সাড়ে বারোটায় নাগাল্যান্ড ও সিকিমের ম্যাচের মতোই দুই মাঠে তিনটি ম্যাচ ভেস্তে গেলে দুই করে পয়েন্ট প্রতি দলের খাতায় যোগ হয়েছে।

অধিনায়ক গিলের পাশে শামি, নিজের বাদ পড়া নিয়েও মুখ খুললেন তারকা পেসার

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দলে থাকলেও ওয়ানডে'তে অধিনায়কত্ব হারিয়েছেন রোহিত শর্মা। তাঁর জায়গায় টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্বে শুভমান গিল। এ ব্যাপারে জল্পনা থাকলেও কেউই ভাবেননি যে, এত তাড়াতাড়ি 'হিটম্যান'কে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। ভারতীয় নির্বাচকদের এমন সিদ্ধান্ত দেখে অনেকেই 'অবাক'। যা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় ট্রোলও চলছে শুভমানকে নিয়ে। এবার এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন মহম্মদ শামি। বিসিসিআইয়ের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে শুভমানের পাশে দাঁড়িয়েছেন ভারতীয় পেসার। এমনকী নিজের বাদ পড়া নিয়েও মন্তব্য করেছেন শামি। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে শামি বলেন, "এই বিষয়টা নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা চলছে। মিমও তৈরি হচ্ছে। আমার মনে হয়, এতে আপত্তি জানানোর কিছু নেই। এটা পুরোটাই বিসিসিআই, নির্বাচক এবং কোচদের সিদ্ধান্ত। শুভমান ইংল্যান্ডে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছে। আইপিএলে গুজরাট টাইটান্সেরও অধিনায়ক। ওর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। কাউকে না কাউকে তো এই দায়িত্ব দিতেই হত। বিসিসিআই গিলকে বেছে নিয়েছে। তাই বোর্ডের সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া উচিত আমাদের।"দল নির্বাচনের পর ভারতীয় দলের প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর জানিয়েছিলেন, মূলত টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের কথা ভেবেই নেতৃত্ব থেকে সরানো হয়েছে রোহিত শর্মাকে। গম্ভীরের পরামর্শেই 'হিটম্যানে'র জায়গায় অধিনায়ক করা হয়েছে গিলকে। আগরকরের সাফ জবাব, "তিনটি ফরম্যাটে তিন জন আলাদা অধিনায়ক রাখা কার্যত অসম্ভব। এটা দলের জন্য ভালো নয়। একই সঙ্গে এটা কোচের জন্যও সমস্যার কারণ হয়।"অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দলে জায়গা পাননি শামি। এই প্রসঙ্গে বাংলার পেসার বলেন, "এই বিষয়ে সবাই আমার মতামত জানতে চান। কিন্তু এই বিষয়টা তো আমার হাতে নেই। এটা নির্বাচন কমিটি, কোচ এবং অধিনায়কের কাজ। আমি কিন্তু প্রস্তুতই রয়েছি। অনুশীলনও করছি। দলীপ ট্রফিতে খেলেছি। সেখানে ৩৫ ওভার বল করেছি। আমার ফিটনেস নিয়েও কোনও সমস্যা নেই।"উল্লেখ্য, অজিভূমে ভারতের সফর শুরু হবে ১৯ অক্টোবর পারথ স্টেডিয়ামে। দ্বিতীয় ওয়ানডে ২৩ অক্টোবর, অ্যাডিলেড ওভালে। ২৫ অক্টোবর সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে তৃতীয় ওয়ানডে। টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি থেকে দূরে থাকা কোহলি এবং অধিনায়ক রোহিতকে দেখার জন্য এখন থেকেই উন্মাদনার পারদ চড়ছে। ওয়ানডে সিরিজের পর ২৯ অক্টোবর ক্যানবেরার মানুকা ওভালে শুরু হবে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। পরের ম্যাচগুলি রয়েছে রয়েছে ৩১ অক্টোবর, ২ নভেম্বর, ৬ নভেম্বর, ৮ নভেম্বর।

টেস্ট বিশ্বজয়ীদের অনুপ্রেরণা অন্য একটি দল

আগামী নভেম্বরে দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দু'টেস্টের সিরিজ খেলবে ভারত। রয়েছে এক দিনের এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজও। তার এক মাস আগেই শুভমন গিলদের সতর্কবার্তা দিয়ে রাখলেন টেম্বা বাভুমা। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক হুঁশিয়ারি দিলেন ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়েই।২০০০ সালের পর ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিততে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। এ বার ব্যর্থতা মুছতে মরিয়া বাভুমা। তাঁকে অনুপ্রাণিত করছে গত বছর নিউ জিল্যান্ডের পারফরম্যান্স। ভারতের মাটিতে ৩-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল কিউয়িরা। সে ভাবেই দেশের মাটিতে শুভমনদের কোণঠাসা করার পরিকল্পনা করছে দক্ষিণ আফ্রিকা। মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে বাভুমা বলেছেন, "ভারত সফর কখনই সহজ হয় না। এখানকার পিচে নিউ জিল্যান্ড কী ভাবে খেলেছে, আমরা দেখেছি। ওদের সাফল্যে আমরা অনুপ্রাণিত। জানি ভারতের মাটিতে অনেক দলই ব্যর্থ হয়েছে।

সিটিভিএস অ্যান্ড আইআর ডির্পাটমেন্টে সফল অস্ত্রোপচারের পর দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিন রোগী

আগরতলা, ১১ অক্টোবর: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে কার্ডিও থোরাসিক অ্যান্ড ভাসকুলার সার্জারি অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি (সিটিভিএস অ্যান্ড আইআর রেডিওলজি) ডিপার্টমেন্টে একের পর এক সফল অস্ত্রোপচারে মাধ্যমে রোগীরা সুস্থ হয়ে উঠছেন। এদের মধ্যে আগরতলার শিবনগরের শান্তি রঞ্জন সাহা (৭০) আজ চেকআপের জন্য জিবিপি হাসপাতালে সিটিভিএস অ্যান্ড আইআর ডির্পাটমেন্টে আসেন এবং চিকিৎসকের পরার্মশ গ্রহণ করেন। অন্যদিকে জিরানীয়ার কলেজ চৌমুহনীর স্বপন কুমার দাসের (৫৮) শারীরিক জটিলতা ছিল বলে আরও উন্নত চিকিৎসা লাভের জন্য তাকে চেন্নাইয়ে অ্যাপোলো হাসপাতালে রেফার করা হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসার পর গত ৭ অক্টোবর, ২০২৫ তিনি ছাড়া পেয়েছেন। অ্যাপোলো হাসপাতালের চিকিৎসকরা সেখানে রোগীর পরিজনদের জানান যে, জিবিপি হাসপাতালে অস্ত্রোপচার সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং তাতে তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। আগরতলার শিবনগরের শান্তি রঞ্জন সাহা (৭০), জিরানীয়ার কলেজ চৌমুহনীর স্বপন কুমার দাসের (৫৮) এবং বণিক্য চৌমুহনীর মাধব নমঃ (৪৩) নামে এই তিনজন রোগী জিবিপি হাসপাতালের ওপিডিতে গত জুলাই ও আগস্ট মাসে দেখানোর পর সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ রোগীরা এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে সিটিভিএস অ্যান্ড আইআর-এ ভর্তি হন। তাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর গত ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তাদের প্রত্যেকের এন্টোভাসকুলার সার্জারি অপারেশন করা হয়।

দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত ধূমপান করার ফলে এই রোগীদের পায়ের ধমনী দিয়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রোগীর অসহনীয় ব্যথা, হাঁটাচলা করতে না পারা এবং পচন অর্থাৎ গ্যাংগ্রিন শুরু হয়ে গিয়েছিল। সিটিভিএস ও আইআর এর চিকিৎসা শুরু হয় এবং রোগীরা বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। তাদের এন্ড্রোভাস্কুলার সার্জারি ও ইন্টারভেনশন করা হয়। এই তিনজন রোগীর ক্ষেত্রে পেরিফেরাল ভাসকুলার এঞ্জিওপ্লাস্টি করে আধুনিক মানের পেরিফেরাল স্ট্যান্ট প্রতিস্থাপন করা হয়। এরফলে, পায়ের রক্তনালির ব্লকেজগুলো খুলে দেয়া সম্ভব হয়, এর এরপর পায়ে স্বাভাবিকভাবে আবার রক্ত চলাচল শুরু হয়। এই অপারেশন তথা চিকিৎসায় ছিলেন ডাঃ কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য (সিটিভিএস সার্জন), ডাঃ রিমঝিম চাকমা (কার্ডিয়াক অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট), ডাঃ মণিময় দেববর্মা এবং ডাঃ সুরজিৎ পাল (ক্রিটিকাল কেয়ার), ক্যাথল্যাব টেকনিশিয়ান ছিলেন সঞ্জয় ঘোষ ও অরিজিৎ পাল, ক্যাথল্যাব নার্স হিসেবে ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ দেব ও দেবব্রত দেবনাথ। ফিজিশিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন সুদীপ্ত মণ্ডল, ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন রতন মন্ডল, জয়দীপ চক্রবর্তী ও অভিজিৎ রায়, পারফিউশনিস্ট হিসেবে ছিলেন সুজন সাউ ও সৌরভ ত্রিপুরা, ওটি নার্স ছিলেন মৌসুমী দেবনাথ, অন্নবাহাদুর জমাতিয়া, সৌরভ শীল ও অর্পিতা সরকার, সি.টি.ভি. এস আইইউ কো-অর্ডিনেটর ছিলেন অভিষেক দত্ত, রিচাশ্রী সরকার ও জ্যামসন দেববর্মা। এদের প্রত্যেকের অপারেশনে কোনও ব্যক্তিগত খরচ হয়নি। এ.বি.পি.এম.জে.এ.ওয়াই প্রকল্পের অধীনে তাদের চিকিৎসা সম্পূর্ণ সরকারি খরচে করা হয়েছে। রোগীর ও আত্মীয় স্বজনরা রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ধর্মনগরে যুব কংগ্রেসের সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত

ধর্মনগর, ১১ অক্টোবর : ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের নবনিযুক্ত ইনচার্জ শ্রী হারগুন সিং-এর উদ্যোগে আজ উত্তর জেলা কংগ্রেস ভবনে জেলা যুব কংগ্রেসের এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি নীল কমল সাহা, প্রদেশ সহ-সভাপতি নিরুপম দে, উত্তর জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন, উত্তর জেলা কংগ্রেস সভাপতি দিগবিজয় চক্রবর্তী, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য কেবল কান্তি নন্দী, চয়ন ভট্টাচার্যসহ একাধিক কংগ্রেস নেতৃত্ব ও যুব কংগ্রেস কর্মীবৃন্দ। সভায় সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি, আগামী দিনের কর্মসূচি নির্ধারণ এবং যুব সমাজের নানান সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় ইনচার্জ হারগুন সিং দলের সংগঠনকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। তিনি তরুণ প্রজন্মকে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে সমাজ পরিবর্তনে যুবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দেন। সভা শেষে উপস্থিত নেতৃত্বরা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও জনমুখী করে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

স্বামীর চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন স্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ অক্টোবর।। চড়িলাম ব্লকের অন্তর্গত উত্তর ব্রজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ড, কদমতলী চৌমুহনি এলাকার বাসিন্দা অনিল দেবনাথ (৪০) দীর্ঘদিন ধরে ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত। বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি হওয়ায়, জরুরি ভিত্তিতে অপারেশনের প্রয়োজন হলেও অর্থাভাবে থমকে আছে চিকিৎসা। স্বামীর জীবন বাঁচাতে অসহায় স্ত্রী রিঙ্কু দেবনাথ (৩০) সরকারের সহানুভূতি ও আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে।

জানা গেছে, ২০১৭ সালে অনিল দেবনাথ প্রথম ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হন।

তৎকালীন সময়ে জায়গা-জমি বিক্রি করে, মানুষের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে তাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সফলভাবে অপারেশন করান রিঙ্কু দেবনাথ। অপারেশনের পর কিছুদিনের জন্য স্বাভাবিক জীবনযাপন করলেও, দুই মাস আগে হঠাৎ মাথাব্যথা শুরু হয় তার।

পরবর্তীতে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে নেওয়া হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জানান, অনিল দেবনাথের মস্তিষ্কে আবারও দুটি টিউমার ধরা পড়েছে, যা অতি দ্রুত অপারেশন না করলে

প্রাণঘাতী হতে পারে।

কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের কাছে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নেই।

অনিল দেবনাথ পেশায় রাজমিস্ত্রি হলেও বর্তমানে অসুস্থতার কারণে তিনি সম্পূর্ণভাবে কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন। একমাত্র আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরিবারটি এখন চরম আর্থিক সংকটে ভুগছে।

রিঙ্কু দেবনাথ বলেন, আমি একেবারেই অসহায়। মানুষের দুয়ারে ঘুরে ঘুরে সাহায্য চাইছি, কিন্তু যেটুকু সাহায্য পাচ্ছি, তাতে স্বামীর অপারেশন করানো সম্ভব নয়। তাই মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা-র কাছে আমার হাতজোড়ে অনুরোধ, তিনি যেন একজন ডাক্তার হিসেবে, একজন মানবিক মানুষ হিসেবে আমার স্বামীর চিকিৎসার দায়িত্ব নেন।

এই নিঃসন্তান, নিম্নবিত্ত পরিবারের একমাত্র ভরসা এখন সরকার ও সমাজের সাহায্য। গৃহবধূর বিশ্বাস, মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্য সরকার তাদের পাশে দাঁড়ালে স্বামীর জীবন বাঁচানো সম্ভব।

এদিকে, এলাকায় এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর স্থানীয় বাসিন্দারাও অনিল দেবনাথের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।

লক্ষীনারায়ণ বাড়ি এলাকা পরিদর্শনে মেয়র

আগরতলা, ১১ অক্টোবর: স্মার্ট সিটি প্রকল্পের অধীনে লক্ষীনারায়ণ বাড়ি এলাকায় কভার ড্রেন নির্মাণ কাজ আজ খতিয়ে দেখলেন আগরতলা পুরো নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। শহর জুড়েই উন্মুক্ত ড্রেইন ঢাকার কাজ চলছে। কাজের গুণগত মান প্রায়ই পরিদর্শন করছেন মেয়র দীপক মজুমদার।

শনিবার লক্ষীনারায়ণ বাড়ি সংলগ্ন এলাকার কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন তিনি। প্রসঙ্গত, বৃষ্টি হলেই লক্ষীনারায়ণ বাড়ি এলাকাও প্লাবিত হয়ে যায়। সেদিকে লক্ষ্য রেখে সেই জায়গায় ডাকা পুরানো কালভার্টটি ভেঙ্গে নূতন কালভার্ট নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তা যেন অতিসত্বর নির্মাণ করা যায় সে নির্দেশ দেন তিনি।

মেয়রের পরিদর্শনকালে আজ উনার সঙ্গে ছিলেন স্মার্ট সিটি প্রকল্পের সিইও শৈলেশ কুমার যাদব সহ অন্যান্যরা।

সিপাহীজলা জেলায় আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদযাপন

আগরতলা, ১১ অক্টেবর: সারা রাজ্যের সঙ্গে যথাযোগ্য মর্যাদায় গতকাল সিপাহীজলা জেলায়ও আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদযাপন করা হয়। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় বিশ্রামগঞ্জের শচীন দেব বর্মন স্মৃতি কলাক্ষেত্রের মাল্টিপারপাস হলে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক উপেন্দ্র জমাতিয়া, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সীমা ভৌমিক, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দেবাশীষ দাস, জেলা শিক্ষা আধিকারিক কণিকা দেববর্মা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের জেলা কার্যালয়ের উপ-অধিকতা" পাঁঞ্চালী দেববর্মা, বিশিষ্ট প্রবীণ নাগরিক তাপস দেব রায় প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সামাজিক ন্যায় বিচার বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি রুখিয়া বেগম। উদ্বোধকের ভাষণে জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত বলেন সমাজের মূল শক্তি আমাদের প্রবীণ নাগরিকরাই। তারাই আমাদের ধারক, জ্ঞানের উৎস এবং অভিজ্ঞতার পথপ্রদর্শক। সরকার প্রবীণদের কল্যাণে নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রবীণদের সহায়তা করার জন্য উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। কিন্তু কেবল সরকারি প্রকল্পই যথেষ্ট নয় প্রয়োজন আমাদের মানবিক দায়িত্ববোধ ও মনের সহানুভূতি। মনের সহানুভূতির সঙ্গে প্রবীণরা যথাযোগ্য মর্যাদার ও দাবিদার।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা কার্যালয়ের আধিকারিক উত্তম কুমার দাস। অনুষ্ঠানে জেলার প্রবীণ নাগরিকদের সংবর্ধিত করা হয়। বিশালগড়ের চাম্পামুড়ার আশিস চক্রবর্তীকে ৬০ বছর উদ্ধ" জেলা শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মানে ভূষিত করা হয়। পূর্ব লক্ষ্মী বিলের প্রফুল্ল কুমার চৌধুরীকে ৭০ বছর উর্ধ জেলা শ্রেষ্ঠ প্রবীণ কর্মজীবন সম্মানে ভূষিত করা হয়। তাদের আর্থিক পুরস্কার সহ স্মারক উপহার দিয়ে সংবর্ধি"ত করেন উপস্থিত অতিথিরা। এছাড়াও দুর্গা পূজার দিনগুলিতে জেলার অন্তর্গত প্রবীণ নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষায় সরকারি গাইডলাইন অনুযায়ী সিনিয়র সিটিজেনদের সম্পর্কিত সচেতনতামূলক প্রচারের জন্য বিভিন্ন ক্লাব ও সামাজিক সংস্থাকে পুরস্কৃত করা হয়। এই বিষয়ে প্রথম পুরস্কার পান চড়িলামের মধ্যপাড়া জনসমাজ পূজা উদ্যোক্তারা। দ্বিতীয় পুরস্কার পান বিশালগড়ের প্রগতিসংঘ এবং তৃতীয় পুরস্কার পান বক্সনগর এর নেতাজি সংঘ। পূজা উদ্যোক্তাদের আর্থিক পুরস্কার সহ শংসাপত্র দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং অভয় মিশনের শিল্পীদের দ্বারা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

সাংবাদিককে হেনস্তার অভিযোগে উত্তাল সাংবাদিক মহল, উত্তরাখণ্ড সরকারের ভূমিকা নিয়ে তীব্র নিন্দা প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার

আগরতলা, ১১ অক্টোবর : সাংবাদিকের প্রতি হেনস্তামূলক আচরণ ও পরিবারের সদস্যদের ভয় দেখানোর অভিযোগে তীব্র ক্ষোভে ফুঁসছে সাংবাদিক মহল। উত্তরাখণ্ডের এক সিনিয়র স্বাধীন সাংবাদিক অজিত রাঠীর বিরুদ্ধে প্রশাসনের এমন 'স্বেচ্ছাচারী' পদক্ষেপের কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছে প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়া।

ঘটনার সূত্রপাত, যখন সাংবাদিক অজিত রাঠী রাজ্য সরকারের কাছে প্রশ্ন তোলেন ইতিপূর্বে আইটি পার্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত একটি মূল্যবান জমি কীভাবে ৯০ বছরের লিজে বেসরকারি নির্মাতা সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হল? এর জবাব না দিয়ে উল্টে তাঁকে একটি লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয় উত্তরাখণ্ডের স্টেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন-এর তরফে।

এখানেই থেমে থাকেনি ঘটনা। অভিযোগ, একদল পুলিশকর্মী হঠাৎ করে সাংবাদিক রাঠীর বাড়িতে হানা দেয় এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের নানা ভাবে ভয়-ভীতি দেখানো হয়।

প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়া এক বিবৃতিতে জানায়, এ ধরনের স্বৈরাচারী আচরণ এবং সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করার প্রবণতা গভীর উদ্বেগজনক। গণতান্ত্রিক পরিসরে সত্য প্রকাশের দায়িত্ব পালন করা সাংবাদিকদের পেশাগত কর্তব্য। কিন্তু উত্তরাখণ্ড সরকারের এই আচরণ সেই মৌলিক দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করছে।

প্রেস ক্লাব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, আমরা এই ধরনের হয়রানিমূলক কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধের দাবি জানাচ্ছি।

পাশাপাশি, সমস্ত গণতান্ত্রিক চেতনার মানুষদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি আসুন, ঐক্যবদ্ধভাবে এমন অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের প্রতিবাদ করি এবং সংবাদমাধ্যমকে রক্ষার জন্য সোচ্চার হই।

এ প্রসঙ্গে এখনো পর্যন্ত উত্তরাখণ্ড সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে সাংবাদিক অজিত রাঠীর পাশে দেশের বিভিন্ন মিডিয়া সংগঠন ও স্বাধীন সাংবাদিকরা ইতিমধ্যেই সংহতি প্রকাশ করেছেন।

ভারতের ক্ষুদে প্রতিভা বৃন্দা নাথের অসাধারণ সাফল্য

ধর্মনগর, ১১ অক্টোবর : মাত্র ৩ বছর ৪ মাস বয়সেই অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার দীঘলবাক এলাকার বাসিন্দা নীলকান্ত নাথ ও রিম্পা নাথের একমাত্র কন্যা বৃন্দা নাথ জায়গা করে নিয়েছে ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডস-এ। এই ক্ষুদে প্রতিভাবানকে সম্প্রতি 'আইবিআর এচিভার ২০২৫' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। বৃন্দার পিতা নীলকান্ত নাথ বর্তমানে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত রয়েছেন মণিপুরে। ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডস-এর আনুষ্ঠানিক সার্টিফিকেট অনুযায়ী, বৃন্দা (জন্ম: ১৯ মার্চ, ২০২২) তার বয়সের তুলনায় একাধিক ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। সে ১২টি রঙ ও ১০টি আকৃতি শনাক্ত করতে পারে, ১৫টি প্রাণীর নাম মুখস্থ বলতে পারে, ৫টি ভালো অভ্যাস জানে,

৫টি ঋতুর নাম বলতে পারে, বছরের ১২ মাস ও সপ্তাহের ৭ দিনের নাম নির্ভুলভাবে বলতে পারে, ভারতের ১২টি জাতীয় প্রতীক চেনে, ১০টি ইংরেজি ছড়া আবৃত্তি করতে পারে এবং ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে গণনা করতে পারে।

এই অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ বৃন্দাকে "আইবিআর এচিভার ২০২৫" শিরোপায় সম্মানিত করে। আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয় ৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখে এবং সার্টিফিকেট হস্তান্তর করা হয় ২৫ আগস্ট ২০২৫ তারিখে।

বৃন্দা নাথের এই অভূতপূর্ব অর্জন প্রমাণ করে যে, সঠিক দিকনির্দেশনা, ভালোবাসা ও উৎসাহ পেলে শিশুরা অতি অল্প বয়সেই আশ্চর্যজনক সাফল্য অর্জন করতে পারে। তার এই কৃতিত্ব কেবল তার পরিবারের নয়, বরং গোটা ত্রিপুরা রাজ্যেরই এক গর্বের অধ্যায়।

মৃৎশিল্পীদের আশার প্রদীপ: চাহিদা আছে, তবুও সঠিক দাম নেই

আগরতলা, ১১ অক্টোবর : দীপাবলি সামনে রেখে শহরের বাজারে মাটির প্রদীপের চাহিদা তুঙ্গে। তবে সেই চাহিদার পুরোটা সুবিধা পাচ্ছেন না প্রদীপ তৈরি করা মৃৎশিল্পীরা। বিশেষ করে শহরের নন্দননগর এলাকার কারিগরদের দাবি, সারা বছর নানা প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করলেও, দীপাবলির মতো বড় উৎসবের সময়েও তাঁদের তৈরি মাটির প্রদীপের ন্যায্য দাম মিলছে না।

প্রসঙ্গত, নন্দননগর দীর্ঘদিন ধরেই মৃৎশিল্পের জন্য পরিচিত। এই এলাকার শতাধিক পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মাটির সামগ্রী তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। দীপাবলি এলেই তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রদীপ তৈরির কাজে। হালকা থেকে শুরু করে জটিল কারুকাজ করা বিভিন্ন ধরনের প্রদীপ তৈরি করেন তাঁরা, যেগুলির চাহিদা শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন বাজারে প্রচুর।

স্থানীয় মৃৎশিল্পী জানান, গত এক মাস ধরে দিন-রাত খেটেছি। ৫০০০-এরও বেশি প্রদীপ বানিয়েছি।

বাজারে ভালো চাহিদা থাকলেও পাইকাররা আমাদের থেকে অল্প দামেই কিনে নিচ্ছেন। কারণ, সস্তা বিদেশি বাল্ব ও টুনির দাপটে কিছুটা সঙ্কটে পড়েছেন তাঁরা।আগে প্রদীপের দাম কিছুটা ভালো পাওয়া যেত।

তাঁর কথায়, সমানেই দিপাবলী উৎসব। কিন্তু সারা বছর নানা প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করলেও, দীপাবলির মতো বড় উৎসবের সময়েও তাঁদের তৈরি মাটির প্রদীপের ন্যায্য দাম মিলছে না।

আধুনিকতা ও বিশ্বায়নের কারণে এই কুটির শিল্পও এখন কিছুটা সঙ্কটে। সস্তা চিনা টুনি বাল্ব এবং এলইডি আলোর দাপটে মাটির প্রদীপের চাহিদা কমেছে। পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং কাঁচা মালের দাম বাড়ায় উৎপাদন খরচও বেড়েছে। কিন্তু, শিল্পীরা কম লাভেও ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য লড়াই করছেন।

আলোক উৎসবের প্রাক্কালে ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে তেলিয়ামুড়ার প্রদীপ শিল্পী স্বপন রুদ্র পাল

আগরতলা, ১১ অক্টোবর: আর মাত্র কয়েকদিন পরই আলোর উৎসব দীপাবলি। রঙিন আলো, আতসবাজি আর আনন্দে মাতোয়ারা এই উৎসবের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ মাটির প্রদীপ। আধুনিকতার ছোঁয়ায় আজ যেখানে বৈদ্যুতিক লাইট, এলইডি স্ট্রিপ ও মোমবাতির রমরমা, সেখানে আজও কিছু কারিগর নিজেদের পরিশ্রম আর ভালোবাসা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য মাটির প্রদীপ তৈরির শিল্প। তেমনই একজন কারিগর হলেন ত্রিপুরার তেলিয়ামুড়া শিশুবিহার এলাকার বাসিন্দা স্বপন রুদ্র পাল। গত প্রায় ১৭ বছর ধরে পরিবার-সহ প্রদীপ তৈরির কাজে যুক্ত তিনি। দীপাবলিকে সামনে রেখে এখন তাঁর বাড়িতে চলছে পুরোদমে প্রস্তুতির কাজ।

কেউ কাদা মেখে প্রদীপ বানাচ্ছেন, কেউ রোদে শুকোচ্ছেন, কেউ আবার রঙ তুলিতে ফুটিয়ে তুলছেন শিল্প।

স্বপনবাবু জানিয়েছেন, চাহিদা আছে ঠিকই, কিন্তু উৎপাদনের খরচ অনেক বেড়ে গেছে। কাঁচামালের দাম বাড়ায় লাভের অঙ্ক কমে যাচ্ছে।

তাই দিন দিন টিকে থাকাই কঠিন হয়ে উঠছে।

তবে এত প্রতিকূলতার মাঝেও হাল ছাড়েননি তিনি। স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে প্রতিদিনই অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। তাঁর কথায়, এই ঐতিহ্যটাই আমাদের অস্তিত্ব।

স্বপন রুদ্র পালের মতো আরও অনেক মৃৎশিল্পী রয়েছেন, যাঁরা শুধুমাত্র ব্যবসা নয়, একটি সংস্কৃতির আলো জ্বালিয়ে রাখার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তবুও তাঁদের এই সংগ্রাম আজও রয়ে গেছে আড়ালে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজন উপযুক্ত সহায়তা, সহজ ঋণ এবং বাজারের সঠিক সংযোগ। প্রশাসনের একটু সহযোগিতা পেলেই মাটির প্রদীপের আলো শুধু ঘরেই নয়, জ্বলে উঠবে হাজারো শিল্পীর ভবিষ্যৎ পথেও।

নারী সমিতির চতুর্থ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১১ অক্টোবর: আজ সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির চতুর্থ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেলারমাঠ ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে আয়োজিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভানেত্রী রমা দাস ,সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির নেতৃত্বরা সহ পশ্চিম জেলার বিভিন্ন মহকুমা থেকে আগত প্রতিনিধিরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভানেত্রী রমা দাস বলেন, আজ সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির চতুর্থ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সম্মেলনে পশ্চিম জেলার চারটি মহকুমা থেকে চার শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন।

এদিন তিনি আরও বলেন, বর্তমানে দেশজুড়ে এবং রাজ্যে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সেখানে নারী সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নারী অধিকার, নারীর প্রতি সহিংসতা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে আমাদের সংগঠনের ভূমিকা আগামীতেও আরও জোরদার করতে হবে। তিনি আরও বলেন, এই জেলা সম্মেলনের মাধ্যমে আগামী দিনের আন্দোলনের রূপরেখা নির্ধারণ করা হবে। রাজ্যের নারী সমাজকে সংগঠিত করে, তাদের অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে একজোট হয়ে লড়াই গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি।

রাতের আঁধারে বিদ্যালয়ে চোরের হানা

আগরতলা, ১১ অক্টোবর: শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবারো চোরের দলের দাপট। গতকাল গভীর রাতে চোরের দল বিদ্যালয়ে হানা দিয়ে নগদ ৪০ হাজার টাকা সহ বেশ কিছু মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয়। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, গতকাল গভীর রাতে নন্দনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চোরের দল হানা দিয়েছে। আজ সকালে স্কুল খুলতেই দেখতে পান অফিস কক্ষের তালা ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। ভেতরে ঢুকে দেখেন আলমারি তছনছ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের সঞ্চিত নগদ টাকা, কিছু ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী এবং গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র গায়েব। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, চোরেরা সুপরিকল্পিতভাবে ঘটনাটি ঘটিয়েছে। বিদ্যালয়ে সিসিটিভি ক্যামেরা না থাকায় দুষ্কৃতীদের শনাক্তকরণে সমস্যা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সম্প্রতি শহরের একাধিক স্কুলে চুরির ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা যায়নি। তাঁরা পুলিশের কাছে দ্রুত তদন্ত শেষ করে দোষীদের চিহ্নিত করার দাবি জানিয়েছেন। এই ঘটনার পর স্কুলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের আহ্বান জানিয়েছেন অভিভাবকরাও।

ড্রাম ভর্তি প্রায় ১৭৭ কেজি শুকনো গাজা উদ্ধার

আগরতলা, ১১ অক্টোবর: শনিবার দুপুর যাত্রাপুর থানার পুলিশ থলি বাড়ি শিবু পালের বাড়ি থেকে প্লাস্টিকের ড্রাম ভর্তি প্রায় ১৭৭ কেজি শুকনো গাজা উদ্ধার করে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় পুলিশ সূত্রে, গোপন খবরের ভিত্তিতে এই অভিযান চালাতে গিয়ে গোয়েন্দা বিভাগ ও যাত্রাপুর থানার পুলিশ এবং এস টি এফ যৌথভাবে অভিযান চালানো হয়। তবে নেতৃত্বে ছিলেন যাত্রাপুর থানার ওসি সিতি কণ্ঠ বর্ধন সঙ্গে ছিলেন অন্যান্য পুলিশ অফিসার যেমন, সাব ইন্সপেক্টর প্রীতম দত্ত, অমরকিশোর দেববর্মা, রুমি আক্তার সহ অন্যান্য টিএসআর স্টাফ সহ এক বিশাল বাহিনী। থলি বাড়িতে গিয়ে বাড়ির মালিক শিবু পালকে পাওয়া যায়নি। বাড়িতে ছিল একজন বৃদ্ধ মহিলা যার বয়স ৭৯ বছর। অন্যান্য পুরুষ যারা ছিল পুলিশের আঁচ পেয়ে পালিয়ে যায় বাড়ি থেকে। বাড়ির বসত ঘরের চতুর্দিকে মাটি খুঁড়ে প্লাস্টিকের ড্রাম ভর্তি শুকনো গাজা গুলি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে আসে। একান্ত সাক্ষাৎকারে ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে থানার সাব-ইন্সপেক্টর প্রীতম দত্ত বিস্তারিত ভাবে জানাতে গিয়ে বলেন এটা একটা সফলতাই ভলা চলে। কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, মাটি খুঁড়ে গ্রামগুলি উদ্ধার করতে প্রায় দেড় থেকে দুই ঘন্টা সময় অতিবাহিত হয়। কিন্তু আশেপাশের মানুষ বা কোনরকম বাধা বিঘ্ন ঘটেনি। নির্বিঘ্নে মালামাল গুলি থানায় নিয়ে আসা হয়। তবে, শুকনো গাজা মজুমদারকে এন ডি পি এস ধারায় তার বিরুদ্ধে মামলা রেজিস্টার করা হয়েছে বলে জানান সাব ইন্সপেক্টর প্রীতম দত্ত। তিনি আরো জানান তাকে অতি দ্রুত ঝালে তোলার জন্য পুলিশ নাকি নানাভাবে তদন্তে নেমে পড়েছেন। এমনটাই জানা গেল যাত্রাপুর থানার পুলিশ সূত্রে।

গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশ্য সমাবেশের আয়োজন কংগ্রেসের

আগরতলা, ১১ অক্টোবর: কৈলাশহরের টিলা বাজার মাদ্রাসার মাঠে কংগ্রেস পরিচালিত গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশ্য সমাবেশের আয়োজন করে কৈলাশহর ব্লক কংগ্রেস কমিটি।

কংগ্রেস পরিচালিত গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশ্য সমাবেশে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে কংগ্রেস দলের প্রচুর কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। এই সমাবেশের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা , গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন শ্রীমতি লক্ষি নমঃ , ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ বদরুল জামান, টিলা বাজার পঞ্চায়েত প্রধান ওয়াইদো জামান, কংগ্রেস নেতা রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য, কংগ্রেস নেতা চন্দ্রশেখর সিনহা সহ কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যগণ।

এই সমাবেশের মূল বিষয় ছিল গত এক বছরের কংগ্রেসের গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত কি কি কাজ করা হয়েছে এর বিস্তারিত খতিয়ান তুলে ধরা।

আগামী ১০ ও ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে সিআইটিইউ-র ১৬তম রাজ্য সম্মেলন, প্রস্তুতি সভা আজ

আগরতলা, ১১ অক্টোবর : সিআইটিইউ-র ১৬তম রাজ্য সম্মেলন আগামী ১০ ও ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই সম্মেলনকে সামনে রেখে আজ আগরতলার সিআইটিইউ রাজ্য দফতর এক প্রস্তুতি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জানা গেছে, ১০ নভেম্বর একটি প্রকাশ্য সমাবেশ দিয়ে সূচনা হবে দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনের। এতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সিআইটিইউ-র সদস্য ও কর্মীরা অংশগ্রহণ করবেন বলে জানা গিয়েছে। আজকের প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ-র রাজ্য সভাপতি মানিক দে, রাজ্য সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

সভায় সম্মেলনের কর্মসূচি, সাংগঠনিক দিক, সুরক্ষা এবং অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। মানিক দে জানান, শ্রমিকদের অধিকার, বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের শ্রমনীতি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব ও বেসরকারিকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলি এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পাবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas